উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৮,১৪৮.৪৯ (-৫০.৬২)
নিফটি : ২৩,৬৮৮.৯৫ (-১৮.৯৫)

আপ-কে সমর্থন তৃণমূলের
জাতীয় রাজধানীতে আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট আগেই ভেস্তে গিয়েছিল। এবার সেই ভাঙনকে আরও তীব্র করে দিল্লি বিধানসভা ভোটে আপকে সমর্থন জানাল তৃণমূল। ৭

আজ থেকে গঙ্গাসাগরমেলা
বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগরমেলা। মুখ্যমন্ত্রী বাবুঘাট থেকে মেলার উদ্বোধন করবেন। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	২৪°	১২°
জলপাইগুড়ি	২৪°	১১°
কোচবিহার	২৪°	১১°
আলিপুরদুয়ার	২৪°	১২°

আমার আসল বয়স কম, দাবি মমতার ৫

২৪ পৌষ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 9 January 2025 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 231

শ্বেতশুভ্র পাহাড়

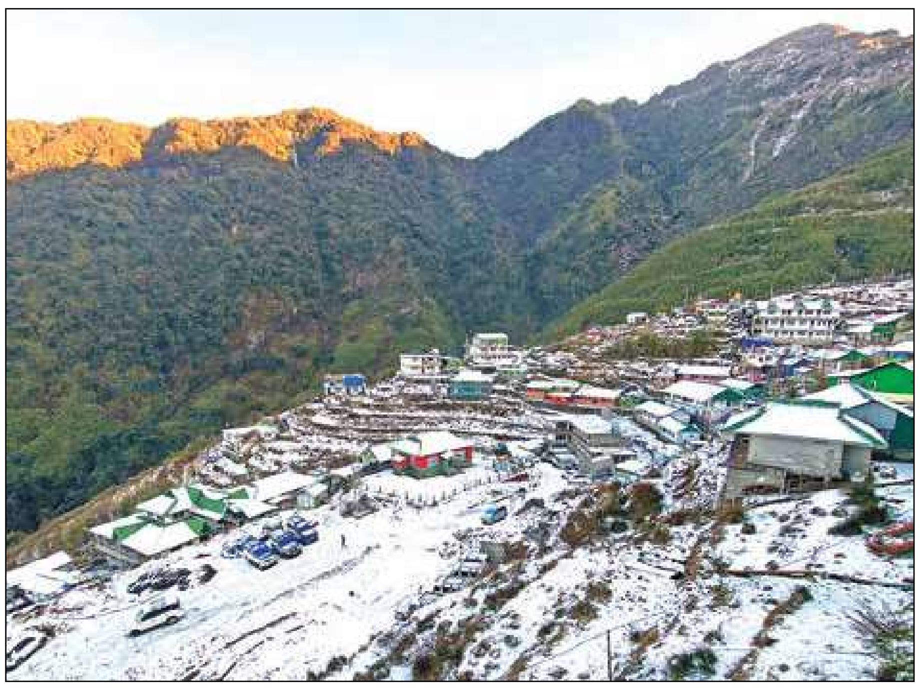

বরফঢাকা পূর্ব সিকিমের জুলুখ (ওপরে) এবং দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু। ছবি : প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও মৃণাল রানা।

সেবকের পথে গাছ কাটায় জট

ছাড়পত্র মেলেনি পরিবেশমন্ত্রকের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কেন্দ্র অর্থবরাদ্দ করেছে ঠিকই। কিন্তু সেবকের এলিভেটেড করিডরে এখনও ছাড়পত্র দেয়নি বন ও পরিবেশমন্ত্রক। বন এবং বন্যপ্রাণের স্বার্থরক্ষায় এলিভেটেড করিডরের পক্ষে সায় দিলেও অনুমতি দেয়নি রাজ্যের বন দপ্তরও। ফলে সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তার ভবিষ্যৎ অনুমতির ফাঁসে আটকে। তবে সড়ক পরিবহণমন্ত্রক অর্থবরাদ্দ করতেই নতুন করে বনাঞ্চল ধ্বংসের উদ্বেগ শুরু হয়ে গিয়েছে। উন্নয়নে বৃক্ষচ্ছেদনে সায় থাকলেও কেন পরিবেশ রক্ষায় বিকল্প ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলছে পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলি।

শিলিগুড়ির বালাসন সেতু থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত যে এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ চলছে, তা সেবক বাজার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ করেছে নীতিন গড়করির মন্ত্রক। ১৪ কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ফের হাজার হাজার গাছে কোপ পড়বে, যা নিয়ে আশঙ্কিত পরিবেশপ্রেমীরা। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলছেন, ‘এশিয়ান হাইওয়ে এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ন্যাশনাল হাইওয়ে তৈরির ক্ষেত্রে ৪০ হাজার বড় গাছ কাটা পড়েছে সাম্প্রতিককালে। সেবকেও প্রচুর গাছ কাটা পড়বে। পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের জাঁতাকলে।’

প্রথমে এলিভেটেড হাইওয়ে তৈরির ক্ষেত্রে সায় ছিল সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের। কিন্তু মহানন্দা অভয়ারণ্য এবং বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল বাঁচাতে এলিভেটেড করিডরের পক্ষে মত দেয় বন দপ্তর। কেন না, এই ক্ষেত্রে রাস্তাটি হবে কার্যত উড়ালপুল এবং তা তৈরি করার ক্ষেত্রে বর্তমান রাস্তার মাঝে পিলার বসবে। এই ক্ষেত্রে কম গাছ কাটা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। পাশাপাশি নীচ দিয়ে প্রয়োজনমতো বন্যপ্রাণী চলাচল করতে পারবে। কিন্তু সেবকে এলিভেটেড করিডরটি তৈরির ক্ষেত্রেও যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিতে এগোতে হবে, সেই রাস্তায় পা না দিয়েই অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে।

কী কী কাজ বাকি? করিডর কীভাবে হবে, কত গাছ কাটা পড়তে পারে, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথ সমীক্ষা করার কথা বন দপ্তর এবং সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের। কিন্তু তা হয়নি। সমীক্ষা না হওয়ায় গাছ কাটা পড়া সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কষতে পারছে না বন দপ্তর। ফলে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত টাকা দাবি করতে পারছে না সড়ক পরিবহণমন্ত্রক থেকে। ক্ষতিপূরণের টাকা জমা পড়লে বন দপ্তর অনুমতি চাইবে বন ও পরিবেশমন্ত্রক থেকে। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পাওয়া গেলে অনুমতি দেবে রাজ্য। বন দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা বলছেন, ‘অনুমতির ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপ রয়েছে। সেবক এলিভেটেড করিডরের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি।’ অর্থাৎ তিন বছরের মধ্যে সড়কটির নির্মাণকাজ শেষ করার ব্যাপারে সাংসদ রাজু বিস্ট আশ্বাস দিলেও, সময়কাল নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও সাংসদের দাবি, ‘কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা দেখাও দেবে না। সঠিক সময়ে অনুমতি পাওয়া যাবে।’

এরপর দশের পাতায়

সেবকের এই রাস্তায় কাটা পড়বে কয়েক হাজার গাছ। ছবি : সূত্রধর

লাটাগুড়ির উড়ালপুলের জন্য কাটা পড়েছিল হাজার হাজার গাছ। তা নিয়ে আন্দোলন কম হয়নি। কিন্তু বৃক্ষচ্ছেদনে কার্যত রুক্ষ হয়ে গিয়েছে গোটা এলাকা। সেবকের অনুমোদিত এলিভেটেড করিডরের জন্যও কাটা পড়বে কয়েক হাজার গাছ। আর তা নিয়েই এখন উদ্বিগ্ন পরিবেশপ্রেমীরা।

কর আদায়ে পিছিয়ে ধূপগুড়ি পুরসভা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : একদিকে পুরসভার নিজস্ব তহবিলের বেহাল দশা, তার ওপর প্রতি মাসে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বাবদ বিশাল আর্থিক দায়। খরচ কমানো অসাধ্য বুঝেই বকেয়া কর আদায়ে মরিয়া চেষ্টা চালানোর পরেও কাজের কাজ খুব বেশি হয়নি। কর আদায়ে নাজেহাল ধূপগুড়ি পুরসভা। দুই সপ্তাহ শিবির করেও নির্ধারিত পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশও পূরণ হয়নি পুরকর আদায়। কর না আসায় মাথায় হাত দেওয়ার জোগাড় নিজস্ব তহবিলের ঘটতি পূরণে।

পুরসভা সূত্রে খবর, কর আদায় হওয়ার কথা বছরে ১.২৭ কোটি টাকা। শিবির করেও এখন পর্যন্ত আদায় হয়েছে ৫৫ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘শহরবাসীর সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এলাকায় আরও বেশি করে শিবিরের আয়োজনের ভাবনা রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস আমরা এগিয়ে গেলে ধূপগুড়িবাসী নিশ্চই পুরকর প্রদানে বেশি সক্রিয়তা দেখাবেন।’

এই অবস্থায় কর আদায়ের বিকল্প পথ খুঁজতে বিকল্প পথের ভাবনায় হন্যে পুর আধিকারিক ও কর্তারা। গত বছর ৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুর এলাকার ১৬টি ওয়ার্ডে মোট ১১টি ‘কালেকশন ক্যাম্প’ করা হয়। সেখানে বড়জোর ১৯ লক্ষ টাকা বকেয়া কর আদায়। এর জেরে চলতি অর্থবর্ষের মোট কর আদায় দাঁড়িয়েছে ৫৫ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। যা লক্ষ্যমাত্রার থেকে অনেকটাই কম। পুরসভার তরফে পাওয়া তথ্য অনুসারে এই মুহূর্তে ধূপগুড়ি পুর এলাকা থেকে বার্ষিক ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার বেশি পুরকর আদায় হওয়ার কথা। গত ডিসেম্বরে আয়োজিত ক্যাম্পের আগে পর্যন্ত সেই আয় ছিল ৩৬ লক্ষ টাকার আশপাশে। *এরপর দশের পাতায়*

৯ রিখটার মাত্রার ভূমিকম্প ওঁত পেতে পাহাড়ে

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সদ্য ভূমিকম্প তিব্বতের ক্ষতি করেছে বলে নিশ্চিন্তে থাকার জো নেই। হিমালয় অঞ্চলের দেশগুলিতে বিপদ ওঁত পেতেই আছে। ভারতে সেই বিপদ কাশ্মীর থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত আড়াই হাজার কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। ভবিষ্যতে রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তেমন বড় ভূমিকম্প হলে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ব্যাপক ধস নামার আশঙ্কা ষোলোআনা। অথচ পাহাড়জুড়ে এখন বহুতলের ছড়াছড়ি। যা ভূমিকম্পের বিপদ বাড়িয়ে দিচ্ছে। হিমালয় থেকে অনেক দূরে থাকলেও স্বস্তি নেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গবাসীরও। কলকাতায় মাটির নীচে সাড়ে ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার অবধি রয়েছে পলিমাটি ও বালির স্তর। মাটির অল্প নীচে রয়েছে জলস্তরও। ভূমিকম্পের ফলে সেই জল ও মাটি কাদায় পরিণত হয়ে চোরাবালির মতো কাজ করবে। উঁচু বাড়ি মাটিতে ঢুকে যাবে অথবা হেলে যাবে।

দুই ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ সুপ্রিয় মিত্র ও শংকর নাথ জানিয়েছেন, প্রতিবছর ইন্ডিয়ান প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেটের নীচে ২২ মিলিমিটার করে ঢুকে যাচ্ছে বলে দুই প্রান্ত থেকে হিমালয়ের ওপর প্রবল চাপ তৈরি হচ্ছে। ভূমিকম্পের আগাম দিনক্ষণ বলতে রাজি নন বিশেষজ্ঞরা। শংকর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেও আদতে খড়্গপুর আইআইটির ভূ-বিজ্ঞানী।

তিব্বতে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর।

সুপ্রিয় কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, কলকাতার অধ্যাপক। শংকরের বক্তব্য, ভূমিকম্পে কেউ মরে না, বাড়িঘর ধসে মানুষের মৃত্যু হয়। অথচ নিয়ম না মেনে আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে পাহাড়ি এলাকাতেও। সুপ্রিয়ের মতে, বাড়ি তৈরির সরকারি আইনকানুন যথেষ্ট কড়া হলেই মানুষকে বাধ্য করা যাবে ভূমিকম্পরোধী বাড়ি তৈরি করতে।

শংকরের সতর্কবার্তা, রাজারহাট, নিউটাউন, সল্টলেক এলাকা বালি ভরাট করে বাড়ি তৈরি হয়েছে বলে বিপদ বেশি। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলা, এয়ারপোর্ট, ভিআইপি রোড, যাদবপুর, ধাপা ইত্যাদি এলাকাও খুব সংবেদনশীল। মৃদু ভূমিকম্প হলে ইএম বাইপাসের আশপাশে বাড়িগুলি ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুপ্রিয় বলেন, ‘নিয়ম মেনে বাড়ি করলে কখনও ধসে পড়তে পারে না। ফলে জাপানে এত ভূমিকম্প হলেও বাড়ি ধসে পড়ে না।’

বাবলা খুনে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা নন্দু

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৮ জানুয়ারি : অন্তত সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের সব থেকে হাই প্রোফাইল খুনের ঘটনায় দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্যকর মোড়। বাবলা সরকারকে খুনের ঘটনায় বুধবার গ্রেপ্তার করা হল মালদায় শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে। এছাড়াও পুলিশের জালে বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে জেল খাটা স্বপন শর্মাও।

এদিকে উত্তরবঙ্গের ওই হত্যার রেশ পৌঁছে গিয়েছে কলকাতাতেও। এডিজি সাউথ বেঙ্গল সুপ্রতিম সরকার সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, মালদহের জেলা তৃণমূল সহ সভাপতি দুলাল সরকারকে খুনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল। এডিজি সাউথ বেঙ্গল বলেন, ‘স্বপন এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী। একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ধৃতদের জেরা করে জানতে পেরেছি দুলাল সরকারকে মারার জন্য চারজন এসেছিল গাড়িতে। তাদের মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুজন এখনও পলাতক।’

বুধবার জেলা আদালতে যাওয়ার পথে খানিকটা মরীয়া ভঙ্গিতে নরেন্দ্রনাথ ওরফে নন্দু দাবি করেন, তাঁকে ওই ঘটনায় ফাঁসানো হয়েছে। পুলিশ গাড়িতে তোলার আগে প্রথমে স্বপন শর্মা বলেন, আমি কিছু জানি না। হঠাৎ আমাকে তুলে আনা হয়েছে। আর ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কথায়, ‘ঘটনার পেছনে বড় মাথা আছে। বড় চক্রান্ত হয়েছে।’ ধৃতদের তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দলেরই নেতাকে খুনের অভিযোগে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে গ্রেপ্তারের অভিঘাত অবশ্য পড়েছে রাজনৈতিক মহলে। মালদহ সদরের তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ আগেই দুলাল ওরফে বাবলাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন। এমনই দাবি করলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। তিনি জানান, মালদহ শহর তৃণমূলের সভাপতির সঙ্গে ইংরেজবাজারের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুলালের পুরানো গণ্ডগোল ছিল। আগেও দুলালকে ‘দেখে নেওয়ার’ হুঁশিয়ারি দেন নরেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অবশ্য বলেন, এটা রাজনৈতিক খুন নয়। পয়সা ও জমির জন্য খুন। মালদায় বাবলা সরকার, নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও কৃষ্ণেন্দুবাবু জমির কারবারি ছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

৫০ লাখের সুপারি

পুলিশের গাড়িতে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মা।

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদলু নেতা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

পেতাম যদি সিংহাসন

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে একঝাঁক নতুন সেগমেন্ট

উপাচার্য নিয়োগে ৩ সপ্তাহ সময় মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : জট যেন কেটেও কাটে না উপাচার্য নিয়োগে। সুপ্রিম কোর্ট গঠিত সার্চ কমিটি কাজ শেষ করলেও নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও মাঝপথে। রাজ্যের ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এখনও অর্ধেক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পায়নি। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে দু’পক্ষের কথায় স্পষ্ট, রাজ্য ও রাজ্যপালের মতভেদের কারণে এখনও অচলাবস্থা কাটেনি।

সমস্যা সমাধানে দু’পক্ষই সময় চায়। তাতে রুষ্ট হয় বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ। আদালতের মূল্যবান সময় আর নষ্ট না করতে বলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি সমস্যা সমাধানে ৮ সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন। এই সময় পেলে জট কাটানো সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমনিও বলেন, ‘দয়া করে আরও কিছু সময় দিন। কিছু ইতিবাচক কাজ হয়েছে। ১৭টি নামে দুই তরফে জটিলতা কেটে গিয়েছে। বাকি ১৭টি নামে কিছু মতভেদ আছে। সেই মতভেদ কাটিয়ে তুলতে আমি মধ্যস্থতা করছি।’ কিন্তু রাজ্যের আবেদন মেনে ৮ সপ্তাহ সময় দিতে রাজি হয়নি আদালত।

বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘ইতিমধ্যে আমরা আট সপ্তাহ পিছিয়ে রয়েছি।’ শেষপর্যন্ত সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের জন্য তিন সপ্তাহ সময় বেঁধে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কয়েকটি ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগে সবুজ সংকেত দিয়েছেন রাজ্যপাল। কিন্তু তাঁর ছাড়পত্র দেওয়ার গতি খুব ধীর বলে কিছুদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

জলপাইগুড়ির ক্লাব রোডে ইউরোপিয়ান ক্লাব।

শহরের হেরিটেজ নিয়ে উদাসীন পুরসভাও

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কোচবিহারকে হেরিটেজ শহর করতে কোচবিহার জেলা পরিষদ ও পুরসভা যে উদ্যোগ নিয়েছিল তার ছিটেফোঁটাও জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে নেয়নি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ও পুরসভা। বরং জলপাইগুড়ি শহরভিত্তিক হেরিটেজ রোড ম্যাপ তৈরির দায়িত্ব পেয়েও সেই কাজ করে উঠতে পারেনি জলপাইগুড়ি পুরসভা। স্বভাবতই অবহেলা ও অযত্নে পড়ে থাকা ছাড়াও শহর ও জেলায় হেরিটেজ সম্পত্তি দখল হয়েছে। কোথাও বা সেই সম্পত্তির ভোল বদল করে অন্য কিছু তৈরি করা হয়েছে স্থানীয়ভাবে।

রাজ্য হেরিটেজ কমিশন থেকে বাম আমলে ২০০৭ সালের ২৮ মে বৈকুণ্ঠপুর রাজপ্রাসাদকে হেরিটেজ সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০১১ সালে সরকারে পালা বদলের পর কমিশনের নির্দেশে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গের হেরিটেজ সম্পত্তি নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কমিশনে ৪৬১টি হেরিটেজ সম্পত্তির ছবি সহ তালিকা জমা করা হয়েছিল স্বীকৃতির জন্য। তালিকায় দার্জিলিং জেলায় ১০৪টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০১টি, কোচবিহারে ৭৫টি, উত্তর দিনাজপুরে ২৯টি, আলিপুরদুয়ারে ৪০টি এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ৪২টি সম্পত্তিকে প্রস্তাবিত হেরিটেজ তালিকায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই তালিকা নিয়ে কমিশন তেমন আগ্রহ দেখায়নি।

২০১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোহন বসু, বর্তমান চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো, তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা শাসক অম্লানজ্যোতি সাহা, যিনি বর্তমানে হেরিটেজ কমিশনের সচিব ও হেরিটেজ কমিশনের প্রতিনিধিরা বৈঠক করেছিলেন। জলপাইগুড়ি শহরে ১০০ বছর অতিক্রম করা সমস্ত সম্পত্তির তালিকা সহ হেরিটেজ রোড ম্যাপ করার নির্দেশ পুরসভাকে দিয়েছিল কমিশন। সেইমতো পুর চেয়ারম্যান জলপাইগুড়ি টাউন হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটিও গঠন করেছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

টাইগার হিলকে টেক্কা দিতে খুলছে রাচেলা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কাকভোরে উঠে শীতে কাঁপতে কাঁপতে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়া পর্যটকদের দার্জিলিং ভ্রমণের সূচিতে অবশ্যই থাকে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার এর থেকে ভালো জায়গা এতদিন পর্যটকদের কাছে আর ছিল না। টাইগার হিলের একাধিপত্যে এবার ভাগ বসাতে চলেছে রাচেলা ভিউপয়েন্ট। বনকর্তাদের একাংশ বলছেন, রাচেলা থেকে ঘুমন্ত বুদ্ধের যে নৈসর্গিক ছবি দেখা যায় তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

পর্যটকদের সামনে কালিম্পংয়ের নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের ভিতর ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রাচেলা ভিউপয়েন্টের রাস্তা খুলে যাবে আর কিছুদিনের মধ্যেই। আপাতত লাভা থেকে নেওড়া নর্থ রেঞ্জের সামনের জঙ্গলপথ দিয়ে গাড়িতেই পৌঁছানো যাবে রাচেলা পিকের ভিউপয়েন্টে। সেই পথে ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে। মাঝেমধ্যে পর্যটকদের একটি-দুটি গাড়িকে রাচেলা ভিউপয়েন্ট পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ।

টাইগার হিলের চেয়েও নেওড়া ভ্যালির রাচেলা পিকের উচ্চতা বেশি। ভুটান, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীতে অবস্থিত রাচেলা ডান্ডা। নেওড়ার এই কোর এলাকায় বন্যপ্রাণীদের অবাধ ও নিরাপদ বিচরণ। কোর এলাকায় যেতে পাহাড়ি চড়াই উতরাই ভেঙে ট্রেকিং করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু রাচেলা পিক পর্যন্ত গাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, ‘এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর ও স্বর্গীয় সুখলাভের সমান। যাঁরা টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছেন তাঁরাও রাচেলা ভিউপয়েন্টে এলে অবাক হবেন।’

লাভা থেকে নেওড়া নর্থ রেঞ্জের অফিসের সামনে দিয়ে একটি পাকা রাস্তা কিছুটা দূর পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর জঙ্গলের কাঁচা রাস্তা ধরে গাড়িতে ৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হবে রাচেলা ভিউপয়েন্টে।

এরপর দশের পাতায়

বোল্ডার বিছানো এই পথ পেরিয়েই যেতে হবে রাচেলা ভিউপয়েন্টে।

ঘিসে চালু কায়াকিং, স্নোরকেলিং

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : গোয়া, আন্দামান বা লাক্ষাদ্বীপের মতো ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশগ্রহণের সুযোগ মিলবে এবার উত্তরবঙ্গে। গতবছরের ডিসেম্বরে সফল ট্রায়ালের পর স্নোরকেলিং, কায়াকিং চালু হয়ে গিয়েছে কালিম্পংয়ের ডোভানে ঘিস নদীতে। অন্যদিকে, চলতি মাসে এক অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস সংস্থার উদ্যোগে ইয়েলবংয়ে আয়োজিত হবে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্টিভাল। দ্বিতীয় বর্ষের এই উৎসবে প্রথমবারের থেকেও বেশি সাড়া পাওয়া নিয়ে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

কালিম্পংয়ের ঘিস নদীতে জনপ্রিয় হচ্ছে কায়াকিং অ্যাডভেঞ্চার। -সংবাদচিত্র

যাঁরা অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী, তাঁদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ইয়েলবং জায়গাটি। উত্তরবঙ্গের একমাত্র গিরিখাত এখানেই অবস্থিত। দেশের নানা প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেখানকার রিভার ক্যানিয়ন ট্রেকিং। এবার ডোভানে চালু হল কায়াকিং আর স্নোরকেলিং। ইয়েলবংয়ে রিভার ক্যানিয়ন ট্রেকিংয়ের সৌজন্যে স্থানীয় অর্থনীতি মজবুত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সেই আশা করা হচ্ছে। সংস্থাটির তরফে অর্ণব মণ্ডল জানালেন, মাথাপিছু পাঁচশো টাকা খরচ করতে হবে নতুন দুই ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের জন্য। সরকারি সমস্ত সুরক্ষামূলক নির্দেশিকা মেনে এটা চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জিটিএ (গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনেস্ট্রেশন)।

> অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের এখন আর বাইরে যেতে হবে না। এখানে কম খরচে সেই আনন্দ নিতে পারবেন তাঁরা।
>
> **-ফ্যান্সিস রাই**
> *অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিস্ট*

অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর তরফে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের ওপর নজর দেওয়া হচ্ছে। পর্যটকদের সুরক্ষার স্বার্থে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে গাইডদের। এপ্রসঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত ফ্যান্সিস রাইয়ের বক্তব্য, 'অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের এখন আর বাইরে যেতে হবে না। এখানে কম খরচে সেই আনন্দ নিতে পারবেন তাঁরা।' অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস সংস্থাটির কর্তাদের কথায়, মেঘালয়, ঋষিকেশ কিংবা অরুণাচলপ্রদেশের গিরিখাতে কায়াকিংয়ের বন্দোবস্ত রয়েছে। সেসব বেশ জনপ্রিয়। গোয়া, আন্দামান এবং লাক্ষাদ্বীপের থেকে সেখানকার মজা একেবারে আলাদা। ডোভানে অ্যাডভেঞ্চারমূলক কার্যকলাপের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ নেওয়ারও সুযোগ মিলবে।

অ্যাক্টের কনভেনার রাজ বসুর মন্তব্য, 'ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চারে নজর দিতে এই ফেস্টিভাল। উত্তরবঙ্গের অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের কাছে যা বড় সুযোগ।'

শীতে কাবু চিতাবাঘ, রসিকবিলে এল রুম হিটার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৮ জানুয়ারি : কথায় বলে, মাঘের শীতে বাঘ পালায়। তা সে বাঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগারই হোক কিংবা চিতাবাঘ। জু বলে এখানে পালানোর সুযোগ নেই। চারদিক বন্ধ। তবে কনকনে ঠান্ডায় জবুথবু চিতাবাঘরা। উষ্ণতার খোঁজে খড়ের গাদায় গুটিশুটি মেরে সময় কাটাচ্ছে ওরা। ময়াল আবার আশ্রয় নিয়েছে কম্বলের নীচে। বুধবার শীতের কামড় তীব্র হতেই এমন ছবি দেখা গেল রসিকবিল মিনি জুয়ে। কোচবিহারের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শীতের তীব্রতায় জুয়ের বন্যপ্রাণীদের যাতে কষ্ট না হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

শীত পড়তেই রসিকবিল মিনি জুতে বন্যপ্রাণীদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পশু চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করেছে বন দপ্তর। ছয়টি শাবকের বয়স এখন সাত-আট মাস। শীতের প্রকোপ থেকে ওদের রক্ষা করতে বিশেষ পলিথিন দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে তাদের বিশ্রামস্থান। বসানো হয়েছে রুম হিটার। চিতাবাঘেদের বরাদ্দ নাইট শেলটারের সব ঘরে কাঠের চৌকি বসানো হয়েছে। খড়ের গাদা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিছানা। তাতেই গুটিশুটি মেরে সময় কাটাচ্ছে চিতাবাঘেরা। চিতাবাঘ দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা জানান, শীতের তীব্রতা বাড়ায় নাইট শেলটারের বাইরে খুব বেশি থাকছে না তারা। ডিএফও, এডিএফও বারবার তাদের খোঁজ নিচ্ছেন।

একইভাবে ময়াল উদ্ধার কেন্দ্রে একইভাবে খড়ের গাদা, কম্বল পাতা হয়েছে। হরিণ উদ্ধার কেন্দ্র বিশেষ পলিথিনে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। টিয়া, ময়না, ফিজেন্টের মতো পাখিদের জন্যও কাঠের ছোট ঘর রাখা হয়েছে। বন বিভাগের ডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'সমস্ত পশুপাখির ওপর বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide e-NIT No. NIT No: **BANARHAT/EO/NIT-006/2024-25 (2nd Call).** Last date of online bid submission **15/01/2025 Hrs 06:00 P.M.** Respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় 06/01/25 Jal E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Sankar Goala, S/o Chaitan Goala এবং Shankar Gope, S/o C. Gope এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/113662)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2012 0866191 আমার এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 03-01-25, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rasidul Hossain, S/o. Jakir Hossain এবং Rasidul Hoque, S/o. Zakir Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাহেবগঞ্জ, দিনহাটা, কোচবিহার। (C/113150)

কর্মখালি

আমেরিকান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংস্থায় 2/3 ঘণ্টা সময় দিয়ে কাজ করে নিজের ইচ্ছে মতন আয় করুন। 9733170439. (K)

রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি করতে জানা হেল্পার চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। স্যালারি- ১০,০০০/-, ঠিকানা- শিলিগুড়ি 9832543559. (C/114322)

বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন, ডালিমপুর, ফালাকাটা, মো- 9434194156 নিয়োগ সহকারী অধ্যাপক অঙ্ক-১ জন, জীবন বিজ্ঞান-১ জন, সোশ্যাল সায়েন্স (ভূগোল) ১ জন ও লাইব্রেরিয়ান-১ জন, D.El. Ed. সেকশন। শিক্ষাগত যোগ্যতা NCTE নিয়ম অনুসারে। আগামী 5 দিনের মধ্যে C.V. পাঠান এই মেল আইডিতে baikunthatrust@gmail.com (D/S)

বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন, ডালিমপুর, ফালাকাটা, মো- 9434194156 নিয়োগ সহকারী অধ্যাপক বাংলা-১ জন, প্রসপেকটিভ ই এডুকেশন-২ জন, এডুকেশন-২ জন (M.Ed, NET/SET/Ph.D), শারীর শিক্ষা-১ জন ও সঙ্গীত-১ জন, B.Ed. সেকশন। শিক্ষাগত যোগ্যতা NCTE নিয়ম অনুসারে। আগামী 5 দিনের মধ্যে C.V. পাঠান এই মেল আইডিতে baikunthatrust@gmail.com (D/S)

টিআরডি সম্পদের ডাটা বিশ্লেষণ এবং অনলাইন নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি_ইএল_টিআরডি_০২_২৪-২৫ তারিখঃ ০৪-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরটি_ইএল_টিআরডি_০২_২৪-২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে (১) টিআরডি সম্পদ এবং টিডিএমএসের ডাটা বিশ্লেষণ এবং অনলাইন নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং (২) টিএসএসের সমস্ত প্রধান লাইনে স্বয়ংক্রিয় থার্মেল ইমেজিং সিস্টেম। টেন্ডার রাশিঃ ১,৮৫,৮৮,৬২১.৬৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৪৩,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ এবং ২

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এলটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ এবং ২ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/৯
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন প্রকারের বন্ডের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৪-২৫; তারিখ: ০১-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৪-২৫; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ মাল জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল)-টিএসআর(পি)-২২.০০০ টিকেএম -এর সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের বন্ডের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৯,৬৮,০১০/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ০৭.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_২৩_৩টি। কাজের নাম: মালদা ডিভিসনে রেলওয়ের জমি ফেন্সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ২৬,৯৩,৯৭৭.৩২ টাকা। বায়নামূল্য: ৫৩,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়: ১৪.০১.২০২৫ থেকে ২৮.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের অবস্থান : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদার কার্যালয়।
(MLD-186/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিশেষ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কন-২০২৪-ডিইসি-০১; তারিখঃ ২৭-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা ঠিকাদার (দের)/ফার্ম (গুলি)র কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. ডিওয়াই সিই-সি-জোন-এনজেপি-২৪-০১। কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়িতে- ২৪ মাস সময়ের জন্য নিউ জলপাইগুড়িতে কনস্ট্রাকশন অফিসার্স রেস্ট হাউস, ডিওয়াই সিই (কন) নিউ জলপাইগুড়ি অফিস কমপ্লেক্স, সিনি. এএফএ/কন/নিউ জলপাইগুড়ি, ডিওয়াই. সিএসটিই/কন/নিউ জলপাইগুড়ি ও ডিওয়াই. সিইই/কন/নিউ জলপাইগুড়ি অফিস কমপাউন্ডে জল সরবরাহ, নর্দমা, পথ ইত্যাদি সহ স্টাফ কোয়ার্টার, অফিস, রেস্ট হাউসের বিশেষ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কনস্ট্রাকশন সংস্থার অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ও বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ সহ উদ্যানপালন, সৌন্দর্যায়ন (বাগান) করা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,০৭,৫২,৮৯১.৮৭ টাকা, বায়নার ধনঃ ২,০৩,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ ও সময়ঃ ০৬-০১-২০২৫ তারিখ থেকে ২০-০১-২০২৫ তারিখের ১৪:৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত। টেন্ডার খুলবেঃ ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন), নিউ জলপাইগুড়ি, ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি-৭৩৪০০৭-এর কার্যালয়ে ২০-০১-২০২৫ তারিখের ১৬:০০ ঘণ্টায়। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
ডিওয়াই.চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

NOTICE
Government of West Bengal
Office of the District Magistrate & District Election Officer, Darjeeling
Notice Inviting e-Quotation
Notice inviting Electronic Quotation No : NleQ 02/24-25, Date 08/01/2025
Online quotations are hereby invited from bonafied and experienced agencies with previous supply related credentials for Printing of Forms required for roll revisions in respect 23-Darjeeling/24-Kurseong/25-Matigara-Naxalbari (SC)/ 26-Siliguri/27-Phansidewa (ST) Assembly Constituencies i.c.w. Special Summary Revision of Photo Electoral Roll w.r.t four (4) qualifying dated viz 1st day of January, 1st day of April, 1st day of July and 1st day of October of the year till the end of the calendar year closing 2025.
The intending quotationers/bidders may visit the office notice board of the Office of the District Magistrate, Darjeeling, or district website **'darjeeling.gov.in'** or **'https://www.wbtenders.gov.in'** for the quotation notice & other details. The submission of bid must be through the **'https://www.wbtenders.gov.in'** website only.
Sd/- Deputy Magistrate
&
Deputy Collector-in-Charge, Election
Darjeeling

Office of the Panchayat Samity Tufanganj-I Panchayat Samity Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this office Memo No. 24, NIT NO-12 (EO)/2024-25 Dated : 06-01-2025 & Memo No. 25, NIT NO-13 (EO)/2024-25 Dated : 06-01-2025. Last date of Bid Submission is 16-01-2025 & 23-01-2025. Intending tenderers may contact this Office for details.
Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-I Panchayat Samity

সংশোধনী

এতদ্বারা পূর্বে জারি করা অনুসারে প্রশাসনিক কারণে ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৫/২০২৪/এমএলজি তারিখঃ ১৮-১২-২০২৪ যোগে উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন, মালিগাওঁ এর ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল৩২২০২৪এমএলজি এবং ডিসিবিএল৩৩২০২৪এমএলজির ডাক বন্ধের তারিখ/ডাক খোলার তারিখে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে।

বর্তমানের টেন্ডার নোটিস নং. এবং ই টেন্ডার নং. ডিসিবিএল/১৫/২০২৪/এমএলজি (ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল৩২২০২৪এমএলজি এবং ডিসিবিএল৩৩২০২৪এমএলজি)	এখন টেন্ডার নোটিস নং. এবং ই টেন্ডার নং. ডিসিবিএল/১৫/২০২৪/এমএলজি (ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল৩২২০২৪এমএলজি এবং ডিসিবিএল৩৩২০২৪এমএলজি) এই রকমে পড়তে হবে।
ডাক বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫	ডাক বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৭-০১-২০২৫

ডাককর্তাগণের জন্যে টোকাঃ ডাককর্তাগণকে এনআইটি এবং টেন্ডার প্র-পত্রের যেকোনো তারতম্যের জন্যে অনলাইন এনআইটি কপিতে প্রকাশিত হওয়া অনুসারে টেন্ডারের বিজ্ঞাপন মূল্য এবং ইএমডি ধনরাশি পড়ার জন্যে অনুরোধ করা হল। টেন্ডারে থাকা অনুসারে সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে এবং জিসিসি-২০২২ এর দফা ১৭ অনুসারে অনুসরণ করা হবে।
উপ. সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাওঁ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকলে ভোগান্তি

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ জলপাইগুড়ির রোড স্টেশনের আগে আপ লাইনে একটি মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় থমকে যায় রেল পরিষেবা। আপ লাইনে চলা বিভিন্ন যাত্রীবাহী ট্রেনকে ডাউন লাইন দিয়ে আলিপুরের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ ইনস্পেকটর বিপ্লব দত্ত জানান, দুপুর ২টা পর্যন্ত বিকল ইঞ্জিনটির মেরামতি সম্ভব না হওয়ায় ট্রেনটিকে অন্য ইঞ্জিনের সাহায্যে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে পাঠিয়ে আপ লাইনে চলা অচলাবস্থা নিরসনের চেষ্টা হয়েছে।

হিউম্যান রিসোর্স কনক্লেভ

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : ইআইআইএলএম কলকাতা-জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিয়ে এল সুবর্ণ সুযোগ। বুধবার জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে হিউম্যান রিসোর্স (এইচআর) কনক্লেভ-২০২৫ আয়োজিত হয়। সেখানে ২৫টি কোম্পানির হিউম্যান রিসোর্সপার্সনদের সঙ্গে ইআইআইএলএম কলকাতা-জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীরা আলোচনা করার সুযোগ পান।

এবিষয়ে, ইআইআইএলএম-এর চেয়ারম্যান অ্যান্ড ডিরেক্টর প্রফেসর ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের কেরিয়ার, প্লেসমেন্টের বিষয়ে আমরা বদ্ধপরিকর।' ক্যাম্পাস কোঅর্ডিনেটর ভাস্কর চক্রবর্তী বলেন, '২০১৮ সালে নয়জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এই যাত্রা শুরু করেছিলাম। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পান্ডাপাড়া কালীবাড়ির পোড়াপাড়ায় অবস্থিত এই ক্যাম্পাস সকলের ভরসার জায়গা হয়েছে, এটাই প্রাপ্তি।' পাশাপাশি এদিন ১৪ জন আন্ত্রাপ্রেনরকে সম্মানিত করা হয়।

TENDER NOTICE
NIT No: 28 & 29/NKT/24-25 dated: 06/01/25 fund:15th FC & MDW is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 13/01/25 & 22/01/25. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

টেন্ডার নং.: ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৮-২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ ০২ (দুই) বছর সময়ের জন্য ০৩ টি (তিন) টিএসএস-এর জন্য ২৫ কেভি এসি টিএসএস এবং শান্ট ক্যাপাসিটির ব্যাংকের জন্য সংখ্যাসূচক রিলে অন্তর্ভুক্ত করা কন্ট্রোল ও রিলে প্যানেলের ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৪,০০,০০০ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,০৮,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সেন্ট্রল বৈঁক ऑफ इंडिया
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
Azadi Ka Amrit Mahotsav

আঞ্চলিক কার্যালয় : কোচবিহার REGIONAL OFFICE : COOCH BEHAR

দখল নোটিশ [রুল ৮(১)] এর অধীন সারফেইসি রুল

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২'এর অধীন এবং ধারা ১৩ (২) এবং ১৩ (১২) তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ 'এর রুল ৩ সহ পঠিত সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, পুটিমারি প.ব. ব্রাঞ্চের অনুমোদিত আধিকারিক ১৯.০৯.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী শ্যামলী রায় (যার লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩৯১৯২৮০৮৬৮) সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রী দীপঙ্কর রায় এবং জামিনদাতা শ্রী আনোয়ার ব্যাপারীকে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে (নোটিশে বর্ণিত টা. ৫৯৯১৯২/-) (পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত বিরানব্বই টাকা) (যেটি মূল সুদ যোগ সুদ যা ১৯.০৯.২০২৪ সালে বকেয়া হয়েছে) যোগ ১৯.০৯.২০২৪ থেকে যোগ সুদ এবং অন্যান্য চার্জ উক্ত নোটিশে প্রাপ্ত তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অদ্যাবধি পরিশোধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের পুরো পাওনা আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাকে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানুয়ারির তৃতীয় দিবসে, ১৯২৫ এতে তাকে প্রদত্ত উক্ত আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২'এর ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতা	সহ-ঋণগ্রহীতা	জামিনদাতা
শ্রীমতী শ্যামলী রায় দিলীপ কুমার রায়ের স্ত্রী গ্রাম : কোয়ালিদহ, পো:অ: কোয়ালিদহ, থানা : দিনহাটা জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৩৫	শ্রী দীপঙ্কর রায় দিলীপ কুমার রায়ের পুত্র গ্রাম : কোয়ালিদহ, পো:অ: কোয়ালিদহ, থানা : দিনহাটা জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৩৫	শ্রী আনোয়ার ব্যাপারী মানিক ব্যাপারীর পুত্র গ্রাম : মারনেয়া ১ম খণ্ড, পো:অ: বুড়িরহাট থানা : দিনহাটা জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৬৯

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা নির্দিষ্টভাবে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে সম্পত্তিটি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং কোনো লেনদেন করা হলে টা. ৫৯৯১৯২/- (পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার এবং একশত বিরানব্বই টাকা মাত্র (যেটি মূল ঋণ যোগ ১৯.০৯.২০২৪ থেকে সুদ) এবং ১৯.০৯.২০২৪ থেকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অদ্যাবধি সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ সাপেক্ষে হবে।
বন্ধকী ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত সময়ের ক্ষেত্রে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩'এর উপধারা (৮) এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী শ্যামলী রায়, দিলীপ কুমার রায়ের স্ত্রী
সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ : পাঁচ ডেসিমেল জমির উপর একটি আবাসিক ভবন আছে যার দলিল নং I-৩০৩ তাং ২৪.০১.২০০৮, গ্রাম-কোয়ালিদহ, পো:অ: কোয়ালিদহ, থানা-দিনহাটা, জেলা- কোচবিহারে অবস্থিত, খতিয়ান নং- এলআর ১৭৯২, আরএস ৪৭৫৩, প্লট নং-আরএস ৪৫৯, এলআর ৫২৫৯, জেএল নং-১০৫, মৌজা – কোয়ালিদহ।
সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তর – ফরিদার রহমানের জমি, দক্ষিণ-সড়ক, পূর্ব-রঞ্জন রায়, পশ্চিম-মানস চক্রবর্তীর জমি
(অনুমোদিত আধিকারিক)
কোচবিহার
তারিখ : ০৩.০১.২০২৫

জানুয়ারী/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে জানুয়ারী/২০২৫ মাসের জন্য ডেপুটি সিএমএম/পান্ডুর অধীনে ই-নিলামের মাধ্যমে বিদ্যমান সময়সূচী ছাড়াও স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম।

ক্রম. নং.	মাস/বছর	নিলাম শিডিউল নং.	নিলাম শুরুর বর্তমান তারিখ/সময়
১	জানুয়ারী/২০২৫	GSDPNO22N23094A	১০-০১-২০২৫/১০:৩০:০০

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে টেন্ডার জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/পান্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

আবার কি নতুন বিপদের মুখোমুখি হবে দীপা? **অনুরাগের ছোঁয়া** রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আপন হলো পর, দুপুর ১.০০ ইন্দ্রজিৎ, বিকেল ৪.০০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.৩০ খোকা ৪২০, রাত ১০.৩০ হুল্লোড়
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.২০ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.১৫ মজনু, রাত ৯.৫০ ম্যাজিক
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ দেবীবরণ, দুপুর ২.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৫.০০ বচ্চন, রাত ৯.৩০ স্বয়ংসিদ্ধা, ১২.৩০ উত্তরায়ণ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হারানের নাতজামাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আই লভ ইউ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৬ হ্যাপি নিউ ইয়ার, দুপুর ২.৩০ ২.০, বিকেল ৫.২৪ এন্টারটেইনমেন্ট, রাত ৮.০০ অখণ্ড, ১১.১৩ নম্বর ওয়ান বিজনেসম্যান
সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৪৫ ম্যায় হুঁ লাকি : দ্য রেসার, দুপুর ২.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা, বিকেল ৫.৪৫ মুবারকাঁ, রাত ৮.৩০ মুঝসে শাদি করোগি, ১১.৩০ নয়া নটওয়ারলাল
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪৪ স্যামি-টু, বিকেল ৩.৩৭ আইপিসি ৩৭৬, ৫.৫৭ তুম্বাড়, রাত ৮.০০ রথনম, ১১.০৩ অ্যাটাক
মুভিজ নাও : দুপুর ২.৩৬ স্পাইডারম্যান-অ্যাক্রস দ্য স্পাইডার-ভার্স, বিকেল ৪.৫৪ অ্যানাকোন্ডা, সন্ধে ৬.২৬ স্পেকটার, রাত ৮.৪৫ হ্যানসল অ্যান্ড গ্রেটেল-উইচ হান্টার্স, ১১.৩০ অ্যাসল্ট অন ওয়াল স্ট্রিট
সোনি পিক্স : বেলা ১১.৪১ ২০১২, বিকেল ৩.৫৩ ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, ৫.৪০ জন উইক, সন্ধে ৭.১৫ কুং ফু হাসল, রাত ৯.০০ মেকানিক, ১০.৪৩ ওয়ান্ডার উওম্যান, ১২.২৯ লন্ডন হ্যাজ ফলেন

বচ্চন বিকেল ৫.০০ জি বাংলা সিনেমা

মুঝসে শাদি করোগি রাত ৮.৩০ সোনি ম্যাক্স

স্পেকটার সন্ধে ৬.২৬ মুভিজ নাও

অনুপমার প্রেম সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যমনস্কতায় কোনও ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। বৃষ : পুরোনো গাড়ি, বাড়ি কিনে লাভবান হবেন। রাস্তায় চলাফেরায় খুব সতর্ক থাকুন। মিথুন : বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় খুশি। পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। কর্কট : সারাদিন পরিশ্রমে কাটবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সিংহ : আজ হারিয়ে যাওয়া কোনও দ্রব্য ফিরে পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। কন্যা : ব্যবসার জন্যে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। তুলা : রাজনীতির ব্যক্তি হলে সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অফিসে পদোন্নতির খবর। বৃশ্চিক : পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। ধনু : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। প্রেমে শুভ। মকর : অন্যের উপকার করতে গিয়ে আপনার ক্ষতি হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কুম্ভ : সারাদিন অস্থিরতায় কাটতে পারে। ব্যবসায় লাভ। মীন : নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ১৯ পৌষ, ৯ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৪ পুহ, সংবৎ ১০ পৌষ সুদি, ৮ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৫। বৃহস্পতিবার, দশমী দিবা ১১।৪৬। ভরণীনক্ষত্র দিবা ২।৫০। সাধ্যযোগ রাত্রি ৫।৪৮। গরকরণ দিবা ১১।৪৬ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ১০।৪২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ২।৫০ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৮।৪০ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ২।৫০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১।৪৬ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।২৫ গতে ৫।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৫ গতে ১।২৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২৫ মধ্যে বিদ্যারম্ভ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১১।৪৬ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট এবং একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।২৫ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুজোর আগেই জলের ব্যবস্থা

গোপাল মণ্ডল

বিন্নাগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বুধবার বিন্নাগুড়ি পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে এলেন বীরপাড়া-মাদারিহাট বিধানসভার বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। নতুন বছরে বিন্নাগুড়িতে পানীয় জল ঘরে ঘরে পৌঁছানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই কাজ খতিয়ে দেখতে এদিন দিনভর জলপাইগুড়ি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বিন্নাগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় কাজ পরিদর্শন করেন জয়প্রকাশ।

তিনি বলেন, 'নতুন বছরে বিন্নাগুড়ি সহ চারটি চা বাগানের বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি, পুজোর আগেই পানীয় জলের সুবিধা পাবেন বাসিন্দারা।'

২০১৮ সালে বিন্নাগুড়ি সহ চারটি চা বাগানে বাসিন্দাদের সরকারি পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দে কাজ শুরু হয়। তারপর প্রায় ছয় বছর হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও জেলা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) টালবাহানায় সেই জলপ্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার অভিযোগ ছিল। এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা আন্দোলনে নামেন। বর্তমানে সেই জলপ্রকল্পের কাজ শেষ করতে উদ্যোগ নিয়েছে পিএইচই।

বিন্নাগুড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিজয় প্রসাদের বক্তব্য, 'পানীয় জলপ্রকল্পের অর্ধেকের বেশি কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আশা করছি চলতি বছরেই বিন্নাগুড়ির বাসিন্দাদের জলের চাহিদা মিটবে।'

যদিও মোরাঘাট চা বাগানের বাসিন্দা শম্ভু ছেত্রীর মতো বাসিন্দারা জলসমস্যা থেকে রেহাই পেতে মুখিয়ে আছেন। শম্ভুর বক্তব্য, 'জলপ্রকল্পের কাজ শেষ হলে পানীয় জলের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।' হাটখোলা এলাকায় জলপ্রকল্পের কাজ শেষ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করুক প্রশাসন, চাইছেন বিন্নাগুড়ি হাটখোলার বাসিন্দা শরৎচন্দ্র রায়। জলপ্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ হয়ে নতুন বছরে সরকারি পানীয় জল ঘরে ঘরে পৌঁছাক, এটাই দাবি বাসিন্দাদের।

মরণোত্তর দেহদান

নাগরাকাটা, ৮ জানুয়ারি : বানারহাটের কাকলি পাল মরণোত্তর দেহদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সঙ্গে তিনি ওই সংক্রান্ত লিখিত অঙ্গীকার সেরে ফেলেছেন। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'অ্যানাটমির পাশাপাশি যাঁরা চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁদেরও মৃতদেহের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।'

কাকলি বিশিষ্ট সংস্কৃতিকর্মী ও বাচিকশিল্পী হিসেবে পরিচিত। লায়ন্স ক্লাব সহ একাধিক সামাজিক সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত। তাঁর কথায়, অনেকদিন ধরে এই ইচ্ছে পোষণ করে রেখেছিলাম। অবশেষে তা বাস্তবায়িত হল। কাজটি করতে পেরে খুব ভালো লাগছে।'

দক্ষিণবঙ্গ থেকে মরণোত্তর দেহদানের ক্ষেত্রে যতটা আগ্রহ দেখা যায় উত্তরবঙ্গে এখনও তেমন সেই প্রবণতা নেই। এর কারণ হিসেবে সচেতনতা কিংবা পরিকাঠামোগত অভাবকে অনেকে দায়ী করছেন। বিষয়টিকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে এখনও কোনও সামাজিক আন্দোলন দানা বাঁধেনি। সেক্ষেত্রে বানারহাটের মতো প্রান্তিক এলাকা থেকে কাকলির এই সিদ্ধান্ত নয়া দিশা দেখাবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর আশাবাদী। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারের কথায়, 'অত্যন্ত প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ফলাহার।। *ধূপগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দেবাঞ্জন রায়।*

মালদার তৃণমূল নেতা বাবলা খুন হওয়ার পর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। নিরাপত্তারক্ষীর জন্য ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন তিনি। দলে বিরোধী গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে বলে আশঙ্কা স্বপনের।

প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা স্বপনের

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৮ জানুয়ারি : মালদার প্রবীণ তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার খুনের ঘটনার পর প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা করছেন মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। বুধবার শহরের ঘড়ি মোড়ে সাংবাদিকদের এমনটাই জানালেন তিনি।

ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে দেহরক্ষী চেয়ে আবেদন করেছেন। তবে প্রশাসনের তরফে কী পদক্ষেপ করা হবে, সেই বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যেহেতু স্বপনের দেহরক্ষীর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে তুলে নেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে পুনরায় দেহরক্ষীর আবেদন জানানো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তবে মালবাজার শহরের স্বপন-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দাবি, বিভিন্নভাবে চেয়ারম্যানকে বদনাম করার চক্রান্ত চলছে। সেইসঙ্গে তাঁকে দিনরাত নানা কাজে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। সুতরাং, প্রশাসনের উচিত তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবে দেহরক্ষী নিযুক্ত করা। এবিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'আমি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ই-মেলের মাধ্যমে দেহরক্ষী চেয়ে আবেদন করেছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখুক প্রশাসন। বাবলা খুনের পর আমিও ভীতসন্ত্রস্ত।'

এই বিষয়ে জানতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশনপ্রদীপ দেশমুখের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি জানান, দেহরক্ষীর আবেদনের বিষয়টি অনুসন্ধান করে জেলা পুলিশ সুপার সিদ্ধান্ত নেবেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন নেতা বলে পরিচিত ছিলেন মালদার দাপুটে নেতা দুলাল সরকার ওরফে বাবলা। তাঁকেই গুলি করে খুন করা হয় দিনদুপুরে খোদ তাঁর খাসতালুকেই। সেই নিহত তৃণমূল নেতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাল পুরসভার চেয়ারম্যান। এমনটাই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন স্বপন।

তিনি এই খুনের ঘটনায় কড়া ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছেন। এর আগে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত একজন দেহরক্ষী পেতেন তিনি। দুর্নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের পর দল থেকে সাসপেন্ড হন স্বপন। সেই মুহূর্তেই দেহরক্ষী সরিয়ে নেওয়া হয় পুলিশের তরফে।

সম্প্রতি মাল পুরসভার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। বেশ কয়েকজন ঠিকাদার কাজ করেও বিল না মেটানোর অভিযোগ তুলেছেন স্বপনের বিরুদ্ধে। এতকিছুর পরেও তৃণমূলের একাংশের দাবি, স্বপনকে দেহরক্ষী দেওয়া নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের ভাবা উচিত। এই দাবিকে সমর্থন করেছেন স্বপনের প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিচিত কাউন্সিলার পুলিন গোলদারও। পুলিনের কথায়, 'তাঁর সঙ্গে দলের সম্পর্ক না থাকলেও একজন চেয়ারম্যান এবং দলের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে স্বপন সাহার পাশে আমরা আছি। হানাহানির রাজনীতি তৃণমূলের পরিচয় না।'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বপন বিরোধীদের পাশাপাশি নিজের দলের একাংশের দিকেও অভিযোগ তুলেছেন। স্বপনের অনুমান, নিজের দলের কর্মী বা নেতারাও যে কোনও সময় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারেন। অন্যদিকে, বাবলা খুনে অভিযুক্তদের মধ্যে শাসকদলের হেভিওয়েটদের থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সে সময় দাঁড়িয়ে স্বপনের এই দাবি নিঃসন্দেহে দলের অস্বস্তি বাড়াবে। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূলের মাল টাউন সভাপতি অমিত দে কিছু বলতে চাননি। এই দেহরক্ষীর আবেদন নিয়ে বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা কটাক্ষ করে বলেন, 'শাসকদলের প্রভাবশালী নেতারা দেহরক্ষীর আবেদন করলে তবে বুঝতে হবে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে।' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাসের কথায়, 'আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে রাজ্যে, তাই নিজের প্রাণসংশয়ের ভয়ে দেহরক্ষী চাইছেন স্বপন সাহা।'

মালবাজার পুরসভায় স্বপন সাহা। - ফাইল চিত্র

আমি জেলা পুলিশ সুপারকে ই-মেলের মাধ্যমে দেহরক্ষী চেয়ে আবেদন করেছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখুক প্রশাসন, বাবলা খুনের পর আমিও ভীতসন্ত্রস্ত।

-স্বপন সাহা
চেয়ারম্যান, মালবাজার পুরসভা

পুরোনো কথা

- এর আগে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত একজন দেহরক্ষী পেতেন স্বপন
- দুর্নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের পর দল থেকে সাসপেন্ড হন তিনি
- তখন থেকে দেহরক্ষী সরিয়ে নেওয়া হয় পুলিশের তরফে

বাহাদুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ঘর নেই, সমস্যা চিকিৎসায়

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে রোগীদের লম্বা লাইন। খোলা জায়গায় বসে রোগী দেখছেন চিকিৎসক। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে দেখা যাবে এই ছবি। কয়েক বছর আগে ব্লক প্রশাসনের তরফে পুরোনো বিল্ডিংটির পেছনে একটি ঘর করে দেওয়া হয়। কিন্তু রোগী দেখার জন্য চিকিৎসকদের আলাদা ঘর নেই। এমন অবস্থাতেই চলছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি।

জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'বর্তমানে পুরোনো বিল্ডিংটির ভগ্নদশার কারণে তা ব্যবহারের অযোগ্য। আমরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন বিল্ডিং তৈরির জন্য ওপরমহলে প্রস্তাব পাঠাব।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে প্রতিদিন গড়ে ১৫০ থেকে ১৭০ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আসেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে রয়েছে একটি প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি। জায়গায় অভাবে ল্যাবরেটরির মেশিনগুলি নিয়মিত ব্যবহার করা যাচ্ছে না। যে জায়গায় বসে চিকিৎসকরা রোগী দেখেন ঠিক তার পাশেই রয়েছে একটি বেড। কিন্তু সেই বেডে স্তূপ আকারে রাখা থাকে চিকিৎসার সরঞ্জাম সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে দেখা যাবে রোগীকে বেডে শুইয়ে চিকিৎসা করার মতো জায়গাটুকুও নেই। রোগীদের বেডে শুইয়ে যেখানে নেবুলাইজার দেওয়ার দরকার সেখানে জায়গায় অভাবে রোগীদের চেয়ারে বসে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে হচ্ছে।

বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের পাশেই রয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পুরোনো বিল্ডিংটি। ভগ্নদশার কারণে বর্তমানে সেটি খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বিল্ডিংটিকে এখনও বিপজ্জনক ঘোষণা করা না হলেও দুর্ঘটনা এড়াতে সেটি এখন আর ব্যবহার হয় না। তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নতুন বিল্ডিং তৈরি করা দরকার।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জরুরি পরিষেবাগুলির মধ্যে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। জায়গার খুবই অভাব এখানে।

এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ বাবলু বলেন, 'চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঘরের খুব অভাব। ফলে চিকিৎসক ও নার্সদের যেমন সমস্যা হয় তেমনই রোগীদেরও সমস্যা হয়। আমরা চাই পুরোনো বিল্ডিংটি ভেঙে সেখানে নতুন করে ঘর তৈরি করা হোক।'

ঘিঞ্জি পরিবেশে বাহাদুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী দেখছেন চিকিৎসক।

বর্তমানে পুরোনো বিল্ডিংটির ভগ্নদশার কারণে তা ব্যবহারের অযোগ্য। আমরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন বিল্ডিং তৈরির জন্য ওপরমহলে প্রস্তাব পাঠাব।

-ডাঃ অসীম হালদার
মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

সমস্যায় রোগীরা

- স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে প্রতিদিন গড়ে ১৫০ থেকে ১৭০ জন রোগী আসেন
- প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি থাকলেও জায়গার অভাবে মেশিনগুলি ব্যবহার করা যাচ্ছে না
- রোগীকে বেডে শুইয়ে চিকিৎসা করার মতো জায়গাটুকুও নেই

গাড়িতে তুলে ধর্ষণের অভিযোগ

ক্রান্তি, ৮ জানুয়ারি : বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গাড়ির মধ্যে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্রান্তি ব্লকে। ওই বধূর স্বামী ছয় মাস ধরে কেরলে শ্রমিকের কাজ করেন। এর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রান্তির কাঠামবাড়ি এলাকার এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয় ওই গৃহবধূর।

৬ জানুয়ারি রাতে বাড়িতে ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন ওই বধূ। রাত ১০টা নাগাদ ওই ব্যক্তি ফোন করে তাঁকে বাড়ির বাইরে আসতে বলে। বধূ বাইরে বের হলে ওই ব্যক্তি ও তার এক বন্ধু তাঁকে জোর করে গাড়িতে তুলে নেয়। এরপর চলন্ত গাড়ির মধ্যে ওই দুই ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এরপর বাড়ির পাশে রাস্তায় নামিয়ে দেয় ওই বধূকে। গোটা ঘটনা তাঁর শ্বশুরকে জানান ওই বধূ। এরপর ৭ তারিখে ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশনপ্রদীপ দেশমুখ বলেন, অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

প্রতিযোগিতা

মালবাজার, ৮ জানুয়ারি : ছাত্রছাত্রীদের মেধা এবং প্রতিভাকে উৎসাহিত করতে ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতার আয়োজন করল মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। বুধবার কলেজের প্রেক্ষাগৃহে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ ডঃ কার্তিকচন্দ্র দে। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে বসে আঁকো, নৃত্য, সংগীত, বিতর্ক এবং কুইজ প্রতিযোগিতা থাকবে কলেজ পড়ুয়াদের জন্য। আগামী ১০ জানুয়ারি সমগ্র অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ করা হবে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দুই শতাধিক পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

মোরাঘাট জঙ্গল চত্বর ঘুরে দেখছে প্রাথমিকের পড়ুয়ারা। ছবি : জিষ্ণু চক্রবর্তী

আন্দোলনের ডাক

মালবাজার, ৮ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকারের হাইওয়ে প্রোজেক্টে। অথচ আগামী তিন বছরে দ্বিতীয় সেবক ব্রিজের বিষয়ে কোনও তথ্য না থাকায় আবারও আন্দোলনের পক্ষেই মাল শহর। দ্বিতীয় সেবক ব্রিজ নিয়ে আন্দোলনের অন্যতম মুখ চন্দন রায়ের বক্তব্য, 'আগামী তিন বছরে হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রোজেক্টগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সেবক ব্রিজের উল্লেখ না থাকায় আমরা ব্যথিত। আগামীকাল থেকেই সাংসদ ও রাজ্য সরকারের নানা আধিকারিকের কাছে আমরা চিঠির মাধ্যমে জানতে চাইব এমন কেন হল। সদর্থক উত্তর না পেলে। বিগত দিনের মতো আবারও পথে নামব।'

প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি। বর্তমানে পশ্চিম ডুয়ার্সের মানুষের কাছে এটাই সবচেয়ে বড় উপহার। দিনকয়েক আগেই জলপাইগুড়ি সাংসদ জয়ন্ত রায়কে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে সাংসদ বলেছিলেন, 'ডাবল লেনের সেবক ব্রিজের কথা হয়েছিল। সেই ডিপিআর চেঞ্জ হচ্ছে। ফোর লেনের কথা ভাবা হচ্ছে। তাই নতুন ডিপিআর তৈরি হবে।'

বুধবার সাংসদ জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি আজই ট্রান্সপোর্ট ভবনে যাব। এর পূর্বে আমার দেওয়া এবিষয়ে চিঠিগুলো সম্পর্কে জানতে চাইব। তারপরেই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারব।'

অনেকের দাবি, বিজেপি অন্যদের চাইতেও এবিষয়ে বেশি দায়িত্বশীল ছিল বলেই সাধারণ মানুষ তাদের ওপরে ভরসা রেখেছে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলো এ বষয়ে তেমন একটি তৎপরতা দেখায়নি। বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট এবিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নেওয়ায় দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ির মানুষ বিজেপির সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল।

মাল টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অমিত দে বলেন, 'উত্তরবঙ্গ পিছিয়ে আছে বলে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোট নিয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অন্যতম সমস্যা দ্বিতীয় করোনেশন ব্রিজে তৈরির ক্ষেত্রে বারংবার ভাঁওতাবাজি দিয়ে আসছে কেন্দ্র সরকার। আমরা অবশ্যই পথে নামব।' বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা অবশ্য বলছেন, 'যখন শালুগাড়া থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত রাস্তা চলে এসেছে। আমরাও আশাবাদী খুব দ্রুত পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু হবে, আমরা দ্বিতীয় সেবক ব্রিজ পাব। আমাদের জলপাইগুড়ি সাংসদ জয়ন্ত রায় আগেও সংসদে এবং ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে এবিষয় নিয়ে চিঠি করেছেন।'

প্রাথমিক পড়ুয়াদের প্রকৃতি পাঠ শিবির

গয়েরকাটা, ৮ জানুয়ারি : বুধবার গয়েরকাটার মোরাঘাট রেঞ্জ সংলগ্ন মধুবনী পার্কে ধূপগুড়ির দুই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজন করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। ধূপগুড়ি বিএফপি ও ধূপগুড়ি আরআর প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণির ১০১ জন পড়ুয়া শিবিরে অংশ নেয়। এদিন তারা গয়েরকাটার মধুবনী পার্ক, মোরাঘাট জঙ্গলের আশপাশ ও চা বাগান ঘুরে দেখে। সেই সঙ্গে স্কুলের তরফে এদিন পড়ুয়াদের জন্য রকমারি ভোজের আয়োজন করা হয়।

ছাত্র সপ্তাহ উপলক্ষ্যেই এদিনের পড়ুয়াদের এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ। সেই সঙ্গে পড়ুয়াদের মনে প্রকৃতি সম্পর্কে থাকা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, চা বাগান, নদী, জঙ্গল, পাখি সম্পর্কে খুদেদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়।

শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই এমন একটি ঘুরতে আসার সুযোগ মেলায় খুশি সুস্মিতা রায়, নিবেদিতা রায়, অলোক রায়ের মতো পড়ুয়ারা। ধূপগুড়ি বিএফপি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সীমা শিকদারের বক্তব্য, 'পড়ার বইয়ের বাইরেও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হওয়া পড়ুয়াদের জন্য জরুরি।' ধূপগুড়ি আরআর প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত মজুমদারের কথায়, 'পড়ুয়াদের বাইরের জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করতেই এদিন এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।'

জেলাজুড়ে চলল শিক্ষার্থীদের খাদ্য উৎসব

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৮ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে ডেঙ্গুয়াঝাড়ের চা বাগান ঘেরা ধানাইমালি হাইস্কুলে পালিত হচ্ছে স্টুডেন্ট উইকের খাদ্যমেলা। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। এদের হাতে তৈরি ঘুগনি, ফুচকা, পকোড়া দিয়ে এই প্রথম খাদ্য উৎসবের সূচনা হল ওই এলাকায়। কেউ বানিয়ে এনেছেন ব্রেড পকোড়া, কেউ আবার পায়েস।

এখানেই শেষ নয়, খুদে পড়ুয়ারা কেউ বাড়ির থেকে ঝালমুড়ি কিংবা ফিঙ্গার পাপড় নিয়ে হাজির স্কুল প্রাঙ্গণে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অপরেশ সাহার কথায়, 'পড়ুয়াদের আনন্দ করতে দেখে আমরাও আপ্লুত। আদিবাসী সম্প্রদায়ের হয়েও যে তারা এত সুন্দরভাবে ফুড ফেস্টিভালে নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছে, তাতে সকলেই খুশি।'

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ওয়েস্ট সার্কেলের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াকলোনি জহুরি প্রাইমারি বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট সপ্তাহ ঘিরে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার নিয়ে খাদ্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি হয় পুষ্পমেলাও। অন্যদিকে, মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়েও খাদ্যমেলার আয়োজন করা হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ছাত্রদের তৈরি ৯টি স্টলে ৯ জন শিক্ষিকা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ফুচকা, চিকেন শাওয়ারমা, পনির টিক্কা, নিমকি, ঘুগনি, পিঠে, কেক সবই ছিল এই মেলায়।

বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র তৃষাণ দত্ত বলেন, 'রুটির ওপর মেওনিজ নিয়ে চিকেন কিমা ও স্যালাড দিয়ে যে দক্ষিণ ভারতের সুস্বাদু খাবার বানানো যায়, তা এই মেলায় অংশ না নিলে জানতাম না।'

খাদ্য উৎসব নিয়ে শহর জলপাইগুড়ির থেকে পিছিয়ে ছিল না ময়নাগুড়িও। সুভাষনগর হাইস্কুলে সারাদিনব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খাদ্যমেলা। বেশ কয়েকটি খাবারের স্টল বসে স্কুলে। এরমধ্যে অন্যতম ছিল ফুচকা, পিঠেপুলি, ঘুগনি সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার।

স্টুডেন্ট সপ্তাহের শেষদিনে 'মিট ইউর আইকন' অনুষ্ঠানে লাটাগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অফিসার উপাসনা গুরুং। এদিনের অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বিভিন্ন ইমার্জেন্সি নম্বর, নারী সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ দেন। অনুষ্ঠান থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রী গার্গী রায়, উপসনা গুরুং-এর মতো পুলিশ হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। ছাত্রীদের সহযোগিতায় বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি খাদ্যমেলার আয়োজন করা হয়।

লাটাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ বিষয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির ট্রাফিক ওসি ফারুক আলম হেলমেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, রাস্তায় চলার নিয়ম সম্পর্কে পড়ুয়াদের সতর্ক করেন। নাগরাকাটার হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মেটেলির রাষ্ট্রভাষা হাইস্কুলে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুটি স্কুলের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো, প্রশ্নোত্তর, সংগীত আবৃত্তি, নাচ। পুরস্কার প্রদানও করা হয় পড়ুয়াদের। মালপোয়া, রসমালাইয়ের সম্ভার নিয়ে স্কুলে হাজির বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। ফুচকা, ঘুগনি-পরোটার দোকান সাজিয়ে ছাত্র সপ্তাহ পালিত হল এদিন। স্কুলের এক পড়ুয়ার অভিভাবক রিংকু বণিক বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ খাবার মেলার আয়োজন করে। সেখানেই পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। বাড়ি থেকে বানিয়ে এনে স্কুলে পসরা সাজিয়ে একেবারে মেলার আকার নিয়েছিল।

ধানাইমালি হাইস্কুলে খাদ্যমেলা ঘিরে উৎসাহ। বুধবার। ছবি : অনীক চৌধুরী

প্রকল্প চালু

চালসা, ৮ জানুয়ারি : অবশেষে দাবি মিটল। চালসায় চালু হল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। মাটিয়ালি ব্লকের মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে এটি চালু হল। বুধবার চালসা লাগোয়া মহাবাড়িতে এর সূচনা করেন জেলা পরিষদ সদস্যা স্নোমিতা কালান্দি, মাটিয়ালির যুগ্ম বিডিও সৌরভ গাঁটাইত, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপা মিঝার প্রমুখ। বহুদিন ধরে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি চালসার পরিবেশ দূষণ রোধে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের দাবি জানাচ্ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বেশ কয়েকটি এলাকায় এজন্য জমি চিহ্নিত হলেও স্থানীয়দের বাধায় তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি প্রশাসন। অবশেষে চালসার কাছে মহাবাড়িতে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। কিন্তু সেখানেও শুরুতে বাধা আসে। পরে প্রশাসন থেকে স্থানীয়দের সচেতন করার পরই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এদিন প্রকল্পটি চালু হল।

দুটি দোকানে চুরি

ক্রান্তি, ৮ জানুয়ারি : একই জায়গায় পাশাপাশি দুটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটল মঙ্গলবার রাতে। তাতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্রান্তি ব্লকের কাঁঠালগুড়ি মোড় এলাকায়। একটি দোকান থেকে দুষ্কৃতীরা চুরি করতে পেরেছে। প্রায় ৯০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে সেখানে। তবে অপর দোকানটিতে চুরির চেষ্টা হয়েছে, নগদ টাকা বা কোনও সামগ্রী নিতে পারেনি দুষ্কৃতীরা। বুধবার সকালে তালা ভাঙা অবস্থায় দেখা যায় দোকানটি। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের তরফে বুধবার ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় প্রবল আতঙ্কিত এলাকার ব্যবসায়ীরা। যদিও ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি বুদ্ধদেব ঘোষ জানান, অভিযোগ হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

সভা

বানারহাট, ৮ জানুয়ারি : বুধবার বানারহাট তরুণ সংঘ ক্লাবের ঘরে নস্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদের একটি সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলার সহ সভাপতি আখতার আলি, ধূপগুড়ি ব্লকের সহ সভাপতি রসিদুল ইসলাম প্রমুখ। আয়োজক কমিটির তরফে তবারক আলি বলেন, এদিনের সভায় পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আটজনের একটি অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হয়। এরপরে বানারহাট ব্লক ও সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কমিটি গঠন করা হবে।

রামশাইয়ের এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা অমিল।

রামশাই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই চিকিৎসক

দীপঙ্কর বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উলটো চিত্র ধরা পড়ল ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। হাসপাতালে রোগী আছে, বেড আছে, চিকিৎসার যাবতীয় সরঞ্জাম আছে। কিন্তু নেই চিকিৎসক বা পর্যাপ্ত কর্মী। নতুন বছরের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে তৎপরতা দেখিয়েছেন। তা সত্ত্বেও বেহাল অবস্থা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। আর এতেই সমস্যায় পড়েছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামশাই হাসপাতাল বহু পুরোনো প্রতিষ্ঠান। এটি আগে গরুমারা জাতীয় উদ্যান লাগোয়া রামশাই বাজারে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীতে পানবাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিকাঠামোগত উন্নতি হয়। পাশাপাশি বাড়তে থাকে চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যান্য কর্মীর সংখ্যা। মাঝে শুরু হয়েছিল দিবারাত্রি পরিষেবা প্রদান, প্রসবের ব্যবস্থা। কিন্তু বিপত্তি ঘটে প্রায় বছরখানেক আগে ডাঃ সৃজিতা সাহাকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার পর। এরপর আর নতুন কোনও ডাক্তারকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়োগ করেনি স্বাস্থ্য দপ্তর।

এবিষয়ে ময়নাগুড়ি বিএমওএইচ ডাঃ সীতেশ বর বলেন, 'ধূপগুড়িতে সমস্যার জন্য একজন ডাক্তারকে সেখানে পাঠানো হয়েছে। সামনের সপ্তাহ থেকে যিনি ওই হাসপাতালে দায়িত্বে ছিলেন তিনি পুনরায় দায়িত্ব পালন করবেন। বর্তমানে ডাক্তারের অভাব রয়েছে। অনেক চিকিৎসক ট্রেনিংয়ে আছেন, অনেকেই অবসর নিয়েছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছে।'

> ওই হাসপাতালে দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি সামনের সপ্তাহ থেকে পুনরায় দায়িত্ব পালন করবেন। বর্তমানে ডাক্তারের অভাব রয়েছে। অনেক চিকিৎসক ট্রেনিংয়ে আছেন, অনেকেই অবসর নিয়েছেন।
>
> **- ডাঃ সীতেশ বর**
> *বিএমওএইচ*

আমগুড়ি, রামশাই এবং দোমোহনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মানুষের একমাত্র ভরসা এই হাসপাতাল। এই হাসপাতালে জঙ্গল লাগোয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের আনাগোনা থাকে সবসময়। রামশাই চটোয়া, কালিপুর এবং বুধুরাম বনবস্তির চা শ্রমিক সহ বিভিন্ন এলাকার দরিদ্রদের ভিড় দেখা যায় এই হাসপাতালে। বর্তমানে চিকিৎসক না থাকায় সমস্যায় পড়েছেন সকলেই। একটু বড় সমস্যা দেখা দিলেই যেতে হচ্ছে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে।

হাসপাতাল চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, নেই কোনও ডাক্তার। মাত্র একজন নার্স এবং একজন ফার্মাসিস্ট দিয়ে চলছে চিকিৎসা থেকে শুরু করে ওষুধ বিতরণ। ভিড় বাড়লেই হিমসিম খেতে হচ্ছে তাঁদের। এর মধ্যেও সোমবার এই হাসপাতাল থেকে একজন নার্সকে ময়নাগুড়িতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের এই করুণ অবস্থা দেখে স্থানীয় বাসিন্দা আদিত্য দেবনাথ বলেন, 'যেভাবে একের পর এক সবাইকে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে তাতে সবাই মিলে লিখিত আবেদন করতে হবে।'

এবিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'বিষয়টি দেখছি। সমস্যা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

২৪ বছরেও মেলেনি ডাইনিং স্পেস

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে। হিসেব কষলে দেখা যায় ২৪ বছর হতে চলছে স্কুলটির পথচলার। কিন্তু আজও এই স্কুলে মিড-ডে মিলের সময় ভরসা মাঠ। জোটেনি ডাইনিং হল। ফলে, বাধ্য হয়ে কখনও গাছের নীচে, কখনও আবার মাঠে ছাত্রীরা সেরে ফেলে মিড-ডে মিল।

বুধবার ছবিটা একইরকম ছিল। একদিকে স্কুলে চলছে স্টুডেন্ট সপ্তাহ উপলক্ষ্যে হেলথ চেকআপ ক্যাম্প। আরেকদিকে খোলা আকাশের নীচে মাঠে বসে চলছে মিড-ডে মিলের খাওয়াদাওয়া। স্কুলের প্রায় অধিকাংশ পড়ুয়াই মোহিতনগর কিংবা করলা ভ্যালি চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার। প্রায় প্রতিদিনই মিড-ডে মিল খায় ৩৫০-৪০০ ছাত্রী। শীতের মরশুমে মাঠে বসে খেয়ে নিলেও সবচেয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় গ্রীষ্মের তীব্র তাপপ্রবাহ কিংবা বর্ষার বৃষ্টি। ছাত্রীরাও চাইছে অন্য স্কুলের মতো শেডের নীচে বসে খেতে। শুধু কি ডাইনিং স্পেস? সমস্যা আরও রয়েছে। নেই স্থায়ী সাইকেলস্ট্যান্ডও। ক্লাসরুমের ঘাটতিও রয়েছে ছাত্রীসংখ্যার অনুপাতে।

পঞ্চম-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৮০০ ছাত্রী। তাদের ১০টি রুমে ক্লাস হয়। অর্থাৎ কম করেও ৬৫-র ওপরে ছাত্রীরা বসে ক্লাস করে একটি রুমে। সুতরাং, শ্রেণি অনুযায়ী সেকশন আলাদা করে বসানোর কোনও সুযোগই নেই। এই বিষয় নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কোয়েলি রায় বর্মন বলেন, 'বিডিও স্যারের তরফে ইতিমধ্যে আশ্বাস পেয়েছি ডাইনিং স্পেস, সাইকেলস্ট্যান্ডের বিষয়ে। তাঁর আশ্বাস পেয়েছি, শীঘ্রই সব হবে।'

জলপাইগুড়ি সদরের বিডিও মিহির কর্মকারের কথায়, 'বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই হবে।' বলা বাহুল্য, যে মাঠে বাচ্চারা মিড-ডে মিলের খাবার খাচ্ছে সেখানে অবাধ বিচরণ গোরুর। এমন পরিবেশে অসুখের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবুও বাধ্য হয়ে সেখানেই খাচ্ছে ছাত্রীরা। কিন্তু নিরুপায় বলে ২৩ পেরিয়ে ২৪-এ পা রাখলেও ডাইনিং স্পেস জোটেনি স্কুলের কপালে। তাই ছাত্রীদের একমাত্র এই মাঠই ভরসা মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য।

মাঠে বসে খাচ্ছে ছাত্রীরা।

অভিযোগ

ধূপগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে আধিকারিক কর্মী ও সহায়িকাদের মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করছেন আধিকারিক। এমনকি কর্মী সহায়িকাদের মোবাইলে কল এলে তা লাউডস্পিকারে দিয়ে শোনানোর দাবি করছেন তাঁরা। এমন অভিযোগ সহ মোট আট দফা দাবিতে বুধবার বিকেলে ধূপগুড়ি ব্লক শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের দপ্তর ঘেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে সিটু অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতির সদস্যরা। এদিন স্থানীয় ডাকবাংলো ময়দান থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে শহরের মিলপাড়ার অবস্থিত ব্লক প্রকল্প দপ্তরের সামনে জমায়েত এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন আইসিডিএস কর্মী-সহায়িকারা।

এই অভিযোগ নিয়ে ধূপগুড়ির সিডিপিও নীলাঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি।

ফের অভিযান

ময়নাগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : মঙ্গলবারের পর বুধবার। পরপর দু'দিন গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। এদিন থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশবাহিনী এই বিশেষ অভিযান চালায়। ময়নাগুড়ি বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'যাঁরা গাঁজা চাষ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে।'

আজ শুনানি

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজপ্রাসাদ সহ অন্যান্য সম্পত্তি হেরিটেজ কি না তা নিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চে মামলাটির শুনানিতে সব পক্ষকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির ইতিহাস পাঁচশো বছরের পুরোনো। হেরিটেজ কমিশন থেকে রাজবাড়িকে আগেই হেরিটেজ ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাকি সম্পত্তিগুলি কেন হেরিটেজ নয়, তা জানতে চেয়ে রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের ছেলে গৌরীশংকর দেব রায়কত হাইকোর্ট ও সার্কিট বেঞ্চে মামলা করেছেন।

অডিটোরিয়াম

নাগরাকাটা, ৮ জানুয়ারি : নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আপার কলাবাড়ির ডুয়ার্স পাবলিক স্কুলে মায়া ছেত্রী নামে এলাকার এক মহিলা পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাঁর স্বামী পূরণ ছেত্রীর স্মৃতিতে অডিটোরিয়ামটি তৈরি করে দেন। বুধবার স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে সেটির উদ্বোধন হয় মায়াদেবীর হাত দিয়ে। ছিলেন প্রয়াত পূরণের শিক্ষক ডঃ ডিবি ছেত্রী সহ শিক্ষা মহলের আরও অনেকে।

বিডিও'র আশ্বাসে উঠল পথ অবরোধ

টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ

শুভদীপ শর্মা

মৌলানি, ৮ জানুয়ারি : বাংলার আবাস যোজনার টাকা এখনও পাননি। সেই ক্ষোভে জাতীয় সড়ক অবরোধ। সেখান থেকে অবরোধ তুলে দিলে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালেন 'বঞ্চিত' উপভোক্তারা। বুধবারের এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতে।

আন্দোলনকারী সুকুমার পোদ্দারের কথায়, 'অনেক বছর পর ঘরের টাকা প্রাপকের তালিকায় আমার নাম ওঠে। ভেবেছিলাম, টাকা পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ শুরু করব। পাশের অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে সবাই টাকা পেলেও আমার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। তাই বাধ্য হয়েছি আন্দোলনে নামতে।'

ক্রান্তি ব্লকে ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কয়েকদিন আগে পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। অথচ মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন উপভোক্তারও অ্যাকাউন্টে বাংলা আবাস যোজনার কোনও টাকা ঢোকেনি। যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উপভোক্তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছিল।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৯৩৬ জনের অ্যাকাউন্টে বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তি টাকা ঢোকার কথা। উপভোক্তারা কিস্তির টাকা না পেয়ে এদিন সকাল দশটা নাগাদ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে ময়নাগুড়ি-লাটাগুড়িগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় দশ মিনিট অবরোধ চলার পর ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধ তুলে দেন। এরপর আন্দোলনকারীরা মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় তালা মেরে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় উপভোক্তা বাবলু কিসকু, নির্মল রায়, মালতী টুডুদের অভিযোগ, প্রশাসনের কাছে বারবার ঘরের কিস্তির টাকা চেয়েও টাকা পাননি। তারই প্রতিবাদে এদিনের আন্দোলন।

মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিত রায় জানান, এদিন আন্দোলনের জেরে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এর আগেও ব্লক প্রশাসনকে উপভোক্তারদের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। এদিনও গোটা বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান পঞ্চায়েত প্রধান।

ঘটনার পর এদিন ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে একটি প্রতিনিধিদল ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেনের সঙ্গে দেখা করতে যান। ক্রান্তির বিডিও বললেন, 'টেকনিকাল অসুবিধার জন্য উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। শীঘ্রই উপভোক্তারা তাঁদের টাকা পেয়ে যাবেন।'

৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। বুধবার।

ক্ষোভের ফল

- ক্রান্তির অন্য পঞ্চায়েতগুলির উপভোক্তারা আবাসের টাকা ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছেন
- বাকি রয়েছেন শুধু মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপভোক্তারা
- এই 'বঞ্চনার' প্রতিবাদে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ
- সেখান থেকে ওঠালে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা মারেন বিক্ষোভকারীরা

টুকরো খবর

প্রস্তুতি সভা

বেলাকোবা, ৮ জানুয়ারি : ১৫ জানুয়ারি রানিনগর শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সমাবেশ এবং জলপাইগুড়ি পিএফ অফিস ঘেরাও কর্মসূচিকে সফল করতে বুধবার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল পানিকৌরি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ফাটাপুকুর দলীয় কার্যালয়ে। আইএনটিটিইউসি'এর রাজগঞ্জ ব্লকের নেতৃত্ব সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। সভায় তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের দুই সহ সভাপতি মোশারফ হোসেন এবং হারাধন দাস সহ ব্লক সভাপতি মহম্মদ সোলেমান প্রমুখ ছিলেন।

উদ্ধার

মানিকগঞ্জ, ৮ জানুয়ারি : ঘটনার পাঁচ মাস বাদে গৃহস্থ বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করতে সমর্থ হল পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছে মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তরুণের নাম সুজন হাজরা। তার বাড়ি খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বৈরাগীপাড়া এলাকায়। আউটপোস্টের ওসি জিবা প্রধান বলেন, 'বুধবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুঘুডাঙ্গা এলাকায় কনককুমার মহন্তের ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে চুরি যাওয়া একটি খাট উদ্ধার করে পুলিশ।

নবীনবরণ

ক্রান্তি, ৮ জানুয়ারি : মাল দক্ষিণ মণ্ডলের চ্যাংমারি ডাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুধবার নবীনবরণ উৎসব হয়। প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের রাখি পরিয়ে বরণ করে নেওয়া যায়। এর পাশাপাশি চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর হাতে শিক্ষাসামগ্রী উপহার দেওয়া হয়। দুপুরের মেনুতে ছিল ভাত, মাংস, ডাল, সবজি এবং পাঁপড় ভাজা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীনেশচন্দ্র রায় বলেন, 'বিদায় এবং আগমনের মধ্যে দিয়েই আমাদের দিনযাপন।'

মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশ

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ৮ জানুয়ারি : বুধবার মাদকবিরোধী অভিযানে নামল রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণজোত, জুম্মাগছ, চতুরাগছ , সর্দারপাড়া এবং লক্ষ্মীস্থান এলাকায় পুলিশ একাধিক বাড়িতে ঢুকে অভিযান চালায়। তবে গ্রামের ছোট রাস্তায় পুলিশের গাড়ি আসার আগেই টের পেয়ে যায় মাদক কারবারিরা। পুলিশ আসার আগেই তাই অনেকে বাড়ি ছেড়ে গা-ঢাকা দেয়। পুলিশ কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েও কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। জলপাইগুড়ি ডিএসপি পার্থকুমার সিংহ ও রাজগঞ্জ থানার আইসি অনুপম মজুমদারের নেতৃত্বে এই অভিযান চলে। প্রায় ১২টি বাড়িতে বিছানার তোষক উলটে চলে তল্লাশি।

বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা এই গ্রামগুলিতে বহিরাগত বেশ কয়েকজন মাদক কারবারির আনাগোনা বেড়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। রাজগঞ্জ থানার পুলিশের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ থানার তিনজন পুলিশ আধিকারিক এবং বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা পুলিশকর্মী।

আরেকদিকে, বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি কুশাং টি লেপচার নেতৃত্বে বেলাকোবার বিভিন্ন রাস্তায় চলে নাকা চেকিং। বিনা হেলমেট, দুই-এর বেশি লোক নিয়ে যাওয়া বাইকচালকদের দাঁড় করিয়ে সতর্ক করেন ওসি। তার পাশাপাশি রেগুলেটেড মার্কেটের শিকারপুরে বটতলায় সাপ্তাহিক হাটে মাদকবিরোধী অভিযান চলে।

পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কেবলপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ গুহ, বেলাকোবার বয়েজ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মজহারুল হক পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এই অভিযানের ধারাবাহিকতা যাতে বজায় থাকে সেই আবেদনও জানান তাঁরা।

> মাদক কারবার হোক কিংবা ট্রাফিক আইন অমান্য, এনিয়ে আমাদের জিরো টলারেন্স। অভিযোগ পেলেই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে। সকলের সহযোগিতা কাম্য।
>
> **- শৌভনিক মুখোপাধ্যায়**
> *অ্যাডিশনাল এসপি, জলপাইগুড়ি*

কলকাতাগামী ট্রেন চাইছে ডুয়ার্স

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৮ জানুয়ারি : কাজের তাগিদে হামেশাই কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গে ছুটতে হয় ডুয়ার্সের বাসিন্দাদের। কিন্তু ট্রেনের টিকিট পাওয়া একটা বড় সমস্যা। অনলাইন বা অফলাইনে কলকাতাগামী ট্রেনের টিকিট বুকিং করতে গেলে অনেক সময়ই টিকিট পাওয়া যায় না। অনেক সময় বাধ্য হয়ে বেশি টাকা দিয়ে তৎকাল, প্রিমিয়াম তৎকালে টিকিট বুকিং করতে হয়। সেটাও কখনো-কখনো মেলে না। তার ওপর পর্যটকদের টিকিটের বাড়তি চাপ রয়েছে। এর মধ্যে ডুয়ার্সের রুটে সারাদিন একটা মাত্র এক্সপ্রেস ট্রেন চলে। আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'কলকাতার বিকল্প ট্রেনের বিষয়টি রেলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জানানো হবে।'

সারাবছর যে সংখ্যায় পর্যটক ডুয়ার্সে বেড়াতে আসেন, সেই তুলনায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও উন্নত হয়নি বললেই চলে। ডুয়ার্সে রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ হয়ে আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা রুটের গুরুত্ব বেড়েছে। বাড়েনি শুধু কলকাতাগামী ট্রেনের সংখ্যা। জরুরি ভিত্তিতে কলকাতা যেতে হলে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের টিকিট পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। একমাস আগে সেই টিকিট বুক করলে আসন সংরক্ষণের সম্ভাবনা থাকে ৫০ শতাংশ। পর্যটনের মরশুম থাকলে সেই সম্ভাবনা আরও কমে যায়।

২০১৪ সাল থেকে এই দাবি নিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দরবার করেছে ডুয়ার্স রেল বাঁচাও কমিটি এবং মাল মার্চেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ডুয়ার্স রেল বাঁচাও কমিটির তরফে মোহিত শিকদার বলেন, 'আমরা অনেকবার সাংসদ এবং জেলা শাসককে কলকাতার বিকল্প ট্রেনের দাবি জানিয়েছি। এখনও সেই ট্রেন আমরা পাইনি।' নিউ মাল জংশনে ২০২৪ সালে আনন্দবিহার এক্সপ্রেস এবং কামাখ্যা-জয়পুর এক্সপ্রেসের স্টপ চালু হয়েছে। নতুন ট্রেন মদনমোহন এক্সপ্রেস ধুবড়ি, জলপাইগুড়ি হয়ে শিয়ালদা পর্যন্ত চলবে বলে জানা গিয়েছে।

মাল শহরের ডাক্তারি পড়ুয়া ঈশিকা জানা বলেন, 'মালবাজার এবং কলকাতা যাওয়া-আসা লেগেই থাকে আমার। বেশিরভাগ সময়ই মালবাজার থেকে ফেরার টিকিট পাই না কাঞ্চনকন্যায়।' বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ওমপ্রিয়া সরকার জানান, শুধুমাত্র কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস যথেষ্ট নয়, বাধ্য হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি অথবা কখনও নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে আসন সংরক্ষণ করতে হয়।

এই বিষয়ে দলের তরফে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়কে আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানান বিজেপির মাল বিধানসভা আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী।

শেষ দিনে ক্রিটিক্যাল থিংকিং

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৮ জানুয়ারি : ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল স্টুডেন্টস উইক। বুধবার শেষ দিন ছিল। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক আইসি অমিতাভ দাস। তিনি হিউম্যান স্কিল, ক্রিটিক্যাল থিংকিং এবং সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর কথায়, 'ক্রিটিক্যাল থিংকিং এবং হিউম্যান স্কিল খুবই দরকার। এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত কিংবা বিচার করার জন্য তথ্য বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যা করতে জানতে পারা যায়।'

অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বেলাকোবায়। সেখানে বেলাকোবা হাইস্কুল, বেলাকোবা গার্লস স্কুল, বেলাকোবা আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেলাকোবা জুনিয়ার বেসিক স্কুল এবং সাহেববাড়ি অ্যাডিশনাল প্রাইমারি স্কুল নিয়ে পাঁচটি স্কুলের মোট ৩৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

অন্যদিকে, মেটেলি রাষ্ট্রভাষা উচ্চবিদ্যালয়েও আয়োজিত হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ নৃত্যানুষ্ঠান। এদিন মেটেলির রাষ্ট্রভাষা হাইস্কুল, মেটেলি স্পেশাল বিএফপি স্কুল, মেটেলি গার্লস হাইস্কুল ও মেটেলি মডেল হাইস্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী। মেটেলির অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিজয়চন্দ্র রায় বলেন, 'সরকারি স্কুলের যে কোনও বিকল্প নেই, তা তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই ধরনের কর্মসূচি ড্রপআউট কমাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।'

প্রচার

নাগরাকাটা, ৮ জানুয়ারি : রাজ্য টি অ্যান্ড ট্রাইবাল ফেস্টিভাল সফল করতে চা শ্রমিকদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে প্রচার করছে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। নাগরাকাটার ভগতপুর চা বাগানের ফুটবল মাঠে আগামী ১১ ও ১২ জানুয়ারি ওই ফেস্টিভাল হবে। উদ্যোক্তা আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর। তৃণমূলের চা শ্রমিক সংগঠনের নেতারা বৃহস্পতিবার নাগরাকাটার ধরণীপুর, গ্রাসমোড়, ক্যারন, লুকসান-এর মতো একাধিক চা বাগানে গিয়ে এবিষয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে উৎসব নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যদিকে বিডিও অফিসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর।

দেবীরূপে পুজো পেয়েও বামনি যেন দুয়োরানি

আমাদের ছোট নদী

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : দেব সন্তান হয়েও নিজের দৈবিক গুরুত্ব ও পরিচয় আদায়ের জন্য কম কালঘাম ছোটাতে হয়নি মা মনসাকে। সম্মান আদায়ের সেই চোয়াল চাপা লড়াই পৌরাণিক গল্পের থেকে বাস্তবের মাটিতে দেখতে হলে অবশ্য ঢুঁ দিতে হবে ধূপগুড়ি শহরে। ব্যস্ত এই জনপদের অজান্তেই একমনে শহরের বুক দিয়ে বয়ে চলেছে বামনি। বেশিরভাগ মানুষ তাকে নদী বললেও অনেকে ঝোরা বলেও ডাকেন। বর্ষায় কিছুটা তেড়েফুঁড়ে উঠলেও বাকি সময়টায় একেবারেই নিরীহ তার আচরণ। হয়তো সেজন্যেই পদে পদে নির্বিচারে তার বুকের ওপর আবর্জনা ফেলে যান এই শহরেরই বাসিন্দারা। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী অমিতাভ দাসের কথায়, 'শান্ত নিরীহ নদীটির সঙ্গে বড় বেশি নিষ্ঠুর আচরণ করে ফেলছি আমরা। নির্বিচারে নদীর বুকে আবর্জনা ফেলে তার দম আটকে দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, এই শহরের বেশিরভাগ মানুষ জানেনই না যে শীর্ণকায় জলধারাকে পদে পদে এত অবজ্ঞা করা তাকেই এই শহরের কিছু বাসিন্দা দেবী রূপে পুজো করেন। সেই উপাসনা যে গুপ্ত বা মনে মনে হয়, সেরকমটা একেবারেই নয়। বরং একেবারে মন্দির ও মূর্তি গড়েই পূজিতা হন বামনিবুড়ি। মাগুরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের ওপর সাত কিলোমিটার পথচলার মাঝে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডগুলিকে ছুঁয়ে যায় এই বামনি নদী।

অথচ, শহরের জলনিকাশি সমস্যার সমাধান এমনকি বিকল্প পথ সবই সম্ভব বামনি নদীকে বাঁচিয়ে রাখলে। প্রায় আড়াই দশকের পুরশাসনে নদীটির বুকে একের পর এক ব্রিজ তৈরির সঙ্গেই কংক্রিটের পাড়বাঁধ হয়েছে। শহরের কলেজ রোডের ধার বরাবর গড়া জলনিকাশির হাইড্রেন মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বামনির বুকেই। এক সময় বামনির পাড় বরাবর পায়ে হাঁটার পথ এবং বসার জায়গা তৈরির কাজও শুরু হয়েছিল। ধূপগুড়ি পুরসভার বহু প্রকল্পের মতো সেটিও শেষ হয়নি। ভূগোলের শিক্ষক সুদীপ মল্লিকের বক্তব্য, 'কোনও শহরের প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য, মানুষের রুচি এবং ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সেই শহরের বুক দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর চেহারার ওপর। ধূপগুড়ি শহরকে রক্ষা করতে হলে বামনি নদীকে তার স্বাভাবিক ছন্দে বইতে দিতে হবে। সে দায়িত্ব আমাদের সবার।' না হলে খেসারতটাও আমাদেরই মেটাতে হবে ।

দৈর্ঘ্য- ২৫ কিমি
উৎপত্তি- মাগুরমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা
মিশেছে- জংলিবাড়ি এলাকায় গিলান্ডি নদীতে

বামনি নদীর পাড়ে বামনিবুড়ির মন্দির। আবর্জনায় দমবন্ধ নদীর।

> স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাসে বামনিবুড়ি জাগ্রত দেবী। জমির ফসল থেকে কোলের সন্তান সবই মেলে তাঁর কৃপায়। বাস্তবের এই নদীটিও জমিতে সেচ এবং সন্তানের পেটের আহার দুই-ই জোগাত এক সময়।
>
> **- কৃষ্ণদেব রায়,**
> *প্রাক্তন কাউন্সিলার, ৮ নম্বর ওয়ার্ড*

স্বীকারোক্তি

২০১১ সালের ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহিদ সমাবেশে তৃণমূল সাংসদ দেব 'পাগলু' গেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন সেই গান গাওয়া যে উচিত হয়নি, তা বুধবার স্বীকার করলেন।

চার্জ গঠন

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি'র মামলায় বুধবার মোট ৫৪ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। ১৪ জানুয়ারি থেকে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

অসন্তোষ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে কুমন্তব্যের ঘটনায় দুই মহিলাকে পুলিশি হেপাজতে অত্যাচারের মামলায় পুলিশের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট।

সরব শুভেন্দু

ডেভেলপমেন্ট ফি'র নামে ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল পরিদর্শকের নোটিশ নিয়ে সরব বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

'প্রচুর চাকরি, বাংলায় ফিরুন'

মমতার দাবি, ইতিমধ্যে নিয়োগ ১০ লক্ষ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বিদেশে বা ভিনরাজ্যে চাকরির জন্য যাওয়া এই রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের ফিরে আসার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে ছাত্র সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর আগে অনেকেই এই রাজ্য ছেড়ে বিদেশে বা ভিনরাজ্যে চাকরির জন্য গিয়েছেন। আগে হয়তো এই রাজ্যে চাকরির এত সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন এই রাজ্যে চাকরির প্রচুর সুযোগ তৈরি হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে আমরা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি। সম্প্রতি ইনফোসিস ৪২৬ কোটি টাকায় তাদের অত্যাধুনিক উন্নয়নকেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও কাজ হবে। তাই আমি মনে করি, বাংলার ছেলেরা বাংলাতেই ফিরে আসুন।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কলকাতায় এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। সেগুলি টপ অফ দ্য টপের মধ্যে রয়েছে। আমরা এখন ৫০০টা আইআইটি, পলিটেকনিক তৈরি করেছি। যেখানে প্রশিক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হয়। উৎকর্ষ বাংলা করেছি। সেখানে শিল্পকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও সংস্থা যদি লোক চায়, তাহলে তারা উৎকর্ষ বাংলা থেকেই নিতে পারে। ৪৭ লক্ষ ছেলেমেয়ে এখান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তার মধ্যে ১০ লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। ইনফোসিস থেকে এনটিটি, শ্যাম স্টিল থেকে ধুন্সেরি পলিফিল্মস রাজ্যে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তার ফলে প্রচুর কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠছে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কলকাতা ডেটা হাব হিসেবে দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সংস্থা এনটিটি এবং কন্ট্রোল এস ডেটা সেন্টারগুলির মতো ২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্যের ডিজিটাল ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উন্নয়নও চোখে পড়ার মতো।' মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, আগামী দিনে কর্মসংস্থানের ডেস্টিনেশন হবে বাংলা।

মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে কটাক্ষ করে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের অবান্তর দাবি নতুন কিছু নয়। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের দাবি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, চাকরি না পেয়ে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।' অন্যদিকে, বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগ থেকে পুরসভায় নিয়োগে কী হারে দুর্নীতি হয়েছে, তা সকলেই জানে। এরপর আর কীসের ওপর ভরসা করে তরুণরা মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনবেন?'

ধনধান্য স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানে মমতা সহ অন্যরা। বুধবার। - রাজীব মণ্ডল

তীর্থযাত্রীদের ভিড়। বুধবার বাবুঘাটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

শস্যবিমায় ৯ লক্ষ কৃষককে ৩৫০ কোটি দিল রাজ্য

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : চলতি খরিফ মরশুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রায় ৯ লক্ষ কৃষকের ফসলের ক্ষতি হয়েছিল। তাঁদের 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পে বুধবার ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে নিজেই এই কথা জানিয়েছেন। এই ফসল বিমার জন্য কৃষকদের কোনও টাকা দিতে হয় না। কারণ, আলু, আখ সহ সব ফসলের প্রিমিয়ামের পুরো টাকাটাই দেয় রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'এটা আমাদের গর্ব যে, ২০১৯ সালে চালু হওয়ার পর থেকে কেবলমাত্র বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পেই আমাদের সরকার ১ কোটি ১২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে মোট ৩ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছে। আমরা বারবার বাংলার কৃষকের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব।' গত সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ওই বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রী কৃষক বিমা যোজনা এই রাজ্যে কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই রাজ্যে বাংলা শস্য বিমা প্রকল্প যে চলবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন শোভনদেববাবু। তিনি বলেন, এই রাজ্যের কৃষকদের জন্য অন্য কোনও বিমার প্রয়োজন নেই। রাজ্য সরকারের বিমাতেই তাঁরা উপকৃত হবেন।

বাংলা শস্য বিমা যোজনা নিয়ে বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বিভাজনের রাজনীতির জন্য আরও একবার রাজ্যের কৃষকদের কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। একদিকে ৯ লক্ষ কৃষকের জন্য রাজ্যের ৩৫০ কোটি আর অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় বরাদ্দ ৭০ হাজার কোটি। গত ২০১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত এই প্রকল্পে রাজ্য যুক্ত থাকলেও, আচমকা কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসে রাজ্য। সম্ভবত, প্রকল্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শব্দ যুক্ত থাকাটাই তার কারণ। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য যুক্ত থাকলে অন্তত ৬ থেকে ৭ হাজার কোটি টাকা পেতে পারত রাজ্যের কৃষকরা। ফলে, রাজ্যের প্রকল্প না কেন্দ্রীয় প্রকল্প কোনটা থেকে কৃষকরা বেশি উপকৃত হতেন, সেটা তাঁরাই ঠিক করবেন।

শওকতের বিরুদ্ধে নৌশাদ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকী। তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের কারণে শওকতের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন নৌসাদ। বুধবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে এসে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, শওকত মোল্লা আইএসএফ বিধায়ককে জঙ্গি এবং সমাজবিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন। এতে বিধায়কের সামাজিক গরিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সমাজমাধ্যমেও তিনি এই ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন।

এদিন বিধানসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমকে নৌসাদ জানান, এর আগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সমাজবিরোধী বলার অভিযোগে শওকতকে আদালতে গিয়ে জামিন নিতে হয়েছে। এবারও আইনি পথে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শওকতকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল বলেও এদিন মন্তব্য করেন নৌসাদ। পালটা আইনি পথে হেঁটেই জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়কও।

খেজুর রস পাড়ার মুহূর্তে। বীরভূমের কাশীপুর গ্রামে। - পিটিআই

মকর সংক্রান্তির পর রদবদলের চর্চা তৃণমূলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সংক্রান্তি মেনেই কি শাসকদলের সাংগঠনিক রদবদল? এই প্রশ্নেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। দলের খবর, দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর সম্ভবত সাগরস্নান পর্ব মিটলেই এই কাজে তিনি হাত দেবেন বলে দলে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতাকে আভাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই আভাসের পর দলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে আশা করে আছেন বলে বুধবার তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর।

তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে তাঁর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য কর্মসূচি 'সেবাশ্রয়' নিয়ে এখন নিয়মিত ব্যস্ত তিনি। তবু সূত্রের খবর, এখন মাঝেমধ্যেই ক্যামাক স্ট্রিটে তাঁর অফিসে বসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। দলনেত্রীকে দলের সাংগঠনিক স্তরে রদবদলের লিখিত তালিকা সহ সুপারিশ করে অপেক্ষায় বসে আছেন। এরমধ্যে তাঁর সুপারিশ নিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির মধ্যস্থতায় কয়েক দফা বৈঠকও হয়ে গিয়েছে দলনেত্রীর নির্দেশে। এখন তার ফল অপ্রকাশিত।

বুধবার দলের এক শীর্ষনেতার দাবি, পৌষ সংক্রান্তি পেরোলেই দলে সংস্কার ও রদবদল নিয়ে পড়বেন তৃণমূলনেত্রী। সাগরস্নান শেষ হবে এমাসের ১৫ বা ১৬ তারিখ নাগাদ। ১৭ জানুয়ারি বা তার পরে অর্থাৎ আগামী সপ্তাহের যে কোনও দিন রদবদল নিয়ে মুখ খুলতে পারেন দলনেত্রী। তবে নেত্রী ভোট প্রস্তুতির বছরে দলে সাংগঠনিক স্তরে আদৌ ঢালাও রদবদলের পক্ষপাতী নন। রদবদল হলে তা হবে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি জেলায়।

আসল বয়স কম, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স ৭০ বছর। কিন্তু তাঁর বয়স অনেক কম বলে দাবি করেছেন তিনি। বুধবার কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে ছাত্র সপ্তাহ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি নিজেই এই কথা বলেন।

এদিন ছাত্রদের সঙ্গে হালকা সুরে কথা বলছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় আমি এখনও জন্মাইনি। জন্ম হবে সেদিন, যেদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব।' দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাক্ষী রেখে মমতা বলেন, 'আমি দাদার থেকে ৫ বছরের ছোট।' অর্থাৎ এখন মমতার বয়স ৭০ নয়, ৬৫। এরপরেই তিনি বলেন, 'আসলে আমরা সব হোম ডেলিভারি তো। নাম নিজে দিইনি। বয়সও নিজে দিইনি। পদবিও দিইনি। অনেকে হ্যাপি বার্থ ডে বলে। কিন্তু দিনটা মোটেও পছন্দ নয়। ওটা সার্টিফিকেটের বয়স। বাবা-মা করে দিয়ে গিয়েছে।' এরপরই স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মমতা বলেন, 'দাদা বলেছিল, সার্টিফিকেটে তোর আর আমার বয়সের মধ্যে ৬ মাসের পার্থক্য। বাবা স্কুলের হেডমাস্টারকে বলে একটা বয়স বসিয়ে দিয়েছিল। আগেকার দিনে এই সমস্যা ছিল।'

প্রশ্ন উঠছে সিপিএমের সম্মেলনে

মহিলা ও তরুণ মুখের অভাবে উদ্বেগ

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : তরুণ প্রজন্মকে সামনের সারিতে আনতে সিপিএমের শাখাস্তর থেকে সমস্ত কমিটিতে বয়সবিধি বেঁধে দেওয়া হয়। তবে নবীনদের সামনে আনার প্রচেষ্টা থাকলেও তাঁদের অভিজ্ঞতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরে। কমিটিতে তাঁদের জায়গা করে দেওয়ার ফলে বাদ পড়ছেন অনেক পরিণত নেতা। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা থাকছে কমিটিগুলির সংরক্ষিত পদ। সদ্য সিপিএমের এরিয়া কমিটির বৈঠক শেষ হয়েছে। একাধিক জেলা কমিটির বৈঠকও ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আর তখনই সম্মেলনগুলি থেকে এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে।

দলের অন্দরেই চর্চা, দীর্ঘদিন সিপিএমের সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষস্তরে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ সেভাবে দেখায়নি দল। ফলে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণদের বিস্তর ফারাক তৈরি হয়। কিন্তু এখন বয়সবিধি বেঁধে দিয়ে তাঁদের দলে অন্তর্ভুক্তিকরণের চেষ্টা থাকলেও বহু কমিটিতে আসন ফাঁকা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, মহিলাদের সংরক্ষিত পদও ফাঁকা থাকছে। যা সাংগঠনিক শক্তির অভাবের পরিচায়ক।

এই পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্ম বা মহিলা মুখ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। যেসব তরুণকে সামনে আনা হচ্ছে, তাঁদের অনেকের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। বয়সবিধির কারণে অনেক পরিণত নেতাকে বাদ পড়তে হচ্ছে। ফলে বয়সবিধি কার্যকর করে কী লাভ হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সম্মেলনগুলিতে।

সিপিএমের পরিকল্পনা অনুযায়ী এরিয়া কমিটিগুলিতে ৩১ বছরের কম বয়সি একজন করে তরুণকে জায়গা দিতে হবে। পাশাপাশি ৪০ বছর, ৫০ বছরের মধ্যে কতজন করে থাকবে তাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা কমিটিতে রয়েছেন, তাঁদের অনেকে মাঠে-ময়দানে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ বা পরিচিত নন। সমাজমাধ্যমে তাঁদের ঝোঁক বেশি।

তাই দলের একাধিক নেতা মনে করছেন, শুধুমাত্র বয়সকে বিশেষ অগ্রাধিকার না দিয়ে সাংগঠনিক দক্ষতাও বিচার করা দরকার। প্রবীণ নেতারা দলের নীচুতলার কর্মী থেকে শুরু করে মাঠে-ময়দানে নেমে জনসংযোগ করেন। কিন্তু তরুণদের সেই ধারণা নেই।

তবে ইতিমধ্যেই তরুণদের ও মহিলাদের দলের সদস্য করার জন্য বিশেষভাবে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শীর্ষনেতৃত্ব। এবং মাঠে-ময়দানে রাজনীতির সঙ্গে তরুণদের পরিচয় করানোর জন্য কর্মসূচিও নিতে চলেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

সমস্যা কোথায়

- দীর্ঘদিন শীর্ষস্তরে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ সেভাবে দেখায়নি দল
- ফলে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণদের বিস্তর ফারাক তৈরি হয়
- বয়সবিধি বেঁধে দিয়ে তাঁদের দলে অন্তর্ভুক্তিকরণের চেষ্টা থাকলেও বহু কমিটিতে আসন ফাঁকা
- অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সংরক্ষিত পদও ফাঁকা থাকছে
- বয়সবিধির কারণে অনেক পরিণত নেতাকে বাদ পড়তে হচ্ছে

গঙ্গাসাগরমেলা শুরু আজ থেকে

নির্মল ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ৮ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুঘাট থেকে মেলার উদ্বোধন করবেন। মেলার মূল পুণ্যস্নান অবশ্য ১৪ তারিখ সকাল থেকে ১৫ তারিখ সকাল পর্যন্ত। মেলার দিনগুলিতে যে কোনও ঝামেলা রুখতে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই দেশ-বিদেশের ভক্তরা আসতে শুরু করেছেন।

তিন-চারদিন ধরে হঠাৎ করেই দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে রীতিমতো গরম লাগছিল সাগরদ্বীপেও। কিন্তু এদিন ভোর থেকেই উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া বইতে থাকায় রীতিমতো ঠান্ডা অনুভূত হয়। ভোরে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় এলাকা। তার মধ্যেই চাদর-কম্বল চাপা দিয়ে পুণ্যার্থীরা আসতে থাকেন। ওপারে হারউড পয়েন্টের ৮ নম্বর জেটি থেকে লঞ্চে করে কচুবেড়িয়া। সেখান থেকে সোজা সাগরে যাওয়ার মূল রাস্তা ধরে আধো অন্ধকারের মধ্যেই পুণ্যার্থীরা হাঁটতে থাকেন। এরপর স্নান করে সোজা মন্দির। প্রশাসনের তরফে গোটা রাস্তা আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। স্নানঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নানা রঙের আলোয় সাজানো হয়েছে আশ্রম সংলগ্ন গোটা এলাকা। আশ্রম ও বিভিন্ন জায়গায় আলোর পাশাপাশি লেসারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে বাহারি আলোর মেলায় যেন ঝলমল করছে এলাকা। মাইকে কোথাও রবীন্দ্রসংগীত, কোথাও আধুনিক গান, আবার কোথাও কীর্তন। গোটা এলাকা কার্যত সংগীতমুখর হয়ে উঠেছে।

বুধবার সকালে মন্দিরের সামনে সেনাবাহিনী পুণ্যার্থীদের খাবার বিলি করে। সকালে অবশ্য পুজো দেওয়ার ভিড় খুব একটা ছিল না। তবে বেলা বাড়তেই ভিড় হতে শুরু করে। ভিনরাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীরা ভীষণ খুশি গোটা ব্যবস্থায়। রাজস্থানের বিকানের থেকে আসা বৃদ্ধ অমর রাজপুত বলেন, 'এর আগেও এসেছি। এবারের ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো।' পুণ্যার্থীদের জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার যাবতীয় প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। আছে দুর্ঘটনা বিমা। ৯ তারিখ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে গঙ্গাসাগরে কোনও পুণ্যার্থীর মৃত্যু হলে পরিবার ৫ লক্ষ টাকা পাবে বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সওয়াল-জবাব শেষ সঞ্জয়ের, শীঘ্রই রায়দান

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষ হল ধৃত সঞ্জয় রায়ের সওয়াল-জবাব। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার এই মামলায় রায় ঘোষণার দিনক্ষণ জানানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার শিয়ালদা আদালতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের এজলাসে রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুপুর ১টা ১৪ মিনিটে শুরু হয় শুনানি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা শুনানি চলে। শুনানি শেষে আদালত কক্ষ থেকে লকআপে নিয়ে যাওয়ার সময় সঞ্জয়ের মুখ ছিল থমথমে। এদিন আদালতে হাজির ছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মাও। শুনানি শেষে সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেন তাঁরা।

সর্বক্ষণ প্রহরা

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সন্দেশখালিতে গণধর্ষণের অভিযোগে নির্যাতিতার বাড়িতে পুলিশি প্রহরার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। বিচারপতির নির্দেশ, ওই মহিলার বাড়িতে সর্বক্ষণ পুলিশের নজরদারি থাকবে। সোমবার পুলিশকে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা করতে হবে। রাজ্যের আইনজীবী জানান, ঘটনার তদন্ত এগিয়েছে। তবে নির্যাতিতার আইনজীবীর অভিযোগ, পুলিশে অভিযোগ জানানোর পরও পদক্ষেপ করা হয়নি। তারপরই বিচারপতি পুলিশের থেকে রিপোর্ট তলব করেন।

বিজেপির হারানো জমি উদ্ধারই লক্ষ্য

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে আরএসএস-এর নজর এবার উত্তরে নয়, মধ্যবঙ্গ বা রাঢ়বঙ্গে। রাজ্যে বিজেপির হারানো জমি উদ্ধারের লক্ষ্যে সংগঠনকে উজ্জীবিত করতে এবার মাঠে নামছে আরএসএস। সেই লক্ষ্যেই সংঘের কর্মী ও অনুগামীদের বিশেষ বার্তা দিতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ১০ দিনের রাজ্য সফরে আসছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। রাজ্য সফরে এসে ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানে প্রকাশ্য সভাও করবেন তিনি। কলকাতায় থাকাকালীন তিন দিন সংঘের সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তিনি। অখিল ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠক করবেন ভাগবত।

আরএসএস-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে চলতি বছরে দেশের ৪৬টি প্রদেশে সফর শুরু করেছেন সংঘপ্রধান। সেই পরিক্রমার অঙ্গ হিসাবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজ্য সফরে আসছেন তিনি। সংঘ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৭ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন তিনি। এর মধ্যে ৭ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সংঘের কার্যালয়ে রাজ্যে ও পূর্বাঞ্চলের নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয়ে বৈঠক করবেন তিনি। ১১ ফেব্রুয়ারি তাঁর বর্ধমানে যাওয়ার কথা। মধ্যবঙ্গ আরএসএস-এর প্রধান সুশোভন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সংঘের শতবর্ষে শরসংঘচালককে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এটা আমাদের স্বয়ংসেবকদের কাছে একটা বড় সুযোগ।'

আরএসএস-এর মধ্যবঙ্গের সাংগঠনিক এলাকার মধ্যে রয়েছে ৮টি প্রশাসনিক জেলা। হুগলি, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ। '২১-এর বিধানসভা ভোটের নিরিখে একমাত্র মুর্শিদাবাদ ছাড়া বাকি জেলায় বিজেপির ফল সবচেয়ে ভালো। কিন্তু, '২৪-এর লোকসভা ভোটে এই জেলাগুলিতেই বিজেপির বিপর্যয় সবচেয়ে বেশি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের জন্য দলকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে সদস্য সংগ্রহে জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। সংঘ ঘনিষ্ঠ বনশল মনে করেন, তৃণমূল স্তরে দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করা না গেলে ভালো কিছু সম্ভব নয়।

ফেব্রুয়ারিতে আসছেন ভাগবত

কলকাতার এক সংঘকর্তার মতে, বিজেপির সংগঠন আরএসএস-ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সেই কারণে, '২৬-এর ভোটে রাঢ়বঙ্গে দলের হারানো জমি ফেরাতে এবার মাঠে নামছে আরএসএস। আর সেই জমি উদ্ধারের কাজে সংঘের স্বয়ংসেবক ও সর্বক্ষণের কর্মীদের উজ্জীবিত করতেই বার্তা দিতে আসছেন সংঘ প্রধান।

দিদির অনুরোধে দেব গাইলেন ও মধু, ও মধু...

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সবসময় শক্ত কথা ভালো লাগে না, কখনও কখনও একটু আনন্দ, একটু উল্লাস, একটু উচ্ছ্বাস মানুষের প্রাণকে আনন্দময় করে তোলে। বুধবার কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে ছাত্র সপ্তাহের অনুষ্ঠানের শেষ দিনে এই ভাবেই হালকা মুডে ছাত্রদের সামনে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে শুধু কথার কথা নয়, অনুষ্ঠান শুধু ভাষণে সীমাবদ্ধ রাখলেন না তিনি। ব্রাত্য বসু, ইন্দ্রনীল সেনের মতো মন্ত্রী বা দেব, জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষের মতো সাংসদ বা অদিতি মুন্সির মতো বিধায়ককে দিয়েও গান গাওয়ালেন মমতা। তবে মমতার অনুরোধে গান না গাইলেও একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অদিতিকে গানের জন্য ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী। অদিতি প্রথমে 'আগুনের পরশমণি' দিয়ে শুরু করেন। অদিতির পরিচয় দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী মুখ ফসকে বলে ফেলেন, 'অদিতি কীর্তনের স্রষ্টা হলেও অন্য গানও ভালো জানে।' এরপরই ডাক পড়ে সায়নীর। তাঁকে লোকসংগীত গাওয়ার জন্য বলেন মমতা। সায়নী গাইলেন 'তোমায় হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না।'

জুন গাইলেন, 'হাম হোঙ্গে কামিয়াব।' ইন্দ্রনীলের পরিচয় দিতে গিয়ে মমতা বলেন, 'ইন্দ্রনীল কোনওদিন প্র্যাকটিস করে না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত কণ্ঠ রয়েছে ওর।' ইন্দ্রনীল সকলকে চমকে দিয়ে বলেন, 'এই গানটা নিয়ে ছেলের সঙ্গেও ঝামেলা হয়েছে। তবু গাইবই।' বলে ওঠেন, 'রুবি এসেছে?' এরপরই গেয়ে ওঠেন, 'মনে পড়ে রুবি রায়, কবিতায় তোমাকে...' দর্শকাসনে তখন তুমুল উন্মাদনা। তা দেখে মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে বলেন, 'জমিয়ে দিয়েছে।'

ব্রাত্যকে গান গাইতে বললে তিনি বলেন, 'গান গাইতে পারব না, বলতে পারব।' তখন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যরা তাতে আপত্তি জানান। তখন এগিয়ে আসেন ইন্দ্রনীল। তাঁর সঙ্গেই ব্রাত্য গেয়ে উঠলেন, 'রোদ জ্বলা দুপুরে, সুর তুলে নূপুরে।'

এরপর মঞ্চে দেবকে ডাকা হতেই দর্শকাসনে তুমুল উন্মাদনা দেখা যায়। তা দেখে দেব বলেন, 'সিএম-এর সামনে আমার সব গুলিয়ে যায়।' এরপরই দেবের অকপট স্বীকারোক্তি, 'একটা গান মাথায় এসেছে। কিন্তু এটা গাইলে এখন থেকেই ট্রোল হতে শুরু করব।' নাছোড় মুখ্যমন্ত্রী তখন দেবকে বলেন, 'ওই গানটাই গাও। এসব বলে তুমি পাশ কাটাতে পারবে না।' দেব তখন গেয়ে ওঠেন, 'হে ইউ, লিসেন টু মি, ইউ আর মাই লাভ, জানো তুমি, ও মধু, ও মধু...।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪ পৌষ ১৪৩১

সৌধ নিয়েও বিতর্ক

মৃত মানুষকে শ্রদ্ধা জানানোর নানাবিধ উপায় রয়েছে। শুধুমাত্র কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা এক-দু-মিনিটের নীরবতা পালন ছাড়াও যথাযথভাবে শ্রদ্ধা জানানোর অনেক পদ্ধতি আছে। সেই মানুষটির কাজকর্ম, কথাবার্তা স্মরণে রেখে সেগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞান। সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিতে কংগ্রেস একটি সৌধ নির্মাণের দাবি তুলেছিল।

বেশকিছু বিতর্কের পর কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি মেনে নিয়েছে। রাজঘাটে রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্থলে বা ওই সংলগ্ন এলাকায় মনমোহনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের লক্ষ্যে তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে কেন্দ্র। মনমোহনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের চাপানউতোরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্থলে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধও নির্মাণ করা হবে। প্রণব-কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে মোদি সরকার।

কেন্দ্রের এই ভূমিকায় আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ শর্মিষ্ঠা। মনমোহনের প্রয়াণের ঠিক আগের দিন ছিল তাঁর পূর্বসূরি অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন। বাজপেয়ীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিজেপির প্রচার ছিল চড়া সুরে। দাবি করা হচ্ছিল, তিনি যেভাবে দেশকে গড়তে চেয়েছিলেন সেই পথেই হাঁটছে মোদি সরকার। তর্কাতীত বিষয় হল অটলবিহারী, প্রণব এবং মনমোহন- তিনজনই ছিলেন ভারতমাতার কৃতী সন্তান।

দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, ভারতের আর্থসামাজিক বিকাশের রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ইত্যাদি ভোলার নয়। সেই অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায়, তাঁদের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রণববাবুর প্রয়াণের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক না ডাকা, মনমোহনের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পর হাত শিবিরের তরফে তাঁকে লার্জার দ্যান লাইফে পরিণত করতে উঠেপড়ে লাগা ইত্যাদি প্রশ্ন এখন অবান্তর।

নানা মহলে বলা হয়ে থাকে, মনমোহনের বদলে প্রণব সেসময় প্রধানমন্ত্রী হলে ২০১৪ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনি বিপর্যয় হত না। আবার অনেকের ধারণা, অটলবিহারীর হাত ধরেই দেশে প্রথম হিন্দুত্ববাদী সরকার ডানা মেলেছিল। এই বিতর্ক শেষ হওয়ার নয়। বাজপেয়ী, প্রণব এবং মনমোহন তিনজনেই দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনজনেরই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন সমাজে তো বটেই, বহু যুগ পর্যন্ত আলোচিত হবে।

তাঁদের সেই কাজকর্ম, বক্তৃতা নিয়ে গভীর চর্চা হতে পারে। তার থেকে উঠে আসতে পারে আরও উন্নত চিন্তাভাবনা। কিন্তু সেরকম কোনও উদ্যোগই শাসক বা বিরোধী শিবিরে চোখে পড়ে না। তিন প্রয়াত নেতার কেউই বিরোধিতা, সমালোচনাকে অবহেলা করতেন না। বরং খোলামনে গ্রহণ করতেন, প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বাজপেয়ী আরএসএসের প্রচারক থেকে প্রথমে জনসংঘের নেতা হয়েছিলেন। তারপর বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

প্রণব ছিলেন আদ্যন্ত কংগ্রেসি। মনমোহন এসেছিলেন পড়াশোনার জগৎ থেকে। পরে যিনি নিজেকে প্রথমে ব্যুরোক্র্যাট ও পরে প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, অর্থমন্ত্রী হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রধান কান্ডারি থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী- দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অনের বাধা টপকেছেন। শীর্ষপদে থেকেও তাঁরা কখনও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক শিষ্টাচার থেকে বিস্মৃত হননি।

সবজান্তা মনোভাব এই তিন নেতার কারও ছিল না। ইতিহাসে নিজেদের নাম লেখানোর দৌড়ে তাঁরা কখনও দেশের ইতিহাসকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা দেখাননি। তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর হিড়িকে সেই ইতিহাসকেই এখন সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপি ও কংগ্রেস- উভয় শিবিরেই। বাজপেয়ীর নামে স্মৃতিসৌধ আগেই নির্মিত হয়েছে। প্রণব এবং মনমোহনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ শীঘ্রই শুরু হবে।

কিন্তু স্মৃতিসৌধ নির্মাণ নিয়ে যে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে, তাতে প্রয়াত নেতাদেরই আসলে অসম্মান করা হচ্ছে। প্রয়াত নেতাদের দেশ গঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

মমতা-অভিষেক ও শিল্পী বয়কট বিতর্ক

তৃণমূলে এতদিন অভিষেকপন্থী হিসেবে পরিচিতরা নতুন বিতর্কে অভিষেক বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। মজাটা এখানেই।

শুভাশিস মৈত্র

প্রায় নিয়ম করে বছরে অন্তত তিন থেকে চারবার সংবাদমাধ্যমে খবর দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতার লড়াই নিয়ে। কিছু দিন চলে। দলের নানা নেতা তাঁদের মাপ আনুযায়ী নানা বিবৃতি দেন। তারপর আবার সব থিতিয়ে যায়। এবারের দ্বন্দ্বের বিষয় সরকারবিরোধী শিল্পীদের 'বয়কট'।

আরজি কর সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় মহিলা ডাক্তারের খুন এবং ধর্ষণের ঘটনায় যাঁরা রাস্তায় নেমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্ন করেছেন, পদত্যাগ দাবি করেছেন, তাঁদের নিয়ে বিতর্ক শুরু তৃণমূলের অন্দরে। এমন শিল্পীদের কত ধানে কত চাল, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার একটা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে শাসকশিবিরে। বেশ গলা ফাটিয়েই বলা হচ্ছে, এই শিল্পীরা কোথাও অনুষ্ঠান করতে গেলে বাধা দেওয়ার কথা। বোঝা যাচ্ছে, এরপর কেউ তাঁদের অনুষ্ঠানে ডাকতেও সাহস পাবে না। আসলে ক্ষমতা চাইছে, প্রতিবাদী শিল্পীরা নতজানু হন।

দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান অবশ্য এ ব্যাপারে ঠিক উলটো। তিনি বলেছেন, এই কাজ ঠিক নয়, এটা দলের সিদ্ধান্ত নয়। যদিও তার পরেও দেখা গেল, দলের এক সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, যতক্ষণ না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বারণ করছেন, তিনি এই বাধা দানের পক্ষেই সওয়াল করে যাবেন। ইঙ্গিত এটাই যে এই কাজে মমতার সায় আছে।

এক সাংসদ বলেছেন, তাঁর নির্বাচনি ক্ষেত্রে এমন শিল্পীদের অনুষ্ঠান হলে তিনি বাধা দেবেন। এক মন্ত্রী বলেছেন, এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে ফের চর্চায় পিসি-ভাইপোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এবারের লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্য অন্য জায়গায়। দলের যে নেতারা অভিষেকের ঘনিষ্ঠ বলে এতদিন পরিচিত ছিলেন, তাঁদের অনেককেই দেখা যাচ্ছে অভিষেকের মতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলতে।

অভিষেকের প্রভাব কি তা হলে পার্টিতে কমছে? এক মাস আগেই দলের এক বিধায়ক দাবি জানিয়েছিলেন অভিষেককে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী করার। কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, 'সময়ের নিয়মে মমতাদির পর একদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন অভিষেক... মমতাদি'র নেতৃত্ব চলতে থাকুক, তার মধ্যেই আগামীর পদধ্বনি হতে থাকুক।' এসব চলতে চলতেই গত ২ ডিসেম্বর বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে মমতা সব নেতাকে ডেকে বলে দিলেন, 'অনেক নেতা-মন্ত্রীর মধ্যে যেমন খুশি সাজো প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাঁদের আলটপকা কথায় বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। মেপে কথা বলুন, বেচাল দেখলে দল ব্যবস্থা নেবে।' বৈঠকে তিনি মন্তব্য করেন, তিনিই দলের চেয়ারপার্সন, দলে তাঁর কথাই শেষ কথা।

মমতার এই বার্তায় কাজ হল ম্যাজিকের মতো। আনুগত্য প্রকাশের প্রতিযোগিতায়, শিল্পী-বয়কট নিয়ে কয়েকজন নেতা, যাঁরা এতদিন অভিষেকপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাঁদেরও দেখা গেল অভিষেক বিরোধী অবস্থান নিতে। ফলে এই মুহূর্তে এমন মনে হওয়ার কারণ রয়েছে, দলে অভিষেকের গুরুত্ব কমেছে। বলা যায়, অভিষেক ডায়মন্ড হারবারের 'মুখ্যমন্ত্রী' হয়ে থাকতে পারবেন, কিন্তু রাজ্যের নিরিখে তাঁর ঢালতরোয়াল আপাতত অকেজো। যদিও অভিষেকের এই আপাত-নিষ্প্রভ দশা কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন। সম্ভবত খুব বেশিদিন নয়। কারণ কোনও সন্দেহ নেই, শেষপর্যন্ত এটা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঘরোয়া ব্যাপার।

অভিষেক কিন্তু ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন দলকে। শিল্পীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণার ফল ভালো নাও হতে পারে।

বামপন্থীদের যাঁরা ভোট দিতেন, তাঁদের অনেকের ভোট পায় বলেই টানা তিনবার ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। তাঁদের অনেকে শিল্পী বয়কটের এই ফ্যাসিস্টসুলভ রাজনীতি ভালো চোখে না-ও দেখতে পারেন। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানের সমর্থক অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালিও এটাকে ভালোভাবে নেবে না। তৃণমূলের অসহিষ্ণুতা নির্ভর এই বয়কট সফল হলে আঘাত লাগতে পারে মমতার সর্বভারতীয় ভাবমূর্তিতেও।

এমনিতে স্পষ্ট, তৃণমূল কংগ্রেস কোনও আইডিওলজি নির্ভর দল নয়। প্রধানত মমতার ক্যারিশমা এবং সংগঠন, একই সঙ্গে প্রশাসন-পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এর উপর নির্ভর করেই তৃণমূল অর্জন করেছে একের পর এক বিরাট জয়। কিন্তু একটা দল শুধু এই দিয়েই বারবার ভোটে জেতে না। তার একটা 'কালচারাল ন্যারেটিভ'-ও দরকার হয়। তৃণমূল কংগ্রেস নতুন কোনও 'কালচারাল ন্যারেটিভ'-এর জন্ম দেয়নি। এই বিষয়ে তাঁরা বামপন্থী 'লিগ্যাসি'-কেই বহন করে চলেছে। এই কারণেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়, কবীর সুমন, নচিকেতা, বিভাস চক্রবর্তীর মতো বাম ঘরানার বহু বিশিষ্ট শিল্পী মমতার সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘর করতে পারেন। প্রয়াত মহাশ্বেতা দেবীর কথাও মনে রাখা উচিত। তৃণমূলের সভা-সমিতিতে তাই নিয়মিত শোনা যায় 'উই শ্যাল ওভার কাম', 'কারার ওই লৌহকপাট' বা 'থাকিলে ডোবা খানা'-র মতো গান। যেসব গান একদা বামপন্থীদের সভাতেই গাওয়া হত।

বামপন্থীদের যাঁরা ভোট দিতেন এমন বহু ভোটারের ভোট পায় বলেই টানা তিনবার ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের অনেকেই শিল্পী বয়কটের এই ফ্যাসিস্টসুলভ রাজনীতি ভালো চোখে না-ও দেখতে পারেন। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানের সমর্থক অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালিও এটাকে ভালোভাবে নেবে না। তাঁদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। তৃণমূলের অসহিষ্ণুতা নির্ভর এই বয়কট কর্মসূচি সফল হলে এমনকি আঘাত লাগতে পারে মমতার সর্বভারতীয় ভাবমূর্তিতেও।

আরজি করের ঘটনায় মধ্য এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রতিবাদের চাপে মমতা, বলা যায় গত ১৩ বছরে প্রথমবার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। বদলি করতে হয়েছে একাধিক শীর্ষ পদের অফিসারকে। তারপর রাজ্যে হয়ে গিয়েছে ছ'টি বিধানসভার উপনির্বাচন। সবক'টি আসনে তৃণমূল জয়ী হয়েছে। তৃণমূল ভাবছে এই জয় তাদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ হয়ে যাওয়ার শংসাপত্র। এবার শিল্পীদের বয়কটের আওয়াজ তুলে তৃণমূল সম্ভবত বদলা নিতে চায় আরজি করের।

কিন্তু ভোটে জেতা মানে চার্জশিট থেকে সব অভিযোগ মুছে গেল, এই ভাবনাটা ভুল। উপনির্বাচনে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে বিজেপি খুব ভালো ফল করেছে উত্তরপ্রদেশে। তার মানে এই নয়, যে যোগীর বুলডোজার জাস্টিস সঠিক পদ্ধতি ছিল, তাঁর বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে স্লোগান অসাম্প্রদায়িক ছিল।

গত সপ্তাহে মমতা গিয়েছিলেন সন্দেশখালিতে। সেখানে লোকসভা, বিধানসভা দুটি আসনই তৃণমূল জিতেছে। এটা ঠিক, সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপির কিছু সাজানো অভিযোগ ছিল। তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে যা করণীয় মমতার তা অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু এটাও তো ঠিক, মমতা তাঁর দলের যে নেতাদের সন্দেশখালি পাঠিয়েছিলেন ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে, তাঁদের প্রায় সবাই সন্দেশখালি থেকে ফিরে সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করেছিলেন স্থানীয় নেতাদের বিভিন্ন অন্যায়ের কথা, গরিব মানুষের জমি কেড়ে নেওয়ার কথা।

মমতা গত সপ্তাহে সন্দেশখালিতে গিয়ে বলেছেন সেখানকার মানুষ যেন দুষ্টু লোকেদের থেকে সতর্ক থাকেন। মানুষের সতর্ক থাকার ব্যাপারটা তো পরের কথা, আগে তো দরকার ওই সব দুষ্টু লোকেদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা। গ্রেপ্তার করবে পুলিশ। যে দপ্তরটা তাঁরই হাতে।

ফিরে আসা যাক শিল্পী বয়কটের প্রসঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেকেই হয়তো ভুলে গিয়েছেন, ৭০-এর দশকের গোড়ায় সিদ্ধার্থশংকর রায়ের জমানায় উৎপল দত্তের 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকের ওপর হামলার কথা। সেই দল কিন্তু ৪৭ বছরেও আর ক্ষমতায় ফিরতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গে। হামলা হয়েছিল ব্রাত্য বসুর 'উইঙ্কল-টুইঙ্কল'-এ ২০০২-এ। সেই বামেরা এখনও শূন্য। ইতিহাসের এই শিক্ষা সব রাজনৈতিক দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৭

চিত্র পরিচালক ফারাহ খানের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২২

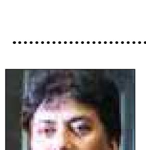

আজকের দিনে প্রয়াত হন শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী রাশিদ খান।

আলোচিত

আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব নেওয়ার আগে হামাস যদি বন্দি মার্কিন নাগরিকদের না ছাড়ে, তবে এটা ওদের জন্য তো বটেই, কারও জন্য ভালো হবে না। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ধ্বংসলীলা চলবে। অনেক আগেই ওদের উচিত ছিল বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

কেরলের মালাপ্পুরমে একটি মসজিদে উৎসব চলছিল। বহু মানুষ জড়ো হয়েছিল। সেখানে ৫টি হাতিকে আনা হয়। তাদের দেখতে ভিড় জমে যায়। হঠাৎ একটি হাতি রেগে গিয়ে তাণ্ডব শুরু করে। একজনকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারে। ১৭ জন আহত।

ভাইরাল/২

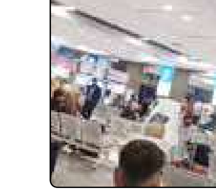

ইরানে মহিলাদের হিজাব পরা বাধ্যতামূলক। হিজাব না পরায় ইরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দরে মহিলাকে হেনস্তা করেন এক ধর্মগুরু। মহিলাটি তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। রেগে গিয়ে ধর্মগুরুর সাদা পাগড়ি খুলে নিজের মাথায় হিজাবের মতো জড়িয়ে নেন।

জনমন

জনমত

স্কুলের পেছনে নেশার আসর

শিলিগুড়ির ১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্দিরা গান্ধি স্ট্রিটের মূল রাস্তার পাশে সূর্যনগর মাস্টার প্রীতনাথ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। এই স্কুলের পেছনে রাস্তা দখল করে বহিরাগত তরুণ-তরুণীরা মাদক সেবন করে দৌরাত্ম্য চালিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে নেশা করা। গোটা রাস্তা দখল করে রাস্তার ওপরই বাইক রেখে চলে বেলেল্লাপনা। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করতে গেলে শুনতে হয় খিস্তিখেউড়। এভাবে রাস্তা দখল করে রাখার দরুন এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হয়।

একটি স্কুলের পাশে নেশাগ্রস্তদের এমন দৌরাত্ম্য কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আসলে রাস্তার পাশে কয়েকটি চায়ের দোকান রয়েছে। ওই সব দোকানকে কেন্দ্র করেই আড্ডা। এই আড্ডা থেকে দিনভর চিৎকার, হইহুল্লোড় চলার দরুন স্কুলের পঠনপাঠনেও অসুবিধা হয়।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার এই ঠেক বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এখনও নিয়ে চলেছেন। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন অধিকাংশ সময়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকে।

নেপাল দে সরকার
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

মিড-ডে মিলে কেন শিক্ষকরা

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি স্কুলে মিড-ডে মিল ব্যবস্থা চালু আছে। মিড-ডে মিলের কাজে শিক্ষকদের নিয়োজিত করার ফলে সারাবছর অনেক কর্মদিবস নষ্ট হয়। দৈনিক অনেকটা সময় দিতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক পঠনপাঠন ব্যাহত হয়। এমনিতে অনেক স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা কম। তার ও শিক্ষকদের সারাবছর মিড-ডে মিলের হিসেব (অডিট) রাখতে তটস্থ থাকতে হয়। সরকারি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য মিড-ডে মিলের কাজে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বিবেচনা করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী, নিউটাউন, তুফানগঞ্জ।

সৌরবাতি জ্বলে না

কুশমণ্ডির বিভিন্ন এলাকায় বসানো হয়েছিল সৌরবাতি। তাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বস্তি এসেছিল। কিন্তু সেই স্বস্তি স্থায়ী হল না। এখন ওইসব পথবাতির অধিকাংশই জ্বলে না। এই আলো না থাকার জন্য ছোট-বড় নানা সমস্যা হচ্ছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন স্থানীয়রা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চা তীব্র সংকটে

ইতিহাস নিয়ে পড়লে বা পড়ালেই ইতিহাস লেখার অধিকার জন্মায় না। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই সে বিজ্ঞানী হয় না।

শুভময় দত্ত

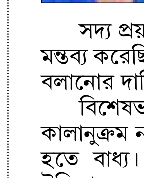

কয়েকবছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের পুরোধা গৌতম ভদ্র বলেছিলেন, 'গবেষণার প্রতিটি শব্দ হল 'ব্রহ্ম', তাই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের শব্দচয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

সদ্য প্রয়াত অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী একই সময় মন্তব্য করেছিলেন : 'ইতিহাস কথা বলে না, ইতিহাসকে কথা বলানোর দায়িত্ব একজন গবেষকের।'

বিশেষভাবে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ধারাবাহিক কালানুক্রম না জানলে বিজ্ঞাননির্ভর ইতিহাসচর্চার গতি রোধ হতে বাধ্য। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, রাজভক্তির স্তুতি, ব্যক্তিনির্ভর ইতিহাস হতে পারে না। ইতিহাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে পরিশোধিত না হলে তা সংকটের।

ইতিহাস নিয়ে সবাই পড়তেই পারেন, জানতেই পারেন কিন্তু ইতিহাস লেখার অধিকার সবার নয়। গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞানে এই সত্য কথাটির মূল্য অপরিমেয়, গভীরতাও অসীম। গবেষণার পরিভাষায় 'মেথডোলজি' অর্থাৎ পদ্ধতিবিজ্ঞান। সঠিক তথ্য বারবার যাচাইকরণ, নিবন্ধীকরণ, রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আর্কাইভের কাজ শিখতে হয়। তাকে নিয়ে বিশ্লেষণ এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। যা জানতে হয়, দীর্ঘশ্রম দিয়ে পড়তে হয়।

যার জন্য ইতিহাস লেখার চাইতেও বেশি প্রয়োজন ইতিহাস লেখার পদ্ধতিবিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়ন। প্রতি ক্ষেত্রের ইতিহাস লেখার ধারা-উপধারার স্বতন্ত্র পদ্ধতিবিজ্ঞান আছে।

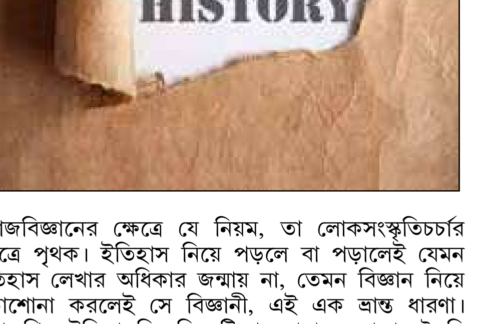

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম, তা লোকসংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে পৃথক। ইতিহাস নিয়ে পড়লে বা পড়ালেই যেমন ইতিহাস লেখার অধিকার জন্মায় না, তেমন বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই সে বিজ্ঞানী, এই এক ভ্রান্ত ধারণা। তথাকথিত ইতিহাসবিদ বিষয়টি খুব মারাত্মক প্রভাব তৈরি করেছে জনমনে।

খুব সাধারণ ও শিক্ষায় প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ যেহেতু গবেষণার বিষয়ে ধারণা পোষণ করেন না, তাঁরা সেই তথ্যসম্পর্কিত বিষয়ের বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অনুপুঙ্খ যাচাই না করেই সেই বিশ্লেষণকে বেদবাক্য মনে করে বসেন। এখানেই একজন প্রত্যয়ী গবেষকের বড় চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক সময়ে লেখার চর্চা বেড়েছে। ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সোশ্যাল মিডিয়া তো আছেই। ফলে যে যার ইচ্ছেমতো ইতিহাসনির্ভর বিষয়গুলোকে মনের মাধুরী মিশিয়ে, বিনা যাচাইয়ে, অথবা বিধিবদ্ধ পদ্ধতিবিজ্ঞান না মেনেই লিখে ফেলছেন।

উচ্চতর গবেষণা শুধু যে ডিগ্রি অর্জনের ঈপ্সিত স্পর্ধা, তা নয়। বরং দীর্ঘ গবেষণা করে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস লেখা ও তাঁকে প্রমাণ করাও তার দায়িত্ব। যেহেতু ইতিহাসচর্চায় সত্যনিষ্ঠা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই ভুল ইতিহাসের প্রভাব যে কী ভয়ংকর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষ করা যায় ইতিহাসচেতনা যাঁদের নেই, তাঁদেরই ইতিহাসকেন্দ্রিক লেখার দাপট বেশি।

আধুনিক জোয়ারে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বেশ অভাব অনুভূত হয়। যতটুকু আলোর উদ্দীপন আছে তাঁকে লালন করার দায়িত্ব সকলের। নইলে ভবিষ্যতে কে দেবে আলো, কে দেবে আশা।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৫

১		২	☆	৩			
	☆	৪			☆	☆	☆
	☆		☆	৫		৬	
৭	৮	☆	☆		☆		☆
☆		☆	৯	☆	☆	১০	১১
১২				☆	১৩	☆	
☆	☆	☆	১৪			☆	
১৫				☆	১৬		

পাশাপাশি : ১। সিংহাসন ৩। অনিষ্টকারী, প্রবঞ্চক ৪। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ৫। আগুন জ্বলার ভাবপ্রকাশক ৭। হাঁসজাতীয় পাখি ১০। শরীর, দেহ ১২। সবসময়, সর্বদা, ঘনঘন ১৪। বায়ুরোগ, পাগলামি, খ্যাপাটে ভাব, প্রবল ইচ্ছা বা শখ ১৫। আগের লেখা কেটে লেখা, লেখা কেটে শুধরে নেওয়া, সংশোধন ১৬। পাকা বাড়ির খসে পড়া পলেস্তারা, আবর্জনা,অকেজো, বাজে।

উপর-নীচ : ১।ঠিক সেই রকম, সেই রকমই,ব্যতিক্রমহীন ২। নেকড়ে বাঘ, হায়েনা ৩। আগুনে বনদহন, দাবানল ৬। দৈত্য, অসুর, দনুজ ৮। ঝগড়াটে, কলহপ্রিয় ৯। কাঁসার বড় বাটি ১১। যজ্ঞের পশুমাংস, এক রকম পিঠে যা যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় ১৩। ছাগ,পাঁঠা।

সমাধান ■ ৪০৩৪

পাশাপাশি : ২। আব্বাজান ৫। তালিম ৬। দরদস্তুর ৮। রফা ৯। শশ ১১। করিতকর্মা ১৩। ভিয়েন ১৪। তন্নতন্ন।

উপর-নীচ : ১। কৃতাঞ্জলি ২। আম ৩। জামির ৪। দপ্তর ৬। দফা ৭। দংশ ৮। রজত ৯। শর্মা ১০। অভিনব ১১। কনক ১২। কদন্ন ১৩। ভিন্ন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আপের পাশে মমতা, ইন্ডিয়ায় ফাটল চওড়া

দিল্লির ভোটে কোণঠাসা কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : ইন্ডিয়া জোটে ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে কংগ্রেস। অন্তত দিল্লি বিধানসভা ভোটে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। জাতীয় রাজধানীতে আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট আগেই ভেস্তে গিয়েছিল। এবার সেই ভাঙনকে আরও তীব্র করে দিল্লি বিধানসভা ভোটে আপকে সমর্থন জানাল তৃণমূল। যার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

দিল্লির ভোটে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আপ-তৃণমূল ঐক্য 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যে বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে দিল। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুধবার এক্সে লিখেছেন, 'দিল্লি নির্বাচনে তৃণমূল আমাদের সমর্থন জানিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মমতা দিদির কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ভালো এবং খারাপ সময়ে আপনি সবসময় পাশে থেকেছেন। ধন্যবাদ দিদি।' জবাবে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন লিখেছেন, 'আমরা আপনার পাশে আছি।' এর আগে সপাও আপকে দিল্লিতে সমর্থন করেছিল। মঙ্গলবার রাতে সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবকেও কৃতজ্ঞতা জানান কেজরিওয়াল। একটি সূত্র জানিয়েছে, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি) আসন্ন দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপের সমর্থনে প্রচার করতে পারে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বাকি শরিকদের এভাবে জোট বাধা বিরোধী শিবিরের অন্দরের ফাটলকে আরও চওড়া করে দিল।

তৃণমূলের সমর্থন ঘোষণার পর দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোনো অবস্থানই আবার উঠে এসেছে। তিনি বারবার আঞ্চলিক দলগুলির শক্তি বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে বিকল্প সমীকরণ গড়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। মমতার মতে, যেখানে যে দল শক্তিশালী, সেখানেই সেই দল ভোটে নেতৃত্ব দেবে। এই নীতি অনুসরণ করেই দিল্লিতে আপকে সমর্থন জানাল তৃণমূল। দিল্লি নির্বাচনে তৃণমূলের সমর্থন আপ-এর জন্য একটি শক্তি হয়ে উঠলেও, কংগ্রেস এবং আপ-এর সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল রয়েছে, তা আরও গভীর হয়েছে। কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট জানান, আপ এবং কংগ্রেস একে অপরকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছে। এদিন দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে দিল্লিবাসীর জন্য ২৫ লক্ষ টাকার জীবন বিমা প্রকল্প 'জীবন রক্ষা যোজনা' ঘোষণা করা হয়েছে। তা করতে গিয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। তিনি বলেন, 'রাজস্থানে আমরা যেভাবে চিরঞ্জীবী যোজনা চালু করেছিলাম দিল্লিতেও জীবন রক্ষা যোজনা চালু করব। এই প্রকল্প দিল্লি ভোটে গেম চেঞ্জার হবে।'

> দিল্লি নির্বাচনে তৃণমূল আমাদের সমর্থন জানিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মমতা দিদির কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ভালো এবং খারাপ সময়ে আপনি সবসময় পাশে থেকেছেন। ধন্যবাদ দিদি।
>
> -অরবিন্দ কেজরিওয়াল

> আমরা আপনার পাশে আছি।
>
> -ডেরেক ও'ব্রায়েন

প্রাণের সন্ধানে উদ্ধার। সঙ্গী সারমেয়। বুধবার শিগাতসে।

বিধ্বস্ত তিব্বতে নিখোঁজ ৪০০

লাসা, ৮ জানুয়ারি : সরকারি হিসাব বলছে, চিন নিয়ন্ত্রিত তিব্বতে মঙ্গলবারের ভূমিকম্পে ১২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৮৮। নিখোঁজ কমপক্ষে ৪০০ জন। তাঁরা ভেঙে পড়া ঘরবাড়ির নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার নতুন করে প্রাণহানির তালিকা প্রকাশ করেনি স্থানীয় প্রশাসন। তবে ভূমিকম্পের ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর প্রচণ্ড ঠান্ডায় নিখোঁজদের কতজন জীবিত রয়েছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সেরিং ফুন্টসোগের বক্তব্যে সেই আশঙ্কা জোরালো হয়েছে।

গুরুম নামে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন সেরিং। চিনের সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম জিনহুয়াকে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পৈতৃক গ্রাম গুরুমের মোট বাসিন্দার সংখ্যা ২২২। ভূমিকম্পে গ্রামটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু

উদ্ধারে আশঙ্কা

৫০ জন গ্রামবাসীর খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজদের মধ্যে তাঁর একাধিক আত্মীয় রয়েছেন বলে সেরিং জানান। রাতের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাওয়ায় আটকে পড়া মানুষজনের কতজন জীবিত তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ তিনি। সেরিং বলেন, 'শিশু ও বৃদ্ধদের কথা বাদ দিন, ভূমিকম্পের জেরে ঘরবাড়ি এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়েছিল যে তরুণরাও নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার সময় পাননি। গুরুমের বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছেন। তাঁদের বার করে আনা সম্ভব হয়নি।'

তিব্বতের শিগাৎসে শহরে ৩,৬০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে চিনা সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। সেখানকার ৩০ হাজার বাসিন্দাকে ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। তবে শতাধিক মানুষের খোঁজ মেলেনি। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষক সংস্থা জানিয়েছে, মঙ্গলবারের ভূমিকম্পের পর বুধবার পর্যন্ত তিব্বতে ৫০০-র বেশি আফটার শক অনুভূত হয়েছে।

হাসিনার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিতে অস্বস্তিতে ঢাকা

ঢাকা, ৮ জানুয়ারি : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের অবস্থানে ক্রমশ অস্বস্তি বাড়ছে বাংলাদেশের। আওয়ামি লিগ সভানেত্রীর পাসপোর্ট বাতিল কিংবা তাঁকে প্রত্যর্পণের ব্যাপারে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার ক্রমাগত মরিয়া হয়ে উঠছে ঠিকই, কিন্তু সব ব্যাপারেই একপ্রকার গা-ছাড়া মনোভাব নিয়েছে নয়াদিল্লি। এমনকি শেখ হাসিনার ভারতে থাকার ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টিও পরে জানতে পেরেছে বাংলাদেশ। আর তাতে অস্বস্তি বেড়েছে ইউনূস সরকারের। বিষয়টি নিয়ে বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আপনাদের মতো আমিও এই বিষয়টি পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। আমাদের কী করার আছে। এটি ভারতের বিষয়।' জানা গিয়েছে, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল।

সূত্রের দাবি, আপাতত ৬ মাসের জন্য হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে রাজনৈতিক মহলের খবর, ঢাকার অনুরোধ মেনে হাসিনাকে এই মুহূর্তে ফেরত পাঠালে তাঁর প্রাণসংশয় রয়েছে। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের বন্ধু হাসিনাকে ফেরত পাঠালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির কাছে ভুল বার্তা যেতে পারে। তাই সেই কথা মাথায় রেখে ভারত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার জবাব পেয়েছেন কি না জানতে চাওয়া হলে তৌহিদ হোসেনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে ভারতের কাছে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার জবাব এখনও পাইনি।' হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একাধিক অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। ২৩ ডিসেম্বর হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে ভারতের কাছে কূটনৈতিক বার্তাও পাঠিয়েছিল ঢাকা। বাংলাদেশের সাফ কথা, এই ইস্যুতে ভারতের চিঠির জন্য অপেক্ষা করবে বাংলাদেশ। ভারতের তরফে চিঠির জবাব এলে তবেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে যেভাবে উষ্ণতা এসেছে, তা নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, 'ইউনূস সার্কের পুনরুজ্জীবন চান। পাকিস্তান সেনাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। প্রধান উপদেষ্টা সার্কভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক চান।' চিন্ময় প্রভুর জামিনের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমরা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারের আশ্বাস দিচ্ছি। এটা সরকারের অগ্রাধিকার। আমরা বিচারবিভাগের স্বাধীনতা পুনর্বহাল করেছি।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের স্পেসিফিক প্যালিসেডেস এলাকায় দাবানলন ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে প্রচুর ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই। জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে।

ইসরোর নতুন চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন

বেঙ্গালুরু, ৮ জানুয়ারি : ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন ভি নারায়ণন। মঙ্গলবার তাঁর নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নারায়ণন বর্তমান চেয়ারম্যান এস সোমনাথের স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং ১৪ জানুয়ারি থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আগামী দু'বছরের জন্য ইসরো প্রধানের দায়িত্ব সামলাবেন নারায়ণন।

নারায়ণন বর্তমানে ইসরোর লিকুইড প্রপালশন সিস্টেম সেন্টারের (এলপিএসসি) পরিচালক। ইসরোর আসন্ন গগনযান প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত তিনি। এই যানের জন্য জাতীয় স্তরের মানব রেট সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও রয়েছেন নারায়ণন। প্রায় চার দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ইসরোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহাকাশযান ও রকেটের প্রপালশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। দেশের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নারায়ণনের। ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন এমন এক প্রযুক্তি যা মহাকাশযান উৎক্ষেপণের জন্য প্রয়োজন।

নারায়ণন বলেন, 'আমাদের কাছে ভারতের জন্য একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ রয়েছে। আশা করছি যা ইসরোকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। আমাদের কাছে দুর্দান্ত প্রতিভা রয়েছে।' তামিলনাড়ুতে জন্ম নারায়ণনের। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। খড়্গপুর আইআইটি থেকে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে সেখান থেকেই এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিইচডি করেন নারায়ণন। পিএইচডি শেষ করে তিনি যোগ দেন ইসরোতে।

শিশমহল বিতর্কে তাল ঠোকাঠুকি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখে শিশমহল বিতর্কের পারদ ক্রমশ চড়ছে। এই নিয়ে বিজেপির লাগাতার আক্রমণের জবাবে বুধবার আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং এবং দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে ৬ ফ্ল্যাগস্টাফ রোডে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করেন। পরে সেখান থেকে ৭ লোককল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকেও যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু এগোতে গিয়ে প্রবল পুলিশি বাধার মুখোমুখি হন। শেষমেশ তাঁরা রণে ভঙ্গ দেন।

আপ নেতাদের সাফ কথা, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জমানায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনকে শিশমহলে পরিণত করার যে অভিযোগ বিজেপি হামেশাই করে, সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে সেটা চাক্ষুষ করতে চান তাঁরা। যদিও বিজেপির পালটা খোঁচা, আপ নেতারা এতদিন সেসব দেখতে যাননি কেন। এখন ভোটের মুখে আপ নেতারা নাটক করছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। সঞ্জয় সিং, সৌরভ ভরদ্বাজদের সঙ্গে পুলিশের তীব্র বচসা হয়। সঞ্জয় সিং বলেন, 'আমি একজন সাংসদ। উনি একজন মন্ত্রী। আপনারা কোন আইনবলে আমাদের আটকাচ্ছেন?' পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'বিজেপি বলেছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সোনায় মোড়া টয়লেট রয়েছে, মিনি বার রয়েছে, সুইমিং পুল রয়েছে। কিন্তু আজ বিজেপির মিথ্যাচার সারাদেশের সামনে চলে এসেছে। কিন্তু সেখানে পুলিশের ছাউনি তৈরি করে আমাদের আটকে দেওয়া হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনকে রাজমহল বলে আখ্যা দিয়ে সঞ্জয় সিং বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন দেখতে গেলে তখনও আমাদের আটকে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমাদের আটকে দিয়ে বিজেপি প্রমাণ করে দিয়েছে ওঁর বাড়িতে ১২ কোটির গাড়ি, ৫ হাজার সুট, ২০০ কোটির ঝাড়বাতি, লাখ টাকার কলম এবং কোটি টাকার কার্পেট রয়েছে।'

বিজেপি অভিযোগ করেছিল, কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সরকারি বাংলো সংস্কার করার জন্য ৪০ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। সৌরভ বলেন, 'মানুষের উচিত, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ের বাংলোই দেখে নেওয়া। বিজেপি এখন পালাচ্ছে। আমাদের রুখতে ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড লাগানো হয়েছে। বিজেপি বলেছে ৩৩ কোটি টাকায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাজ হয়েছে। অথচ ২৭০০ কোটি টাকায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন তৈরি হয়েছে।' জবাবে বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, 'শিশমহল দুর্নীতি ঢাকতে আপ নেতারা এখন নাটক করছেন। সঞ্জয় সিং, সৌরভ ভরদ্বাজরা আগে কেন শিশমহল দেখতে যাননি?' দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট।

পুলিশের সঙ্গে বচসা আপ নেতাদের। নয়াদিল্লি।

রাহুলকে ফের তির শর্মিষ্ঠার

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বিজেপির সুরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণের পর দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় শোকের মধ্যেই রাহুল গান্ধি কেন ভিয়েতনাম সফরে গিয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শর্মিষ্ঠা বলেন, 'দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি রাহুল গান্ধিকে প্রশ্ন করতে চাই সারাদেশ যখন একজন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তখন কেন তিনি নতুন বছর উদযাপনের জন্য বিদেশসফরে গিয়েছেন? আপনি কয়েকটি দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না? তাহলে তো আর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত না।'

এর আগে বিজেপিও কংগ্রেস নেতার বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। শর্মিষ্ঠার তোপ, 'মনমোহন সিংয়ের চিতাভস্ম নেওয়ার সময় কোনও কংগ্রেস নেতা উপস্থিত ছিলেন না। এই সময়টা দলের উচিত ছিল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের পাশে থাকা। আমার বাবার প্রয়াণের পর দলের প্রত্যেক নেতার তরফে শোকবার্তা পেয়েছিলাম। কেন রাহুল গান্ধি বিদেশ চলে গেলেন?' গত সপ্তাহে মনমোহন সিংয়ের স্মরণে অখণ্ড পাঠ অনুষ্ঠানে অবশ্য কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি হাজির ছিলেন।

ডিলারদের হুঁশিয়ারি

র‍্যাশনে বিয়ের আশঙ্কা ফেব্রুয়ারিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : আগামী কেন্দ্রীয় বাজেটে র‍্যাশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধি না হলে ফেব্রুয়ারিতে র‍্যাশন পরিষেবা বন্ধ রেখে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত র‍্যাশন ডিলারদের সমস্যার সমাধান না হলে পরিষেবা বন্ধ করা ছাড়া তাঁদের কাছে আর কোনও পথ খোলা থাকবে না।

দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বম্ভর বসু বলেন, সারা দেশে ৫,৩৮,২৬১ জন র‍্যাশন ডিলার রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৮৯ শতাংশের মাসিক আয় ১০ হাজার টাকারও কম। নীতি আয়োগের রিপোর্ট তুলে ধরে তিনি জানান, বর্তমান বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিলারদের কমিশন বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'এই বাজেটে র‍্যাশন ডিলারদের জন্য কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করা না হলে পরিষেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হব।'

> এই বাজেটে র‍্যাশন ডিলারদের জন্য কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করা না হলে পরিষেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হব।'
>
> **বিশ্বম্ভর বসু**

গত দু'দিন দিল্লিতে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সচিব এবং নীতি আয়োগের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ফেডারেশনের নেতারা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখে তাঁদের দাবি জানান। বিশ্বম্ভর বসু স্পষ্ট করেছেন, দাবি পূরণ না হলে ফেব্রুয়ারিতে র‍্যাশন পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে।

'এক দেশ-এক ভোট'

জেপিসি বৈঠকে তুমুল শোরগোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : 'এক দেশ এক নির্বাচন' প্রস্তাব নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি(জেপিসি)-র প্রথম বৈঠকেই বিরোধীদের কড়া আপত্তির মুখে পড়ল কেন্দ্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দেশ ভারতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ধাঁচে একসঙ্গে নির্বাচন কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

সূত্রের খবর, বুধবারের প্রথম বৈঠকে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রকের পক্ষ থেকে সংবিধানের ১২৯তম সংশোধনী বিল নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়। বিজেপি ও এনডিএ সাংসদরা এই বিলের পক্ষে সওয়াল করে দাবি করেন, একসঙ্গে নির্বাচন হলে একদিকে ভোটের খরচ কমবে, অন্যদিকে উন্নয়ন কাজের গতি বাড়বে।

তবে বিরোধীদের দাবি, এই বিল দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। কংগ্রেসের এক সাংসদ মন্তব্য করেন, এই বিল সংবিধানের মূল কাঠামোর বিরোধী। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অভিন্ন নির্বাচন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবে এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোয় আঘাত আনবে।'

আইন ও বিচারমন্ত্রকের প্রেজেন্টেশনে দাবি করা হয়েছে, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে আইন কমিশন সহ বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। বিজেপি সাংসদদের মতে, জাতীয় স্বার্থেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে।তবে বিরোধীরা একযোগে এর বিরোধিতা করে বলেন, এই প্রস্তাব রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করবে।

লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি খালেদা

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি : চিকিৎসার জন্য বুধবার লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি করা হল বিএনপি-র চেয়ারপার্সন তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। মঙ্গলবার রাতে কাতারের পাঠানো বিশেষ বিমানে চেপে ঢাকা ছাড়েন খালেদা। বুধবার স্থানীয় সময় বিকাল ৩টে নাগাদ লন্ডনে পৌঁছোন তিনি। হিথরো বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান তাঁর ছেলে তারেক রহমান, পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান এবং মেয়ে জাইমা রহমান। দীর্ঘ সাত বছর পর মাকে কাছে পেয়ে আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়েন তারেক। হুইল চেয়ারে বসে থাকা খালেদাকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। অপরদিকে পুত্রবধূ খালেদার পা ছুঁয়ে সালাম করেন। বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন বিএনপি-র প্রবাসী শাখার সমর্থকরা।। বিমানবন্দরের টার্মিনালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার হজরত আলি খান। বিমানবন্দর থেকে তারেক নিজে গাড়ি চালিয়ে মা-কে নিয়ে লন্ডন ক্লিনিকে পৌঁছোন। ৭৯ বছরের খালেদা দীর্ঘদিন ধরে লিভার, কিডনি সহ একাধিক শারীকির জটিলতায় ভুগছেন। শেষবার ২০১৭ সালের জুলাই মাসে খালেদা জিয়া লন্ডনে এসেছিলেন।

পানামা খালের পর গ্রিনল্যান্ডে নজর ট্রাম্পের

দ্বীপ রক্ষায় তড়িঘড়ি বরাদ্দ ডেনমার্কের

ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারি : পানামার কাছ থেকে পানামা খাল অধিগ্রহণের বার্তা দিয়েছেন। কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার কথা বলেছেন। এবার ডেনমার্কের অধীনে থাকা স্বশাসিত দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখানেই শেষ নয়। মেক্সিকো উপসাগরের নাম পরিবর্তন করে আমেরিকা উপসাগর রাখার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। সদস্য দেশগুলিকে জিডিপির ৫ শতাংশ ন্যাটোর জন্য খরচ করতে বলেছেন। বর্তমানে ন্যাটো দেশগুলিকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২ শতাংশ চাঁদা হিসাবে দিতে হয়। সেই চাঁদা আরও ৩ শতাংশ বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন ট্রাম্প। ওয়াশিংটনে ক্ষমতার হাতবদলের আগে তাঁর মন্তব্য স্বাভাবিকভাবে আলোড়ন ফেলেছে। ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক বিদেশনীতি রাশিয়া, চিনের পাশাপাশি আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির উদ্বেগ বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার ফ্লোরিডায় এক সাংবাদিক বৈঠক করেন ট্রাম্প। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য তিনি কি সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করবেন? ট্রাম্পের সাফ জবাব, এমন কোনও প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে পারবেন না। তাঁর কথায়, 'আমি আপনাদের কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। তবে আমি এটা বলতে পারি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড দরকার।'

জবাব দিতে দেরি করেনি পানামা ও ডেনমার্ক। পানামার বিদেশমন্ত্রী হ্যাভিয়ের মার্তিনেজ-আচা বলেন, 'আমাদের জনগণের হাতে এই খালের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তাঁদের কাছেই এর নিয়ন্ত্রণ থাকবে।' গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেদে বলেন, 'আমরা বিক্রির জন্য নই এবং ভবিষ্যতেও বিক্রি হব না। গ্রিনল্যান্ডের মালিক গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দারা।' একধাপ এগিয়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কথা ঘোষণা করেছে ডেনমার্ক। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ট্রোয়েলস লুন্ড পলসেন বলেন, 'এই প্যাকেজের মাধ্যমে অন্তত ১৫০ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হবে।' তিনি জানান, গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা মজবুত করতে ২টি নজরদারি জাহাজ মোতায়েন করা হবে। ২টি নতুন দূরপাল্লার ড্রোন ও ২টি কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ি ইউনিটের ব্যবস্থা করা হবে।

এছাড়া গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুকের আর্কটিক কমান্ডের অধীনে সেনাসংখ্যা বাড়ানো এবং দ্বীপের ৩টি বেসামরিক বিমানবন্দরের মধ্যে একটিকে এফ-৩৫ সুপারসনিক যুদ্ধবিমান ওঠা-নামার উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

পানামা ও ডেনমার্ক বিরোধিতা করলেও ট্রাম্পের তরফে সুর নরম করার ইঙ্গিত মেলেনি। ঘটনাচক্রে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে বিতর্ক উসকে ওঠার পরেই সেখানে ব্যক্তিগত সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়ার। একইভাবে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর হোয়াইট হাউস পরিচালনার ভার যাঁর হাতে থাকবে সেই সার্জিও গোরও সম্প্রতি গ্রিনল্যান্ড ঘুরে এসেছেন।

এদিকে কানাডাকে মার্কিন অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন সেদেশের বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি বলেন, 'কানাডাকে আমেরিকার অংশে পরিণত করার সম্ভাবনা নেই। আমাদের দু'দেশের শ্রমিক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষেরা একে অন্যের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তা সহযোগী হিসেবে লাভবান হচ্ছেন।' জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের পর পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় এখন সেদিকে তাকিয়ে কূটনৈতিক মহল।

> আমি আপনাদের কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। তবে আমি এটা বলতে পারি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড দরকার।
>
> -ডোনাল্ড ট্রাম্প

নতুন নিশানা

- পানামা খাল অধিগ্রহণ
- কানাডাকে আমেরিকার অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা
- গ্রিনল্যান্ডকে কিনে নেওয়া
- মেক্সিকো উপসাগরের নাম বদলে আমেরিকা উপসাগর
- সদস্য দেশগুলির জিডিপির ৫ শতাংশ ন্যাটোর জন্য বরাদ্দ করার পক্ষে সওয়াল

জীবনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

পৌলমী সরকার, *শিক্ষক*
চকচকা উচ্চবিদ্যালয়, কোচবিহার

মাধ্যমিক প্রস্তুতি

(প্রশ্নমান -৫ অথবা ১/২/৩)

অধ্যায় ১ : জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় -

১) রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণে ইনসুলিনের ভূমিকা লেখো। ইস্ট্রোজেনের কাজ কী? (৩+২)

২) নিম্নলিখিত অঙ্গের উপর অ্যাড্রিনালিন ও নর অ্যাড্রিনালিন হরমোনের প্রভাবের তুলনা করো-
ঘর্মগ্রন্থি *হৃদপিণ্ড *ত্বক *লালা গ্রন্থি

৩) নিম্নলিখিত কাজগুলি মস্তিষ্কের কোন কোন অংশগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? (০.৫x২)
মূত্র নির্গমন *ঘর্ম নিঃসরণ *দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ *মানসিক আবেগ নিয়ন্ত্রণ

৪) প্রদত্ত কার্যাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলির নাম লেখো। (০.৫x২)
দূরবর্তী অঙ্গ দেহাংশের নিকটবর্তী হয়
ফিমারকে আবর্তিত হতে সাহায্য করে
কনুই সন্ধিকে ভাঁজ হতে সাহায্য করে
কনুই সন্ধিকে প্রসারিত করে।

৫) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য নিরূপণ করো। (১+১)
উদ্দীপক *সংবেদনশীলতা

৬) রড কোষ ও কোণ কোষের নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পার্থক্য লেখো -(১+১)
রঞ্জকের প্রকৃতি ও কাজ

৭) কৃত্রিম হরমোনের ভূমিকাগুলোর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করো।

৮) স্নায়ুতন্ত্র কীভাবে অঙ্গ ও তন্ত্রের কাজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে তা উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। (৩)

৯) গাড়ির চালকদের উপযোজন কীভাবে ঘটে তা ব্যাখ্যা করো। (২)

১০) মাছের সন্তরণে মায়োটম পেশির ভূমিকা উল্লেখ করো।(২)
অথবা, মায়োপিয়া ও হাইপারমেট্রোপিয়া দৃষ্টিজনিত ত্রুটি সংশোধনের জন্য কী কী লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করা হয়? (২)

অধ্যায় ২ : জীবনের প্রবহমানতা-

১) প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক রাখা ও প্রকরণ সৃষ্টিতে মিয়োসিসের তাৎপর্য উল্লেখ করো। (১+১)
অথবা, কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস, সেন্ট্রোজোম ও রাইবোজোম-এর ভূমিকা আলোচনা করো। (১+১+১)

২) 'স্বপরাগযোগ অপেক্ষা ইতর পরাগযোগ অধিকতর উন্নত' -বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। (২)

৩) স্টক এবং সিয়ন বলতে কী বোঝায়? (২)

৪) সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়া ও নতুন উদ্ভিদ গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো। (৫)
অথবা, ফার্নের জনুক্রম একটি শব্দচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। (২)

৫) DNA ও RNA-এর পার্থক্য (২)
অথবা, ইউক্রোমাটিন এবং হেটারোক্রোমাটিন। (২)

৬) উদ্ভিদ দেহে কলাপালনের গুরুত্ব হিসেবে রোগমুক্ত উদ্ভিদ তৈরি এবং বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যাখ্যা করো। (১+১)

৭) মাইটোসিসের প্রফেজ ও টেলোফেজ দশার তিনটি বিপরীতমুখী ঘটনা উল্লেখ করো। (৩)

৮) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও- (১+১)
ক্রসিং ওভার ও সাইন্যাপসিস

৯) পার্থক্য নিরূপণ করো-
উদ্ভিদকোষ ও প্রাণী কোষের সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতি।(৩)

১০) উপযুক্ত উদাহরণ সহ অযৌন জননের যে কোনও ৫টি পদ্ধতি বর্ণনা করো। (৫)

১১) মানব বিকাশের বিভিন্ন দশাগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। (৫)

১২) 'উদ্ভিদের পরাগযোগ হলে নিষেক নাও হতে পারে কিন্তু নিষেক হলে পরাগযোগ হবেই' -উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (৩)

অধ্যায় ৩ : বংশগতি ও কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ-

১) মেন্ডেল মটর গাছের ফুলের যে যে চরিত্রগুলি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তাদের প্রত্যেকটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। (৩)

২) একজন মহিলা যিনি হিমোফিলিয়া রোগের বাহক, একজন স্বাভাবিক পুরুষকে বিবাহ করলেন, তাদের একটি পুত্রসন্তান হল। পুত্রসন্তানটির হিমোফিলিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কীরূপ তা বিশ্লেষণ করো। (৩)

৩) মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি চেকার বোর্ড সহ আলোচনা করো। (৩)
জেনোটাইপ ও ফেনোটাইপের দুটি পার্থক্য লেখো। (২)

৪) একটি বিশুদ্ধ লাল সন্ধ্যামালতী ও একটি বিশুদ্ধ সাদা সন্ধ্যামালতী উদ্ভিদের সংকরায়নে উৎপন্ন F1 উদ্ভিদগুলিতে গোলাপি ফুল হওয়ার ঘটনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তা চেকার বোর্ডের সাহায্যে বোঝাও। (৩)

৫) থ্যালাসিমিয়ার লক্ষণগুলো কী কী? (২)
অথবা, সমাজকে থ্যালাসিমিয়ামুক্ত করতে হলে কী কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো। (২)
প্রোটোনোপিয়া কী? (১)

৬) 'সমস্ত ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়' -ব্যাখ্যা করো। (২)

৭) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও- (১+১)
অ্যালিল লোকাস

৮) মেন্ডেলের একসংকর জনন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও। (৩)
অথবা, 'বংশগতির বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তুলতে মেন্ডেলের মটর গাছ সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি যুগান্তকারী' -এই পরীক্ষাগুলিতে তার সাফল্যের তিনটি কারণ উল্লেখ করো। (৩) *(চলবে)*

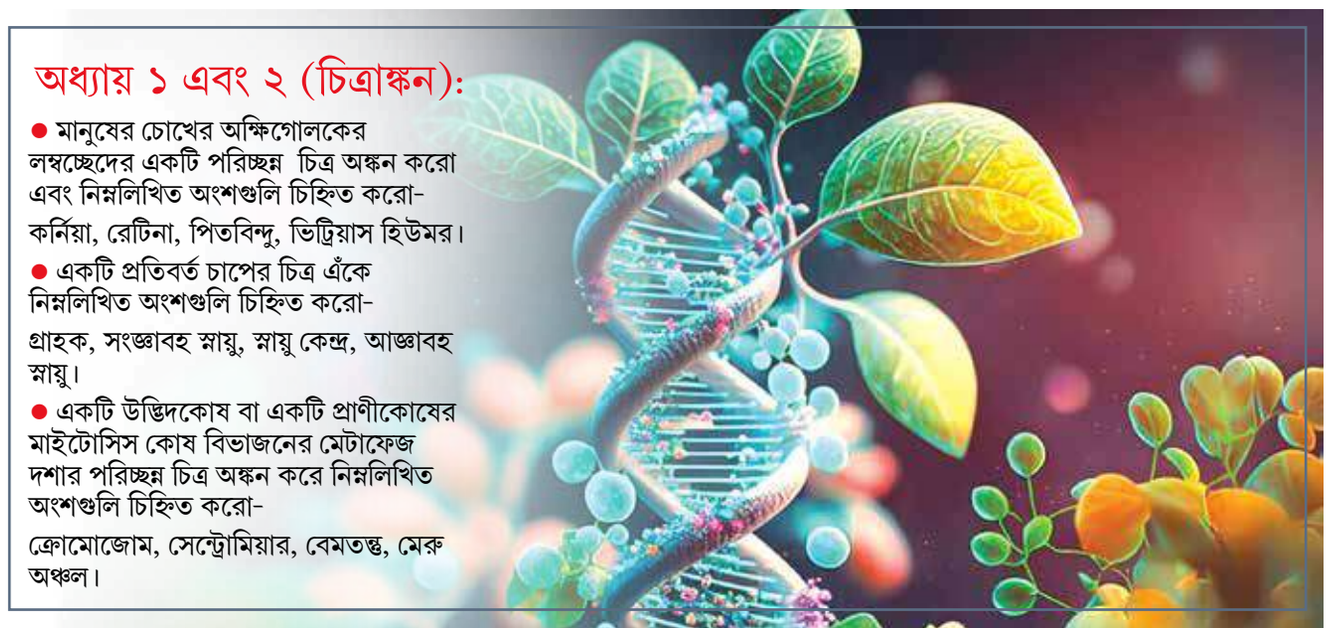

অধ্যায় ১ এবং ২ (চিত্রাঙ্কন):

- মানুষের চোখের অক্ষিগোলকের লম্বচ্ছেদের একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করো এবং নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো-
কর্নিয়া, রেটিনা, পিতবিন্দু, ভিট্রিয়াস হিউমর।
- একটি প্রতিবর্ত চাপের চিত্র এঁকে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো-
গ্রাহক, সংজ্ঞাবহ স্নায়ু, স্নায়ু কেন্দ্র, আজ্ঞাবহ স্নায়ু।
- একটি উদ্ভিদকোষ বা একটি প্রাণীকোষের মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশার পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো-
ক্রোমোজোম, সেন্ট্রোমিয়ার, বেমতন্তু, মেরু অঞ্চল।

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানে প্রস্তুতি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

দশম অধ্যায় :
তড়িৎপ্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

প্রশ্নমান 3

1.তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় সর্বদা সমপ্রবাহ ব্যবহার করা হয় কেন? ভোল্টামিটার কী?

2. তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো।

3. কপার তড়িদ্দ্বার ব্যবহার করে কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

4. প্ল্যাটিনাম তড়িদ্দ্বারের সাহায্যে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে তড়িদ্দ্বারে সংঘটিত বিক্রিয়াগুলি লেখো। এই তড়িৎ বিশ্লেষণে জলে সামান্য অ্যাসিড বা লবণ মেশানো হয় কেন?

5. তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে লোহার চামচের ওপর সিলভারের প্রলেপ দিতে তড়িৎ বিশ্লেষ্য, ক্যাথোড ও অ্যানোড রূপে কী কী ব্যবহৃত হয় ?

6. ধাতব তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণ এবং তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

7. দেখাও যে তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে বিজারণ ও অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

8. তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

9. NaCl-এর জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ হয় কিন্তু চিনির দ্রবণে হয় না কেন?

10. তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় গলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্যর দ্রবণে অসংখ্য ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন থাকলেও দ্রবণটি তড়িৎ-প্রশম হয় কেন?

সাজেশান ২০২৫

একাদশ অধ্যায় :
পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক শিল্পে অজৈব রসায়ন

প্রশ্নমান 2

1. কী ঘটে সমিত সমীকরণসহ লেখো : ফেরিক ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হয়।

2. রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে দেখাও যে, অ্যামোনিয়া ক্ষারধর্মী।

3. কী ঘটে যখন উত্তপ্ত সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া করানো হয়?

4. লাইকার অ্যামোনিয়ার বোতলকে খোলার আগে ঠান্ডা করে নেওয়া উচিত কেন?

5. রুপোর তৈরি অলংকার কিছুদিন ব্যবহারের পর কালো হয়ে যায় কেন?

6. সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে যে কালো রঙের অধঃক্ষেপ পড়ে তার নাম ও সংকেত লেখো।

7. নাইট্রোলিম প্রস্তুতির শর্ত ও বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো।

8. হাইড্রোজেন সালফাইডের বিজারণ ধর্মের বিক্রিয়ার উদাহরণ সমিত সমীকরণসহ লেখো।

9. ক্লোরিন জলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে কী ঘটে সমীকরণসহ লেখো।

10. কিপযন্ত্রে প্রস্তুত করা যায় এমন একটি গ্যাসের নাম করো। গ্যাসটির প্রস্তুতির বিক্রিয়ার সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো।

প্রশ্নমান 3

1. হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়ার শিল্প উৎপাদনের শর্ত ও বিক্রিয়ার সমীকরণটি উল্লেখ করো।

2. লা-ব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতি দ্বারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির শর্ত সহ সমীকরণ দাও।

3. স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির শর্ত সহ সমীকরণগুলি লেখো।

4. অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিডের শিল্প প্রস্তুতির নীতি ও সমীকরণ লেখো।

5. বজ্রপাতের ফলে নাইট্রোজেনের আবদ্ধীকরণের বিভিন্ন ধাপে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি লেখো।

6. পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতির নীতি, সমিত সমীকরণ ও গ্যাস সংগ্রহ পদ্ধতি লেখো।

7. নাইট্রোজেন গ্যাসকে শনাক্ত করবে কীভাবে? তরল নাইট্রোজেন কী?

8. অ্যামোনিয়া বায়ু অপেক্ষা হালকা তা একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করো।

9. কীভাবে প্রমাণ করবে যে হাইড্রোজেন সালফাইডে হাইড্রোজেন ও সালফার আছে?

10. পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস থেকে কীভাবে জলীয় বাষ্প, অ্যাসিড বাষ্প ও হাইড্রোজেন গ্যাস দূর করবে?

11. নেসলার বিকারক কী? রসায়নাগারে নেসলার বিকারকের গুরুত্ব লেখো।

দ্বাদশ অধ্যায় :
ধাতুবিদ্যা

প্রশ্নমান 2

1. 'সব আকরিকই খনিজ কিন্তু সব খনিজ আকরিক নয়' - ব্যাখ্যা করো।

2. খনিজ ও আকরিকের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

3. সংকর ধাতু ব্যবহারের সুবিধাগুলি লেখো।

4. অ্যামালগাম বা পারদ-সংকর কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

5. কপারের একটি ধাতু-সংকরের নাম লেখো। ওই ধাতু-সংকরের উপাদানগুলির শতকরা পরিমাণ লেখো।

6. থার্মিট পদ্ধতির নীতি বিক্রিয়াসহ লেখো।

7. থার্মিট মিশ্রণ ও প্রজ্বলক মিশ্রণ কী?

8. ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতি লোহায় মরচে পড়াকে কীভাবে ত্বরান্বিত করে?

9. Na, Mg, Ca প্রভৃতি ধাতুগুলিকে কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় না কেন?

10. অ্যালুমিনিয়াম পাতে মোড়া আচার বা চাটনি খাওয়া উচিত নয় কেন?

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

বিষয় :- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে তুমি কী কী সচেতনতার বার্তা দিতে চাও?

অরিজিৎ সরকার
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ
যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আমাদের আবেগকে। মাউসের ক্লিকের মতো আমাদের জীবন ছুটে চলেছে। ফলে একদিকে যেমন বাড়ছে ব্যস্ততা, অন্যদিকে কমেছে সামাজিক ও পারিবারিক যোগাযোগ।

আমরা কাছের বন্ধু হিসেবে বিজ্ঞানের আবিষ্কার স্মার্টফোনকে বেছে নিয়েছি। ইন্টারনেটের সংযোগে সামাজিক মাধ্যম আজ আমাদের নিত্যদিনে পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে। অবসরে আমরা হারিয়ে ফেলেছি ডায়েরি লেখা, গল্পের বই পড়া। এর পরিবর্তে হাতে তুলে নিয়েছি স্মার্টফোন। অক্টোপাসের মতো আমরা জড়িয়ে পড়ছি আট থেকে আশি সকলেই! ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপে মন মজেছে আমাদের।

নতুন বন্ধু বানানো, রিলস ভিডিও বানিয়ে পোস্ট, বিভিন্ন জানা-অজানা পেজ ও সাইটে মাউসের ক্লিকে আমাদের মন যেন মজে রয়েছে। তবে এর নেতিবাচক দিকগুলি হয়তো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ ও আর্থিক প্রতারণায় জড়িয়ে পড়ার খবর উঠে আসে সংবাদ শিরোনামে।

একজন সমাজসচেতন নাগরিক ও শিক্ষার্থী হিসেবে আমি সবার প্রথমে একটা কথা বলব, যাঁরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছেন তাঁদের বাস্তব সচেতন হয়ে উঠতে হবে। পরিচিত ছাড়া অচেনা বন্ধুত্বের আহবানে সাড়া দেওয়া চলবে না। কোনও লিংকে ক্লিক করার আগে ভালো করে অবগত হতে হবে, চমকপ্রদ বিজ্ঞানের দৌলতে গা ভাসিয়ে দেওয়া চলবে না। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় বা লটারি জেতার মতো বিজ্ঞাপনে ক্লিক করার আগে ভাবতে হবে আমাদের। বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্রোতে ভেসে গেলেও বিবেকের দাঁড়টি শক্ত করে ধরতে হবে। একজন সচেতন নাগরিকই পারে নিজের পাশাপাশি সবাইকে সুরক্ষিত রেখে রুচিশীল সমাজ গঠন করতে।

শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতিতে মাধ্যমিক ইংরেজি

পূর্বাশা সিনহা, *শিক্ষক*
শিলিগুড়ি

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, মাধ্যমিক একেবারে দোরগোড়ায় উপস্থিত। তোমাদের প্রস্তুতি এখন অবশ্যই চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু মৌলিক বিষয় তোমাদের স্মরণে রাখা দরকার। স্কুল জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা, তাই ভয় ভীতি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতি, মনঃসংযোগ এবং সর্বোপরি ইচ্ছাশক্তি থাকলে মাধ্যমিকে সাফল্যর বৈতরণি অনায়াসে অতিক্রম সম্ভব। নিয়মিত অনুশীলন-চর্চা আমাদের নিখুঁত করে তোলে। কারণ সাফল্যর কোনও শর্টকাট পথ নেই।

ইংরেজি বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভীতির উদ্রেক হলেও পদ্ধতিগতভাবে অগ্রসর হলে ইংরেজিতেও অঙ্কের মতো নম্বর পাওয়া শুধু সময়ের ব্যাবধান। ইংরেজির টেক্সট বই-এর মাত্র 4টি Prose ও 4টি Poem নিয়ে Seen Part যার টোটাল নম্বর 20। Prose-এর 1 মার্কস VSAQ ও 2 মার্কস SAQ নিয়ে মোট নম্বর 12

Poem-এর VSAQ ও SAQ নিয়ে মোট নম্বর 8। Seen Part-এর 20 নম্বর সবথেকে সহজ রিভিশন-এর মাধ্যমে।

Unseen Part-এর জন্যও বরাদ্দ নম্বর 20। MCQ 1x6=6; VSAQ (1+1)x3=6; SAQ 2 x4=8। প্রথমে Unseen Passage-টা দুই থেকে তিন বার পড়ে নেবে, তারপর পেন্সিল ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ লাইনগুলোকে আন্ডারলাইন করে নেবে। যার ফলে আনসার করার সময় খুব সহজেই সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করতে পারবে।

Grammer-এর 20 নম্বরের ক্ষেত্রে টেস্ট পেপার-এর কোনও বিকল্প নেই। প্রতিটা পেজের Grammar Portion-গুলো এখনই সমাধান করে নেবে।

Writing Skills-এর Biography Writing-এর জন্য কয়েকজন বিশেষ মানুষ ও মনীষীদের জীবনী অনুশীলন করে যাবে। এবছর আমরা বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মানুষকে চিরকালের মতো হারিয়েছি যেমন রতন টাটা, শ্যাম বেনেগল, মনমোহন সিং, জাকির হোসেন এঁদের সম্পর্কে পড়ে যাবে। Paragragh/Dialogue Writing/Report Writing-এর ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো যেমন চন্দ্রযান; T-20 ওয়ার্ল্ড কাপ এগুলো জেনে নিও।

Story Writing-এর জন্য story-গুলো কীভাবে পয়েন্ট থেকেই বড় করে লিখবে সেটায় জোর দিও। Title ও Moral ভালো করে মুখস্থ করে নিও।

সবাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খুব ভালো করে পরীক্ষা দাও। শুভেচ্ছা ও শুভাশিস রইল।

পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ো জীবনবিজ্ঞানে

২০২৪ মাধ্যমিকে রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র পুষ্কর রায় মোট ৯৬ শতাংশ এবং জীবনবিজ্ঞানে ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছে। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে জীবনবিজ্ঞানে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল পুষ্কর রায়।

আমার স্নেহের ভাইবোনেরা, আশা করি তোমরা ২০২৫ সালের মাধ্যমিকের জন্যে প্রস্তুত। তোমাদের জানাই অনেক অভিনন্দন। টেস্ট শেষ, মাধ্যমিকের আর মাত্র এক-দেড় মাসের মতো বাকি। তোমরা সকলেই পরীক্ষার শেষমুহূর্তের প্র্যাকটিসে মনোনিবেশ করেছ। এই সময় Exam Pressure, self doubt প্রভৃতি চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তবে এটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়, নিজের ওপর কঠোর অনুশাসন, আত্মসংযম বজায় রেখে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করে আসন্ন পরীক্ষায় নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার। এই সময় পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্র সমাধান করা।

আমার কথা বলতে, আমি সারাবছর জীবনবিজ্ঞানের জন্য তিনটি পাঠ্যবই যেমন খুঁটিয়ে পড়েছি, তেমনি প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনীর প্রতিটি ছোট-বড় প্রশ্ন বারংবার অভ্যাস করেছি, সঙ্গে প্রশ্নবিচিত্রাও সমাধান করেছি। টেস্টে আমার নম্বর এই বিষয়ে ততটা আশানুরূপ না হলেও আমি হাল ছাড়িনি। আমি বিষয়ের প্রতি আরও যত্নশীল হয়েছি। এক্ষেত্রে আমি স্কুলের শিক্ষক ও গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে অনেক সাহায্য ও টিপস পেয়েছি। তাঁদেরই কথামতো, টেস্টের পর থেকেই, আমি মাধ্যমিকের নতুন সময়সূচি অনুসারে রোজ সময় ধরে বাড়িতে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন টেস্ট পেপার থেকে একটি করে প্রশ্নপত্র সমাধান করেছি, যা আমাকে কেবল জীবনবিজ্ঞানে নয় প্রতিটি বিষয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে ২৫ মিনিট আগে লেখা শেষ করতে সাহায্য করেছে। এর ফলে পরীক্ষা হলে আমার একদম স্ট্রেস ছিল না বললেই চলে। জীবনবিজ্ঞানের মতো স্কোরিং বিষয়ে কেবল প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখলেই চলবে না, সঙ্গে উত্তরপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপনা করাও ভীষণভাবে জরুরি, এক্ষেত্রেও আমি প্রশ্নের মান ও চাহিদা অনুসারে ছবি উপস্থাপনের পাশাপাশি বিভিন্ন শব্দচিহ্নের প্রয়োগও করেছি।

টপার্স টিপস

সর্বোপরি, আমি বলব নিজের ওপর শেষমুহূর্ত অবধি আস্থা রাখতে, কারণ কবিও বলেছেন- 'হাল ছেড়ো না বন্ধু...'। একটি পরীক্ষাই হয়তো জীবনের শেষকথা নয়, তবে জীবনের প্রতিটি পরীক্ষাই কিছু না কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। আর এই অভিজ্ঞতাগুলিই জীবনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। তাই আমি সর্বদা 'Win or learn' এই মতবাদেই বিশ্বাস করি। কারণ ডারউইনও বলেছেন, 'Struggle for existance'। আশা করি, এটি তোমাদের সাহায্য করবে। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে অনেক শুভকামনা রইল।

পড়ার অভ্যাসও একপ্রকারের ব্যায়াম

নির্মাল্য বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পাঠের সঙ্গে পড়ুয়াদের কল্পনাশক্তির বিকাশের যে একটা নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে, তা স্বীকার করেছেন বহু বিশেষজ্ঞই। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন অন্তত আধ ঘণ্টাও যদি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা যায়, সে হোক নাটক-উপন্যাস-ছোটগল্প, কিংবা কবিতা-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, এর পুরোটাই কেবল আমাদের মনঃসংযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, তা-ই নয়, বরং বিশ্লেষণী ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও মানবিক চেতনার স্ফুরণ, তথা সার্বিকভাবে নিত্যদিনের জীবনে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রযুক্তির বিবর্তনের নিয়মে আজ স্বাভাবিকভাবেই ডিজিটাল জীবন এমন এক বাস্তবতা যার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যাতায়াত থেকে স্বাস্থ্য, যোগাযোগ থেকে শিক্ষা, সবেতেই সাইবার দুনিয়া ও ডিজিটালমাধ্যম এমন এক গতি এনেছে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আরও বেশি সুবিধাজনক, আরও বেশি মসৃণ করে তুলেছে। সময়ের সঙ্গে তথ্য ও প্রযুক্তির এই স্রোত যে আরও বেগবান হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আর এখানেই কোথাও খেই হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা। সমাজমাধ্যম, বিজ্ঞাপন ও প্রচারমাধ্যম আমাদের চারপাশে যে উপর্যুপরি তথ্যের সম্প্রচার করে চলেছে, এবং যেটা স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাজ, সেই তথ্যের ঠিক কতটা অংশ আমরা মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারছি, সেটাকে সময় দিচ্ছি, চিন্তা ও বিশ্লেষণ করছি, এবং সেই তথ্যকে ব্যবহার করে নতুন কোনও উদ্ভাবনী চেতনা আমাদের মধ্যে আসছে কি না, সেটা নিয়ে নিজেদের প্রশ্ন করা প্রয়োজন। চারপাশের অবিরাম তথ্য কেবল দু'চোখ-দু'কান ভরে নিয়ে নিলাম, মুহূর্তের মধ্যে নতুন শব্দ-ছবি এসে কয়েক সেকেন্ড আগেই যা দেখলাম-শুনলাম, তাকে ভুলিয়ে দিল, সেটাকে নিয়ে আর ভাবলাম না, এর সবটাই আমাদের কেবল এক তথ্যভুক জীবে পরিণত করছে, কিন্তু চিন্তাশীল প্রাণী হিসেবে মানুষের যে অবস্থান, সেখান থেকে ক্রমেই আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে।

আর ঠিক এখানেই নিয়মিত সাহিত্য পাঠ আমাদের সাহায্য করে। স্ক্রিনটাইমের বাইরে নির্ভেজাল কিছুটা সময় সারাদিনে যা দেখলাম, শুনলাম, সেটাকে বিশ্লেষণ করতে শেখায়। যা বইয়ের পাতায় (এমনকি ই-বুকেও) পড়ছি, যা সরাসরি আমার সামনে দৃশ্য বা শব্দ হয়ে হাজির হচ্ছে না, যাকে মাথা খাটিয়ে কল্পনা করতে হচ্ছে, শব্দের পর শব্দ, লাইনের পর লাইন একবার দু'বার পাঁচবার পড়ে, প্রয়োজনে কঠিন শব্দের মানে খুঁজে নিয়ে তবেই পড়তে-বুঝতে পারছি, সেই তথ্য আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও কল্পনাকে উসকে দেয়, আমাদের মনে রয়ে যায় বহুদিন। শরীরের ব্যায়ামের মতোই এটা যেন মনের একটা ব্যায়াম। তেপান্তরের মাঠ থেকে অ্যালিসের ওয়ান্ডারল্যান্ড, হগওয়ার্টস থেকে ফেলুদার ড্রয়িংরুম, সবকিছুই আমরা বইয়ের পাতা থেকে সরাসরি নিজেদের মনের মধ্যে নিজেদের মতো করে কল্পনা করতে পারি। সাহিত্যনির্ভর ফিল্মগুলো আমাদের সামনে যে দৃশ্য-শব্দের জগৎ এনে দাঁড় করায়, তা চিত্রপরিচালকের কল্পনার প্রতিফলন। কেমন হত, যদি তোমরাও নিজেদের মতো করে সেই দুনিয়া কল্পনা করতে পারতে, পর্দায় দেখার আগেই?

ছোট্ট তারা

দেশবন্ধুপাড়ার আদৃতা ঘোষ জলপাইগুড়ি হোলি চাইল্ড স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। ন্যাশনাল যোগ স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে সে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	০

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	৪
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৬
ও নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	০

মোটরকর্মী সংঘের দীপক প্রয়াত

ময়নাগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : নর্থবেঙ্গল মোটরকর্মী সংঘের জলপাইগুড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক দীপক সান্যাল মঙ্গলবার প্রয়াত হয়েছেন। ওইদিন রাতে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করলে তাঁকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতি খারাপ হলে জলপাইগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। সংগঠনের ময়নাগুড়ি শাখার সাধারণ সম্পাদক আবদুল গফুর বলেন, দীপক তিরিশ বছর ধরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ায় সংগঠনের ক্ষতি হল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। ময়নাগুড়ি পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটির বাসিন্দা ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে বাড়িতে রেখে গেলেন স্ত্রী সহ ছেলে ও মেয়েদের।

বন্ধুদের সঙ্গে

স্কুল থেকে ফেরার পথে। বুধবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রর তোলা ছবি।

জমি নিয়ে দড়ি টানাটানি

স্বপন-সরিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৮ জানুয়ারি : জেলা পরিষদের জমিতে নির্মীয়মাণ পুরসভার প্রকল্পকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলে দাবি করল অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। বিকাশ পরিষদের দাবি, যে জমিতে পুরসভার কাজ চলছে সেই জমিটি পাঁচ আদিবাসী ব্যক্তির নামে খতিয়ানভুক্ত। আদিবাসী সমাজের ব্যক্তিরা অভিযোগ জানায় আদিবাসী বিকাশ পরিষদকে। সেই অভিযোগের সূত্র ধরেই বিকাশ পরিষদ, মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা এবং কাউন্সিলার সরিতা গিরির নামে মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানায়। বুধবার ডাকযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিযোগপত্র পাঠানো হয়েছে।

তবে এই বিতর্কের পেছনে শাসকদলের এক কাউন্সিলারের ষড়যন্ত্র দেখছেন মাল পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সরিতা। এদিকে, স্বপনও বিকাশ পরিষদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'যাবতীয় নথি আছে পুরসভার কাছে। কোনও বেআইনি কাজ হয়নি।'

১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিতর্কিত জমিতে পুরসভার একটি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। রবিবারের হাটে ব্যবসায়ীদের বসার সুবিধার জন্য পুরসভার তরফে শেড তৈরির কাজ চলছে। তবে অভিযোগ, পুরসভা সেই জমিটিকে জেলা পরিষদের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের কাজ করছে। বিকাশ পরিষদের অভিযোগ, আসলে সেই জমিটি আদিবাসীদের জমি, যা বেআইনিভাবে পুরসভা দখল করেছে। যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। সেই অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, জলপাইগুড়ি জেলা শাসক, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে।

যদিও সরিতা জানান, সম্পূর্ণ কাগজপত্র এবং আইন মেনে পুরসভার দায়িত্বে এই কাজটি হচ্ছে। এই কাজটি সম্পন্ন হলে হাট ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে। সেইসঙ্গে এই প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে ৫ লক্ষ টাকা কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন সেই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার পুলিন গোলদারের বিরুদ্ধে। সরিতার অভিযোগ, সেই কাটমানির টাকা পুলিনবাবুকে দেওয়া হয়নি বলে তিনি এই কাজটি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে পুলিন বলেন, 'সরিতা এবং তাঁর স্বামী রমেশ দুজনেই সাসপেন্ডেড পুরপ্রধান স্বপন সাহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। স্বপনের চেয়ার বাঁচাতে তাঁর সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন, সঙ্গে আরও কিছু কাউন্সিলারও রয়েছেন। দল থেকে সাসপেন্ড হওয়া স্বপনকে বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা করছে তারা। আর আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীর আদেশ মেনে কাজ করছি।'

জমি বিতর্ক ঘিরে শাসকদলের তর্জায় আবারও গোষ্ঠীকোন্দলের ইঙ্গিত মালবাজার শহরে। তবে দলীয় তরফে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তৃণমূল কংগ্রেসের টাউন সভাপতি অমিত দে।

এই অভিযোগের বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন বলেন, 'এখনও অভিযোগের কপি পাইনি। সেটা পেলে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

লিখিত অভিযোগের বিষয়টি বৃহস্পতিবার খোঁজ নিয়ে দেখবেন এবং তারপর ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তরে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন মালের মহকুমা শাসক শুভম কুণ্ডল। এই অভিযোগের বিষয়ে বিজেপির মাল বিধানসভা আহ্বায়ক রাকেশ নন্দীর বক্তব্য, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে আদিবাসীদের জমিতে নির্মাণকাজ করছে পুরসভা। প্রশাসনের তরফ থেকে তদন্ত করে সঠিক পদক্ষেপ করা উচিত। যদিও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এদিন নিজে ওই এলাকায় গিয়েছিলেন এবং আশপাশের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন।

যা ঘটেছে

■ ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিতর্কিত জমিতে পুরসভার একটি প্রকল্পের কাজ চলছে

■ অভিযোগ, পুরসভা সেই জমিটিকে জেলা পরিষদের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের কাজ করছে

■ বিকাশ পরিষদের দাবি, সেটা আদিবাসীদের জমি, বেআইনিভাবে পুরসভা দখল করেছে

■ এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ

■ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্বপন ও সরিতা

> যাবতীয় নথি আছে পুরসভার কাছে। কোনও বেআইনি কাজ হয়নি।
>
> **স্বপন সাহা**

দিনহাটা থেকে ধূপগুড়িতে গাঁজা

অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজন রাজমিস্ত্রি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এবার কোচবিহার জেলার দিকে নজর তদন্তকারী পুলিশ দলের। ধৃতদের পুলিশ রিমান্ডে এনে একটানা জেরা চালাচ্ছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। তাদের থেকে বেশ কিছু তথ্যও মিলেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ কোনও তথ্যই প্রকাশ্যে আনাতে নারাজ।

সোমবার ধূপগুড়ি স্টেশন মোড় এলাকায় ধূপগুড়ি থানার টহলদারি পুলিশ ভ্যান চার তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কথায় অসংগতি মিলতেই তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালায়। তখনই চার তরুণের মধ্যে তিনজনের ব্যাগ থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ২১ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

ধৃতরা জানিয়েছে, গাঁজার প্যাকেটগুলি দিনহাটা থেকে ধূপগুড়ি নিয়ে আসা হয়েছিল। পরবর্তীতে ট্রেনে করে দক্ষিণবঙ্গের মধ্যমগ্রামে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। প্রশ্ন উঠছে, কোচবিহারের দিনহাটা থেকে গাঁজাগুলি নিয়ে আসা হলেও মাঝে এত থানা থাকলেও কারও নজরেই পড়ল না? নাকি তল্লাশিতে ঢিলেঢালা থাকাতেই অনায়াসে ধৃতদের হাত ধরে ৮৮ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ২১ কিলোগ্রাম গাঁজা ধূপগুড়ি পর্যন্ত চলে এল? একাধিক প্রশ্ন থাকলেও পুলিশ নিশ্চুপ রয়েছে।

ধূপগুড়ি থানার তদন্তকারী পুলিশ দলের কথায়, ধৃতদের ছয়দিনের পুলিশ রিমান্ডে আনা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। বেশ কিছু তথ্য উঠে এসেছে। তরুণরা নিজেরাই গাঁজাগুলি কিনে মধ্যমগ্রামে নিজের এলাকায় নিয়ে যাচ্ছিল। এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তাও খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। এমনকি দিনহাটার কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা আনা হয়েছে, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের বক্তব্য, কোচবিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কোথা থেকে এবং কীভাবে আনা হয় ও কারা জড়িত সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর আগেও এমন কোনও চক্র ছিল কি না সেটাও দেখা হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে পুলিশ তদন্ত করছে। জেলাজুড়ে প্রতিটি থানার পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছে।

গাঁজার বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ কড়া অভিযানে নেমেছে। গত কয়েকদিন আগে ধূপগুড়ি ব্লকের বেশ কয়েকটি জায়গায় গাঁজা গাছ কেটে দেওয়া হয়েছিল। এবারে ময়নাগুড়িতেও অভিযান চালানো হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত চারজনের মধ্যে তিনজন রাজমিস্ত্রির কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেই কাজেই মধ্যমগ্রাম থেকে উত্তরবঙ্গে কাজের জন্য এসেছিল তারা। কিন্তু বাড়ি ফেরার নামে এই পাচারচক্র অনেককেই ভাবাচ্ছে।

ঘটনাক্রম

■ সোমবার ধূপগুড়ি স্টেশন মোড়ে চার তরুণকে আটক

■ কথায় অসংগতি মিলতেই সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি

■ চার তরুণের মধ্যে তিনজনের ব্যাগ থেকে গাঁজা উদ্ধার

■ ২১ কিলোগ্রাম গাঁজা মধ্যমগ্রামে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল

■ ধৃতদের ছয়দিনের পুলিশ রিমান্ড

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

মালির বাগানে বেহাল রাস্তা

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কাগজে-কলমে পাকা রাস্তা। কিন্তু রাস্তা থেকে অনেকদিন আগে পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। রাস্তা মেরামতির জন্য কাউন্সিলারকে একাধিকবার জানিয়েছেন বাসিন্দারা। কিন্তু পরিস্থিতি বদলায়নি।

বাসিন্দা মিহির ভৌমিক বলেন, 'প্রায় তিন বছর ধরে আমাদের পাড়ার রাস্তাটি খারাপ হয়ে রয়েছে। এজন্য পাড়ার ভেতরে টোটো ঢুকতে চায় না।' এমন বেহাল রাস্তা নিয়ে সমস্যায় জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের মালির বাগান এলাকার বাসিন্দারা। প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তার পুরোটাই ভাঙা। পিচের চাদর উঠে পাথর বেরিয়ে গিয়েছে। কিছু জায়গায় তৈরি হয়েছে গর্ত। কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি বলেন, 'ওয়ার্ডের একাধিক সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে এর আগে কদমতলায় অবস্থানে বসেছিলাম। এর মধ্যে এই রাস্তাটি ছিল। তিন বছর ধরে পুর কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিলেও রাস্তা সংস্কার হয়নি।

ময়নাগুড়ি

রাস্তা ধসে পড়ায় ভোগান্তি

ময়নাগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কালভার্ট সংলগ্ন পাকা রাস্তা ধসে পড়ায় চরম ভোগান্তির শিকার নাগরিকরা। ফলে ওই পথে যানবাহন চলাচল বন্ধ। এভাবেই বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কর্তৃপক্ষের হেলদোল নেই। এখানেই শেষ নয়। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বসতবাড়িরও বেশ ক্ষতির সম্মুখীন। এই পথে টোটো সহ কোনও যানবাহন এখন চলাচল করে না। ময়নাগুড়ি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড পেটকাটির ঘটনা। নাগরিকরা বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও সুফল পাননি।

বাসিন্দা বিপ্রদাস ভট্টাচার্য বলেন, 'ভাঙনের পাশে আমার বসতবাড়ি। আমার শৌচাগার ভেঙে পড়েছে। বসবাসের ঘরটিও খুবই বিপদের মুখে রয়েছে। বর্ষা এলেই ভেঙে পড়বে ঘর।' স্থানীয় বাসিন্দা সরস্বতী মাহাতোর কথায়, 'এক বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। রাস্তা বিপজ্জনকভাবে ভেঙে রয়েছে। কেন মেরামতির কাজ করা হচ্ছে না জানি না। স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্তী রায়ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রিম্পা রায় বলেন, 'সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাটি ধসে পড়ায়।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'এটা টেন্ডার করার প্রক্রিয়া চলছে। অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ শুরু করে দেওয়া হবে বলেই আমরা আশাবাদী।'

তথ্য: সৌরভ দেব এবং বাণীব্রত চক্রবর্তী

মঞ্চ মাতিয়ে রাখলেন সঞ্জীব

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৮ জানুয়ারি : মাল অ্যাক্টোওয়ালার পরিচালনায় ও ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় চতুর্দশ বর্ষ নাট্য উৎসবের বুধবার ছিল শেষ দিন।

বুধবার মালবাজারের রবীন্দ্র ভবনে 'চাকদহ নাট্যজনের' জনপ্রিয় নাটক 'মালা ও মলি' অভিনীত হল। অভিনয়ে ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা সঞ্জীব সরকার। অভিনেতার কথায়, 'মালবাজারের উপর দিয়ে অনেকবারই নানা জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু থিয়েটারের জন্য এই প্রথম মাল শহরে আমার আসা। এখানকার আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ। অ্যাক্টোওয়ালার থিয়েটার শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইকে স্যালুট করি।' সেইসঙ্গে আগামী প্রজন্মের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'যারা থিয়েটারে আসতে চাও, মন দিয়ে কাজ করতে চাও তাদের ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ।'

এবছর নাট্য উৎসব থেকে শহরবাসী অনেক কিছু পেয়েছেন বলে দাবি করলেন ডুয়ার্সের নাট্যজগতের অন্যতম সুধাংশু বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'আমাদের এই উৎসবে প্রতিটি নাট্যদলই তাদের সেরাটা নিয়ে এসেছে। আশা করি, আগামী বছর আরও ভালো নাটক উপহার দিতে পারব। পাশাপাশি সঞ্জীব সরকারের জনপ্রিয়তা নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। তিনি যে শ্রেষ্ঠ সেটা তিনি নিজেই প্রমাণ করেছেন বারবার।' সঞ্জীববাবুর অভিনয় চাক্ষুষ করতে পেরে আপ্লুত নাট্যজগতের নবপ্রজন্মের অভিনেতা উৎসব মজুমদার। তাঁর কথায়, 'সঞ্জীববাবুর মালা ও মলি দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আজকে তা পূরণ হল।' এদিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ষষ্ঠ বছর অ্যাক্টোওয়ালা নাট্য সম্মান দেওয়া হল ডুয়ার্সের বিশিষ্ট অভিনেতা পল্লব বসুকে। সম্মানিত পল্লববাবু বললেন, 'অভিনয় জীবনে প্রতিটি স্বীকৃতি আমাদের সৃষ্টির সম্মান।'

নাট্যোৎসবের সমাপ্তি

অভিনেতা সঞ্জীব সরকার।

কর্মশালা

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বুধবার জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজের এডুকেশন বিভাগের তরফে কর্মশালার আয়োজন করা হয় কলেজের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে। প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়, রাজগঞ্জ ও এসি কলেজের পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছিলেন। বিল্ডিং ফাউন্ডেশন অফ রিসার্চ আ স্টেপ বাই স্টেপ গাইড ফর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস বিষয়টির ওপর কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডঃ রূপনার দত্ত আলোচনা করেন। প্র্যাকটিকাল স্টেপ অফ রিসার্চ নিয়ে আলোচনা করেন এসি কলেজের লাইব্রেরিয়ান ডঃ সামিন আকতার মুন্সি।

মূল্যবৃদ্ধির বাজারে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

আগে ঘরের কাজকর্ম সেরে বাড়ির মা-কাকিমারা জমিয়ে আড্ডায় বসতেন। এখন সেই সময় কোথায়? এখন শুধুই ছুটে চলা। কখনও সংসারের চাহিদা পূরণে, কখনও ছেলেমেয়ের জন্য, কখনও বা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে। সেখানে কোন মলে কী অফার দিচ্ছে সেই গল্পটা গুরুত্ব পায় না। লিখলেন বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : আগে হালকা শীতের আমেজে বাড়ির সামনে কিংবা পালা করে কারও বাড়িতে বসত গল্পের আসর। এখন গল্প তো দূর, বরং পরিবারের ছোট থেকে বড় সকলের ব্যস্ততা তুঙ্গে। এখন আর উঁকি দিয়ে পাশের বাড়ির বৌদির খবর নেওয়া কাকিমার রোজনামচায় নেই। জীবন যেন সুপার ফাস্ট গাড়ির মতো, কত আগে গন্তব্যে পৌঁছানো যায় সেই চেষ্টাই সবাই করছেন, বলছিলেন ময়নাগুড়ি পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পাপড়ি চৌধুরী।

পাপড়ির মতে, আজকের দিনে শখ করে কাউকে কিছু রেঁধে খাওয়ানো, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ। কারণ, অবশ্যই মূল্যবৃদ্ধি। তবে স্বাবলম্বী হওয়ার কোনও বিকল্প নেই। সব সামলে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন শিশুদের স্কুল। সেটাও আলাদা একটা বড় সংসার পাপড়ির। আর তাই গল্পের আসর তো দূর, প্রয়োজনে পরের দিনের ঘরের কাজও আগের রাতেই সেরে ফেলেন পাপড়ি। এমনকি পরের দিনের খাবারে কী কী পদ থাকবে সেটাও আগের রাতেই ভেবে রাখেন তিনি।

পাপড়ির স্বামী সমীররঞ্জন চৌধুরী সমগ্র শিক্ষা মিশনের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। বড় ছেলে সৌপর্ণ চৌধুরী কোলাঘাট ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্টের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। ছোট ছেলে সপ্তপর্ণ ময়নাগুড়ি হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। ছেলেদের স্কুল-কলেজে পাঠিয়ে বাড়ির কাজকর্ম সেরে সকাল দশটায় বেরিয়ে পড়েন। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। পরের দিনের রান্না আগের রাতেই শেষ করা ছাড়া উপায় নেই।

পাপড়ি বলছিলেন, ছেলেদের লেখাপড়ার খরচ, পারিবারিক খরচ জোগাড় করতে হিমসিম অবস্থা পরিবারের। ভালো কিছু রান্না করে খাওয়া সেও তো সহজ নয়। তেল থেকে মশলাপাতির দামও রীতিমতো আকাশছোঁয়া। চিংড়ি পোস্ত, ঝিঙে পোস্ত বা পনির পোস্ত এখন আর খুব বেশি রান্না হয় না। হবে কী করে? পোস্ত দেড় থেকে দু'হাজার টাকা কিলোগ্রাম। সব মশলাতেই যেন আগুন। হলুদ থেকে জিরে সবই ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম। আর সর্ষের তেল প্রতি লিটার ১৬০ থেকে ১৭০ প্রতি লিটার। জলটুকুও আজকাল কিনে খেতে হয়। সবেতেই দেদার খরচ। তাই পাপড়ি, ওঁর স্বামী সমীর কিংবা পাশের বাড়ির বৌদি মৌসুমির কাছে খাওয়াদাওয়া এখন শখ-শৌখিনতার বাইরে। শুধু ছেলেমেয়েদের যতটা বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য ছোটা। সেই ছুট যেন অন্তহীন।

পাপড়ির মতো অনেকেই রয়েছেন, যাদের কাছে টিভি সিরিয়াল কিংবা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ডুব দেওয়ার অবসর নেই। পাড়ার মা-মাসি-কাকিমা কিংবা বৌদিদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করা দূর অস্ত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অর্থ রোজগারের চেষ্টায় ছুটে বেড়ানোই প্রধান লক্ষ্য।

পাপড়ির কথায়, 'সূর্য উঠলেই যেন ডুবে যায়। সময় কোথা দিয়ে গড়িয়ে যায় কখনো-কখনো টেরই পাই না। একটু ভালো থাকার কঠিন লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। সাফল্য আসবেই দৃঢ় বিশ্বাস। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশছোঁয়া দামের প্রতিকার হওয়া জরুরি।'

নিজের হেঁশেলে গৃহবধূ পাপড়ি চৌধুরী।

স্টেশন বাজারে শৌচালয় সমস্যা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : পান্ডাপাড়া থেকে মেয়েকে নিয়ে স্টেশন বাজারে এসেছেন সৌরভ দাস। শাক, সবজি, মাছ কিনে ফল নেওয়ার দোকানে দাঁড়ালে মেয়ে তাঁকে বলে বাথরুমে যাবে। সৌরভ একটি দোকানে গিয়ে শৌচালয়ের খোঁজ করতেই অস্বস্তিতে পড়ে যান দোকানদার সজল রায়। বললেন, 'দাদা কী বলব! এই এলাকায় ভালো শৌচালয় নেই। যদি চান তো প্লাস্টিক ঘেরা ওই জায়গাটায় নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু যা অবস্থা, না যাওয়াই ভালো।'

এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। আজ পর্যন্ত সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ রয়েছে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে। প্রতিদিন হাজারেরও বেশি মানুষের আসা-যাওয়া জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন সংলগ্ন স্টেশন বাজারে। একটি শৌচালয় বাজার কমিটি গড়ে তুললেও সেটার জন্য নেই উপযুক্ত নিকাশিনালা। যেটি রয়েছে সেটাকে শৌচালয় বলাও বেশ মুশকিল।

কাশিয়াবাড়ি থেকে আসা ব্যবসায়ী চাঁদনি সরকারের কথায়, 'আমরা সকালে আসি, যেতে যেতে বিকেল। খুব অসুবিধা হয়। শৌচালয়ের নামে যেটা রয়েছে, সেখানে যাওয়া যায় না।'

জলপাইগুড়ি

স্টেশন বাজার কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জয়ন্ত কর বলেন, 'আমরা পুরসভাকে অনেকবার বলেছি এখানে একটা শৌচালয় এবং নিকাশিনালা বানানোর জন্য। আজ পর্যন্ত তা হয়নি।'

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল জানান, বাজারটি রেলের জমিতে আছে কি না, দেখতে হবে। থাকলে পুরসভা কিছু করতে পারবে না। আর অন্যভাবে বাজার সংলগ্ন কোনও এলাকায় শৌচালয় তৈরি করা যায় কি না, তা তাঁরা দেখবেন।

এল যে শীতের বেলা...

শীতের সকালে দোমোহনিতে ছবিটি তুলেছেন শুভদীপ শর্মা।

প্রীতীশের জীবনাবসান

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি : চলে গেলেন সাংবাদিক প্রীতীশ নন্দী। যদিও তাঁর আরও অনেক পরিচয়। তিনি কবি, চলচিত্র নির্মাতা। রাজনীতিবিদও। রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছিলেন শিবসেনার টিকিটে। দক্ষিণ মুম্বইয়ের বাসভবনে বুধবার হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৭৩। সন্ধ্যায় তাঁর শেষকৃত্যও হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রীতীশের অভিন্ন হৃদয়বন্ধু অভিনেতা-রাজনীতিবিদ অনুপম খেরের পোস্টে মৃত্যুসংবাদটি জানাজানি হয়।

ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'র সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়েছিল প্রীতীশের। তবে সম্পাদনা করেছেন 'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট', 'ফিল্মফেয়ার' পত্রিকার। বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লিখেছেন দীর্ঘদিন। ছিলেন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার পাবলিশিং এডিটর। সাংবাদিক সত্তার পাশাপাশি কাব্যচর্চার জন্য পরিচিত ছিলেন। ইংরাজিতে প্রায় ৪০টি কবিতার বই আছে তাঁর। বেশকিছু সিনেমা প্রয়োজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাঙালি হলেও তাঁর জন্ম, বড় হওয়া ও সমস্ত রকম কাজ ভিনরাজ্যে। বিহারের ভাগলপুরে জন্ম। সংবাদ ও সংস্কৃতি জগতে বহুমুখী কাজের অধিকারী ছিলেন প্রীতীশ।

তিরুপতিতে পদপিষ্ট ছয়

অমরাবতী, ৮ জানুয়ারি : তিরুপতি দর্শনে গিয়ে আর ফেরা হল না। ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৬ জনের। বুধবার সন্ধ্যায় ওই দুর্ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) থেকে শুরু হবে ১০ দিনের বৈকুণ্ঠদ্বার দর্শন। সেজন্য টিকিট সংগ্রহ করতে সকাল থেকে লম্বা লাইন পড়েছিল মন্দিরের বাইরে। সন্ধ্যায় টোকেন বিলির ঘোষণা হতেই সেই লাইনে প্রবল বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। ওই ঘটনার সময় প্রায় ৪০০০ পুণ্যার্থী লাইনে ছিলেন। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় তিরুপতি মন্দির। ভক্ত সংখ্যার নিরিখে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু বুধবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ও এই ঘটনা ঘটে।

মেটা'র পলিসি বদলে বিশ্বজুড়ে বিতর্ক

প্রান্তিক লিঙ্গভুক্তদের প্রতি কটূক্তিতে সায়

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : প্রত্যেক বছর 'মেটা' তার পলিসিতে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আনে। এবার যে পরিবর্তনটি এনেছে তাতে ইতিমধ্যেই চক্ষু চড়কগাছ নেট-নাগরিকদের। মেটার অধীনে থাকা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম কিংবা থ্রেডসে এখন থেকে সমকামীদের উদ্দেশে 'মানসিক অসুস্থ' কিংবা যে কোনও ধরনের কটূক্তি হলে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবে না মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থাটি।

ব্যাপারটা কী? ধরা যাক কোনও ব্যক্তি ফেসবুকে সমকামীদের (এলজিবিটিকিউ কমিউনিটি) উদ্দেশে কটূক্তি করে কোনও পোস্ট করলেন। এবার সেই পোস্টটি আপত্তিজনক বলে রিপোর্ট করতে গেলেন কেউ। কিন্তু ফেসবুকের এই নয়া পলিসিতে অভিযোগকারী অভিযোগটাই করতে পারবেন না। কারণ রিপোর্ট সেকশনে সেই অপশনটাই আর মিলবে না।

শুধু সমকামীদের ক্ষেত্রেই নয়, মহিলাদের উদ্দেশে যদি কেউ কুরুচিকর মন্তব্য করে, আর সেই মন্তব্যের মাধ্যমে যদি মহিলাদের 'বস্তু' হিসেবে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, সেক্ষেত্রেও মেটা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। পাশাপাশি তথ্য যাচাই, লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে কটূক্তি সহ লিঙ্গভিত্তিক আলোচনায় যে বিধিনিষেধ এতদিন ছিল, মেটা সেগুলি তুলে নেওয়ায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

মেটার মুখ্য আধিকারিক জোয়েল কাপলান এই বদল সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, 'যেসব কথা টিভিতে কিংবা জমায়েতে বলা যায়, তা আমাদের প্ল্যাটফর্মে বলা-করা যাবে না, এটা ঠিক নয়।' সম্প্রতি সংস্থার কর্ণধার মার্কের কণ্ঠে এরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে।

শুধু এটাই নয়। মেটা তার সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্দেশের ক্ষেত্রেও আপডেট এনেছে। 'বিদ্বেষমূলক আচরণ' নীতিতেও উল্লেখযোগ্য বদল ঘটানো হয়েছে। বিশেষত অভিবাসন ও লিঙ্গভিত্তিক আলোচনার বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা বলেছে সংস্থাটি। তৃতীয় লিঙ্গ, যৌনতা সহ এই ধরনের বিষয়গুলিতে কিছু সাধারণ শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছে মেটা।

মেটার পলিসি বদলে রূপান্তরকামী বা সমকামীদের মানসিকভাবে অসুস্থ হিসাবে চিহ্নিত করার অনুমতি দিয়ে দেয়। বেশ কিছু গণমাধ্যম অনুরোধ জানালেও মেটা বিষয়টি নিয়ে বিন্দুমাত্র উদারতা দেখায়নি। মহিলাদের 'সম্পত্তি' হিসাবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা মানা হত, তা-ও সরিয়ে নিয়ে যায় মেটা।

এলজিবিটিকিউ প্লাস কমিউনিটির মিডিয়া অ্যাডভোকেসি গ্রুপ 'গ্ল্যাড' মেটার এই নীতি বদলের নিন্দা করেছে। এ ব্যাপারে গ্ল্যাডের সভাপতি সারা কেট এলিস বলেছেন, 'এমন বিদ্বেষমূলক মন্তব্য আটকানোর বদলে সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী সহ অন্য প্রান্তিক লিঙ্গগোষ্ঠীর প্রতি অমানবিক আচরণে সবুজ আলো দেখাচ্ছে মেটা।'

নীরবতা

- শুধু সমকামী নয়, মহিলাদের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করলে নীরব থাকবে মেটা
- তথ্য যাচাই, লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে কটূক্তি, লিঙ্গভিত্তিক আলোচনার বিধিনিষেধও তুলে নেওয়া হল
- ফলে গোটা বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে তুমুল বিতর্ক
- 'বিদ্বেষমূলক আচরণ' নীতিতেও উল্লেখযোগ্য বদল ঘটানো হয়েছে। বিশেষত অভিবাসন ও লিঙ্গভিত্তিক আলোচনার বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা বলেছে
- তৃতীয় লিঙ্গ, যৌনতা সহ এই ধরনের বিষয়গুলিতে কিছু সাধারণ শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছে মেটা

"যেসব কথা টিভিতে কিংবা জমায়েতে বলা যায়, তা আমাদের প্ল্যাটফর্মে বলা-করা যাবে না, এটা ঠিক নয়।

জোয়েল কাপলান
মুখ্য আধিকারিক, মেটা

পিছিয়ে ধূপগুড়ি পুরসভা

প্রথম পাতার পর

কর আদায়ের এই দুরবস্থার জন্যে বর্তমান পুর কর্তৃপক্ষের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে পুরসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপির ধূপগুড়ি টাউন মণ্ডল সভাপতি কৃষ্ণদেব রায় বলেন, 'নাগরিকরা পুরসভা থেকে কোনও পরিষেবা পান না বলেই পুরকর দিতে চান না। আবাস যোজনা, পানীয় জল, আবর্জনা, কাউন্সিলার সব ক্ষেত্রেই ধূপগুড়ি পুরবাসীর সঙ্গে প্রতারণা হচ্ছে। এমন পুরসভার কর আদায়ের নৈতিক অধিকার নেই।'

কর নিয়ে পুরসভার সমস্যার শিকড় অনেকটাই গভীরে। চলতি আর্থিক বছর বাদ দিলে ২০০২ সালের পুরসভা সূচনা থেকে গত বছর পর্যন্ত বকেয়ার জের এই মুহূর্তে প্রায় দুই কোটি টাকা। সেই টাকার কতটা বাস্তবে আদায় সম্ভব তা নিয়ে পুরসভার অন্দরেই সন্দেহ রয়েছে। সেই মোটা বকেয়া না হোক আপাতত বাৎসরিক আদায় নিয়মিত করতে মরিয়া পুর কর্তৃপক্ষ। তবে চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরও প্রায় ৭২ লাখ টাকা বকেয়া কর আদায় করা যাবে কি না তা নিয়েই আপাতত চিন্তার ভাঁজ পুরকর্তাদের কপালে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি মাসে ১৩ লক্ষ টাকার বেশি অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বাবদ খরচ করতে হয় নিজস্ব তহবিল থেকে। সেই হিসেবে বছরে দেড় কোটি টাকারও বেশি শুধু বেতন দিতে প্রয়োজন হয় পুরসভার।

ধূপগুড়ি পুর প্রশাসন ও আধিকারিকদের মাথাব্যথার আরেকটি কারণ, মার্চের মধ্যে চলতি বছরের বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব না হলে এপ্রিল শুরু হতেই ফের নতুন করে পরের আর্থিক বছরের আদায়ের চাপ আসবে।

সূত্রের খবর, পুরসভা থেকে কোনও সার্টিফিকেট পেতে হলে আগে পুরকর প্রদানের রসিদ দেখাতে হচ্ছে নাগরিকদের। এনিয়ে অনেকে ক্ষোভও প্রকাশ করছেন। তবে কেউ দীর্ঘদিনের বকেয়া পুরকর পরিশোধের ইচ্ছে প্রকাশ করলে তাঁকে বিশেষ ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। সবমিলে যা দাঁড়ায় তাতে নিজস্ব তহবিল ভরাতে পুরকর আদায়ের লক্ষমাত্রা পূরণে আপাতত নাজেহাল দশা ধূপগুড়ি পুরসভার।

আজ বৈঠক

নাগরাকাটা, ৮ জানুয়ারি : আর্থিক সংকটের কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল মালিকপক্ষ। এর জেরে কয়েক সপ্তাহের মজুরি বকেয়া পড়ে আছে। বন্ধ হয়ে আছে স্বাভাবিক কাজকর্মও। সমস্যা সমাধানের জন্য পরিচালকরা একজন অংশীদার খোঁজার চেষ্টা চালালেও তা এখনও পর্যন্ত সফল হয়নি। সব মিলিয়ে ফের বিপর্যয়ের কালো মেঘ রেডব্যাংক ও ধরণীপুর চা বাগানের আকাশে। শ্রমিকরা বুঝে উঠতে পারছেন না বাগান খোলা নাকি বন্ধ। পরিস্থিতি যে জটিল হয়ে উঠছে আঁচ করে বৃহস্পতিবার শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে নিয়ে আলাদা করে বৈঠক ডেকেছে শ্রম দপ্তর।

দুই বাগানের কর্ণধার সুশীল পাল বুধবার বিকেলে বলেন, 'বাগান ছাড়িনি। সেই ভাবনা এখনও আমার নেই। আমি শ্রমিকদের পাশেই রয়েছি। সমস্যা সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দেখা যাক কী হয়।'

বাবলা খুনে

প্রথম পাতার পর

কার কোথায় ফ্ল্যাট তৈরি হবে? কে কোথায় জমি বিক্রি করবেন, সেই সবই তারা দেখভাল করতেন। কে কত ফ্ল্যাট তৈরির হপ্তা নেবেন এনিয়েই লড়াই হত। পুরোটাই টাকার লড়াই জমির লড়াই।

হাই প্রোফাইল খুনে গ্রেপ্তারির আগের পর্বেও ছিল টানটান উত্তেজনা। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে ৫৪ মিনিটে নন্দুকে জেরা শুরু হয়েছিল। দুলাল সরকারের খুনের ঘটনায় রাতভর ম্যারাথন জেরা শেষে বুধবার নরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তের সূত্রে মালদা টাউন তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও তাঁর দুই ভাই ধীরেন্দ্রনাথ এবং অখিলেশকে তলব করে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে তিনজন ইংরেজবাজার থানায় আসার পর শুরু হয় ম্যারাথন জেরা। জিজ্ঞাসাবাদ শুরুর বেশ কিছুক্ষণ পর প্রথমে থানায় আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। রাত পৌনে দশটা নাগাদ ঢোকেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব।

পুলিশসূত্রে খবর, দুলাল সরকার খুনের ঘটনায় ধৃত এক পান্ডার কল ডিটেইলসের সূত্র ধরেই তিওয়ারি ভাইদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়। বেশ কিছু সিসি ক্যামেরার ফুটেজও তদন্তে উঠে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই বুধবার ভোরে বাড়ি থেকে তুলে আনা হয় স্বপন শর্মাকে। রাতভর জেরা শেষে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ থানা থেকে বেরোন জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা।

কিন্তু কেন এই হত্যাকাণ্ড? নেপথ্যে রাজনীতি, তোলাবাজির লড়াই নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতা? প্রশ্নটা বড় আকার নিচ্ছে রাজনৈতিক মহলেও। ওই গ্রেপ্তারির খবর বিদ্যুতের গতিতে শহরে ছড়িয়ে পড়ে। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইংরেজবাজার থানা সহ আদালত চত্বরে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। বুধবার দুপুর আড়াইটেয় জেলা আদালত চত্বরে থিকথিকে ভিড়ের মধ্যে বিশাল পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে কোর্টে ঢোকে পুলিশের গাড়ি। সকলের চোখ তখন কালো গাড়িটার দিকে। অনেকেই আবার মোবাইলে ভিডিও রেকর্ডিংয়ে ব্যস্ত। ভিড় সরিয়ে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে দুলাল সরকার খুনের অভিযোগে ধৃত নরেন্দ্রনাথ ও স্বপন শর্মাকে।

গত ২ জানুয়ারি, মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার দুলাল ওরফে বাবলা সরকারকে বাইকে করে আসা চার দুষ্কৃতী ৪ রাউন্ড গুলি চালায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় তৃণমূল নেতার। ওই খুনের নেপথ্যে তাঁর স্ত্রী চৈতালি সরকার দাবি করেছিলেন, একাধিক ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন দুলাল। সোমবার রাতে ঘটনাস্থলে যায় ফরেন্সিক দল। তারা বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। তারপর মঙ্গলবার ওই মামলার তদন্তে তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর দুই ভাইকে থানায় ডাকে পুলিশ।

অর্থ বিভাগের দরজা বন্ধ করে নথি যাচাই

মাল পুরসভায় অডিট টিম

মালবাজার, ৮ জানুয়ারি : মঙ্গলবার দুপুরে মাল পুরসভায় প্রাথমিক পরিচয়পর্ব সেরে ফিরেছিলেন স্পেশাল অডিট টিমের আধিকারিকরা। বুধবার সকালে পুরসভার গেট খুলতেই হাজির তিন সদস্যের অডিট টিম। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত টানা নথিপত্র খতিয়ে দেখেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

প্রথম দিন পুরসভায় চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দলটি সোজা চলে যায় পুরসভার অর্থ বিভাগে। সেখানে প্রায় দু'ঘণ্টা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে যায় দলটি। বুধবার সকাল এগারোটায় পুরসভায় প্রবেশ করে দলটি। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত টানা তদন্তের কাজ চলে পুরসভার তিনতলার অর্থ বিভাগের ঘরে দরজা বন্ধ করে। মাল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'অডিট টিম তাদের কাজ করছে, সেই বিষয়ে কিছু বলার নেই।'

পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনভর বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বরাতের নথি, আয়-ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখে অডিটের বিশেষ দলটি। শনিবার দুপুর পর্যন্ত অডিটের কাজ দফায় দফায় চলতে পারে। অডিট শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরসভায় প্রবেশ করবেন না বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা।

মাল পুরসভার বিরুদ্ধে সরকারি আবাস যোজনার টাকা তছনছ করার অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত বছরের ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন মালবাজারের আইনজীবী সুমন শিকদার। নভেম্বর মাসের ৭ তারিখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে রায় ঘোষণা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিবের তত্ত্বাবধানে বিশেষ অডিট এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। অর্থ দপ্তরের বিশেষ দল গঠন করে অডিটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে অডিটের সমগ্র প্রক্রিয়া শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্ট। সেই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুপুরে মাল পুরসভায় এসে পৌঁছায় রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তরের টিমটি।

তবে অডিটের পর সেটার ফলাফল কী হবে সেটা নিয়ে ধন্দ রয়েছে পুরসভার অন্দরেই। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'অডিটের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ আছে আমাদের। মালবাজার শহরের নাগরিকরা এই অডিটের সত্যতা জানতে চায়।' এদিকে মামলাকারী সুমনের বক্তব্য, সরকারি বোর্ডবিহীন গাড়িতে চড়ে পুরসভায় এল অডিট টিম, সেটা জনগণ ভালো চোখে নেয়নি।

মাল পুরসভায় দ্বিতীয় দিনে অডিট টিম। বুধবার। - সংবাদচিত্র

খুলছে রাচেলা

প্রথম পাতার পর

নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের সর্বোচ্চ পাহাড়ি এলাকা রাচেলা ডান্ডার উচ্চতা প্রায় ১১ হাজার ফুট। কিন্তু পর্যটকরা ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছে রাচেলা ভিউপয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশুভ্র চূড়া দেখতে পাবেন। উদ্বোধনের পর নেওড়া নর্থ রেঞ্জের অফিস থেকে অফলাইনে ডে ভিজিটের টিকিট পাবেন পর্যটকরা। জনপ্রতি ৫০ টাকা করে নেওয়া হবে। গাড়ির জন্য কত টাকা লাগতে পারে তা উদ্বোধনের আগেই বন দপ্তর জানিয়ে দেবে।

নেওড়া ভ্যালিতে এখনও অনেক অজানা উদ্ভিদ, প্রাণী রয়েছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন পাওয়া গিয়েছে। ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবিও উঠেছে। রয়েছে হিমালয়ান ভালুক, হাতি, বিশাল অজগরের আনাগোনা। বন দপ্তরের তকমায় নেওড়া ভ্যালির বহু এলাকা এখনও 'ভার্জিন', অর্থাৎ যেখানে মানুষের পা পড়েনি। প্রবেশ নিষেধ বলেই সেখানকার জঙ্গল বন্যপ্রাণীদের সেফ জোন। তাই এখানকার জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীদেরর ওপর যাতে প্রভাব না পড়ে তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েই যেন কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের ব্যবস্থা করা হয় বলে দাবি তুলেছেন জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত।

ডিএফও বলেন, 'রাচেলা ভিউপয়েন্ট করা হয়েছে কোর এলাকার বাইরে। ১৪ ফেরি পর্যন্ত আগেই জিপ সাফারির অনুমতি ছিল। নেওড়ার রাচেলা ভিউপয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব রূপ দেখে আমরা রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিলাম। রাজ্য বন দপ্তর সেখানে পর্যটকদের যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। রাচেলা ভিউপয়েন্টে আপাতত কিছু পর্যটককে ট্রায়াল হিসেবে ঘোরানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে ভিউপয়েন্টের।

কালো তুষারে বিপত্তি সিকিমে

নিষেধাজ্ঞা একাধিক পর্যটনকেন্দ্রে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : তুষারের টানেই উত্তর সিকিম পাড়ি। কিন্তু সেই তুষারপাতই ডেকে আনল বিপত্তি। বেড়াতে গিয়ে হোটেলবন্দি পর্যটকরা। এই বিপত্তির মূলে রয়েছে 'ব্ল্যাক আইস'। ফলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে নাথু লা, ছাঙ্গু লেক, ১৫ মাইলের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে। পর্যটকদের নিরাপত্তায় নজর রেখেই পর্যটনকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সিকিম প্রশাসনের। শুধু পূর্ব বা উত্তর সিকিম নয়, রাতভর তুষারকণা আছড়ে পড়েছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু, ফালুটের মতো এলাকাগুলিতেও। তবে এখানে ব্ল্যাক আইস সৃষ্টি না হওয়ায় খুশির হাওয়া পর্যটন মহলে। কুয়াশা-হাওয়ার ঝটকায় পারদপতন সমতলেও।

সিকিমের জন্য সতর্কতা জারি করলেও বৃহস্পতিবার থেকে সমতলের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নত হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

তুষারপাতের সম্ভাবনায় গাড়িতে বেলচা, শিকল রাখার বিধিনিষেধ জারি করেছিল সিকিম প্রশাসন। কিন্তু ব্ল্যাক আইসে কাজে এল না কোনও উদ্যোগ। পূর্ব এবং উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে যান চলাচল। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পারমিট দেওয়াও। সিকিম পর্যটন দপ্তর সূত্রে খবর, জওহরলাল নেহরু রোড খোলা রয়েছে শুধু ১০ মাইল পর্যন্ত। ফলে পারমিট ইস্যু হচ্ছে না ছাঙ্গু লেকের কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউপয়েন্ট, নাথু লা এবং বাবা মন্দিরের ক্ষেত্রে। জুলুকের রাস্তা খোলা থাকলেও বন্ধ থাম্বি ভিউপয়েন্ট। লাচুংয়ের ইয়ুমথাং পর্যন্ত পারমিট দেওয়া হলেও বন্ধ জিরো পয়েন্ট। লাচেনে খোলা শুধু গুরুদোংমার। ব্ল্যাক আইসের জন্য এমন পরিস্থিতি হয়েছে বলে বক্তব্য ১২৯ জেনারেল রিজার্ভ ইঞ্জিনিয়ার ফোর্সের (জিআরইএফ)।

কিন্তু ব্ল্যাক আইস কী? বিরামহীন তুষারপাতের জেরে সৃষ্টি হওয়া বরফের পুরু আস্তরণ। যা অত্যন্ত পিচ্ছিল হওয়ায় যান চলাচলের ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে পারে। সে কারণে পর্যটনস্থলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জিআরইএফের এক ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন। পর্যটকদের নিরাপত্তায় জোর দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত, বলছেন পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক।

কিন্তু বেড়াতে গিয়ে ঘরবন্দি থাকতে কার ভালো লাগে? তাই বিমর্ষ পর্যটকরা। উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুর থেকে লাচুংয়ে বেড়াতে গিয়েছেন দেবাশিস ঘোষ। তিনি বলছেন, 'মঙ্গলবার পৌঁছেই তুষারপাত পেয়েছি। মন ভরে গিয়েছে। কিন্তু এখন হোটেলে বসে রয়েছি। নাথু লা তো দূরের কথা, জিরো পয়েন্টেও যেতে পারছি না।' একই বক্তব্য লাচেনে বেড়াতে যাওয়া রায়গঞ্জের তুলসীতলার পার্থ বসুর। অনেকের মতো তাঁরও চিন্তা, 'দুই-একদিনের মধ্যে রাস্তা না খুললে আটকে পড়তে হবে।' যেভাবে বরফ জমেছে, তা গলে যেতে বা কেটে রাস্তা বের করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় লাগবে বলে জানাচ্ছে জিআরইএফ। পূর্ব এবং উত্তর সিকিমে ধারাবাহিক তুষারপাতের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তরও।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে শুধু সিকিমের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেনি। পালটে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি। মঙ্গলবার রাতভর তুষারপাত হয়েছে সান্দাকফু, ফালুট সহ দার্জিলিং পাহাড়ের উঁচু এলাকায়। যার জন্য সংশ্লিষ্ট পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। ফের শীতের আমেজ কুয়াশা মোড়া সমতলে। এদিন উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় কার্যত সূর্যের দেখা মেলেনি। সেইসঙ্গে ছিল হাওয়ার দাপট। ফলে পারদ পতন হয়েছে অনেকটাই। সমতলের ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার থেকে পরিস্থিতির কিছুটা বদল ঘটবে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা।

ব্ল্যাক আইস কী?

বিরামহীন তুষারপাতের জেরে সৃষ্টি হওয়া বরফের পুরু আস্তরণ। যা অত্যন্ত পিচ্ছিল হওয়ায় যান চলাচলের ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

হেরিটেজ নিয়ে উদাসীন

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরের বোর্ড সেই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যায়নি।

জলপাইগুড়ি পুরসভার বর্তমান চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পুরসভা শহরে হেরিটেজ সম্পত্তি নিয়ে কিছু উদ্যোগ নিয়েছিল কোভিডের পর। কিন্তু এখন নতুন করে হেরিটেজ রোড ম্যাপ নিয়ে কীভাবে এগোনো যায় তা নিয়ে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

এই বৈঠকের পর কমিশন থেকে ২০১৮ সালের শেষ দিকে জেলা প্রশাসনের কাছে জেলার হেরিটেজ সম্পত্তির তালিকা চেয়ে পাঠায়। স্থানীয় এক পর্যটন সংস্থার সাহায্য নিয়ে সেই তালিকা কমিশনেও পাঠিয়েছিল প্রশাসন। সেই তালিকা সহ প্রশাসনের তরফে রাজ্য পর্যটন দপ্তরে 'প্রপোজাল রিগার্ডিং ডিক্ল্যারেশন অফ হেরিটেজ সিটি অফ জলপাইগুড়ি' নামে প্রস্তাব পাঠানোও হয়েছিল। পরের বছর রাজ্য পর্যটন দপ্তর থেকে জেলার বেশ কয়েকটি হেরিটেজ সম্পত্তি সরেজমিনে ঘুরে জিপিএস ট্যাগিং ও ম্যাপিং করা হয়েছিল বলে শহরের পর্যটন ব্যবসায়ী সব্যসাচী রায় জানান। কিন্তু এরপরেও শহর ও জেলার হেরিটেজ সম্পত্তির স্বীকৃতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সরকারিভাবে করা হয়নি। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভূমিকাও বেদনাদায়ক।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়- এত বছর ধরে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে উত্তরবঙ্গের কোনও প্রতিনিধি উত্তরবঙ্গ থেকে ছিলেন না। সম্প্রতি ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষকে কমিশনের সদস্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি সদস্য হওয়ার পর গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম বৈঠকে যোগ দিয়েছি। উত্তরের কয়েকটি সম্পত্তিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে। আমি কমিশনের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেছি উত্তরবঙ্গ সফরে আসার জন্য। তাহলে প্রস্তাবিত তালিকা ধরে তাঁকে সরেজমিনে দেখানো যাবে। সেই তালিকা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জলপাইগুড়ি শহর ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার কাজ অনেকটাই এগোবে।'

টাকা ফেরত চান ব্যবসায়ীরা

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : এবার থেকে ল্যান্ড ইউটিলাইজেশন কম্প্যাটিবিলিটি সার্টিফিকেট (এলইউসিসি) নিতে হবে এসজেডিএ অফিস থেকে। গত বছর জুলাই মাস থেকে এই নিয়ম কার্যকর হয়। কিন্তু এতদিন এলইউসিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হত পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ থেকে। তাই যাঁরা এতদিন ওই দপ্তরগুলো থেকে এলইউসিসি নিয়েছেন, এসজেডিএ দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁদের পুরোনো এলইউসিসি আর কার্যকর হচ্ছে না। তাই এখন এলইউসিসি পেতে এসজেডিএ আর ছাড়া ভরসা নেই। এক্ষেত্রে ওই সার্টিফিকেট পেতে পঞ্চায়েত ও এসজেডিএ মিলিয়ে ডাবল টাকা খেসারত দিতে হবে তাঁদের। বুধবার জেলা শাসকের দপ্তরের কনফারেন্স রুমে জেলার শিল্প সম্ভাবনা বিষয়ে বৈঠক হয়। সেখানে পঞ্চায়েতে জমা করা এলইউসিসির আগের টাকা ফেরতের আবেদন জানানো হয়।

রাসায়নিক প্রয়োগে প্রশিক্ষণ ক্ষুদ্র চা চাষিদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৮ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর কৃষি দপ্তর তৎপরতা শুরু করে। এর অঙ্গ হিসেবে রাসায়নিকের প্রয়োগ বিধি ও ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) গাইডলাইনের ওপর উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হল। শস্যবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করা ও সেইসঙ্গে রাসায়নিক প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির সর্বভারতীয় সংগঠন ক্রপলাইফ ইন্ডিয়া এবং চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) যৌথ উদ্যোগে কর্মসূচিটি শুরু হয়েছে। বুধবার লাটাগুড়িতে ১৫০ জন ক্ষুদ্র চা চাষির সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি চা বাগানে নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সবকিছু হাতেকলমে শেখান। ক্রপলাইফ ইন্ডিয়ার তরফে ডঃ রাকেশ কুমার বলেন, 'যাবতীয় প্রোটোকল মেনে স্বাস্থ্যবান্ধব চা তৈরি, অন্যদিকে রোগপোকা দমনে সরকারি নিয়ম মেনে অনুমোদিত রাসায়নিকগুলির প্রয়োগবিধি- শিবিরে সবকিছু বুঝিয়ে বলা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র চা চাষি ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনা। বুধবার লাটাগুড়িতে।

পাশাপাশি চা গাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নানা উপায় জানানো হচ্ছে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, এই নিয়ে তিনটি শিবির হল। এর আগে জলপাইগুড়ির চাউলহাটি ও রংধামালিতে হয়েছে। এই জেলায় আরও চারটি শিবির হবে। এরপর কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলায় একটি করে শিবির হবে। কীভাবে ব্যবহার করলে কাঁচা পাতায় রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ (ম্যাক্সিমাম রেসিডিউ লেভেল) এফএসএসএআই-এর বেঁধে দেওয়া পরিমাণের মধ্যে থাকবে বিশেষজ্ঞরা তা বিশদে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'রাসায়নিকের ব্যবহারের বিষয়টি এখন ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছে একটি জ্বলন্ত সমস্যা। অজ্ঞানতাবশত বেশি ব্যবহার হলে যন্ত্রের সাহায্যে মেপে সেই কাঁচা পাতা আর কেউ কিনবে না। এদিকে ব্যবহার একেবারে কমিয়ে দিলে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। এমন পরিস্থিতিতে এই প্রশিক্ষণ ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছে গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছি।' উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের যৌথ সংগঠন ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রজত রায়কার্জি জানান, এক সময় বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি আমাদের থেকে কাঁচা পাতা কেনা বন্ধ করে দেয়। পরে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সেই সমস্যা মেটে। এরপর তাঁর নির্দেশে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

এদিন লাটাগুড়িতে টিআরএ-র উত্তরবঙ্গ চা গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ শ্যাম ভার্গিস উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর বক্তব্য, 'চা শিল্পে রাসায়নিকের প্রয়োগের নির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে। যা প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কোড বা পিপিসি নামে পরিচিত। এটা মেনে চললে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সেটা ক্ষুদ্র চা চাষিদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

গাছ কাটায় জট

প্রথম পাতার পর

এরই মাঝে নতুন করে বৃক্ষচ্ছেদনের আশঙ্কায় পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির কোঅর্ডিনেটর নফসর আলির বক্তব্য, 'যেভাবে জনসংখ্যা এবং যান বাড়ছে, তাতে রাস্তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ রক্ষায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কেন বনাঞ্চলের ফাঁকা জমিতে গাছ লাগানো হবে না?'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য প্রস্তুত নয় কোনও স্টেডিয়াম

পাকিস্তান থেকে সরতে পারে পুরো টুর্নামেন্টই

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রাথমিক সময়সীমা ছিল ৩১ ডিসেম্বর। ১২ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিনটি স্টেডিয়াম তুলে দিতে হবে আইসিসি-র হাতে। যদিও নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও করাচির ন্যাশনাল, লাহোরের গদ্দাফি এবং রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের সংস্কারের অর্ধেক কাজ এখনও শেষ হয়নি! ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে শেষ হবে, তা নিয়েও ঘোর সংশয়।

পাকিস্তানের স্টেডিয়াম সংস্কারের গয়ংগচ্ছ অগ্রগতিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে আইসিসিও। চলতি বছরে টি২০ বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেট পরিকাঠামো নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়। মুখ পোড়ে সর্বোচ্চ ক্রিকেট সংস্থার। ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও একই আশঙ্কা। ফলস্বরূপ, বিকল্প ভাবনায় 'প্ল্যান বি' হিসেবে পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরানোর ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে আইসিসি-র অন্দরমহলে।

সূত্রের খবর, জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি কর্তারা ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে রেখেছেন। বিকল্প কেন্দ্র হিসেবে আরব আমিরশাহির কথা উঠছে। হাইব্রিড মডেলে ইতিমধ্যে ভারতের সমস্ত ম্যাচ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এমনকি ভারত যদি সেমিফাইনাল, ফাইনালে পৌঁছোয়, গুরুত্বপূর্ণ দুই ম্যাচও হাতছাড়া করবে পাকিস্তান।

শিরেসংক্রান্তি ঢিমেতালে চলা স্টেডিয়ামের সংস্কার প্রক্রিয়া। আইসিসি-ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের দাবি, 'হতাশাজনক ছবি। কনস্ট্রাকশনের কাজও এখন শেষ হয়নি। গ্যালারি থেকে ফ্লাডলাইট, কোনও কিছু প্রস্তুত নয়। এমনকি মাঠ তৈরির কাজ অনেক বাকি। পিসিবি যদি চূড়ান্ত সময়সীমা (স্টেডিয়াম হস্তান্তর) মিস করে, তাহলে অবশ্যই বিকল্প রাস্তা খোলা থাকবে। আধা-প্রস্তুত স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের কোনও প্রশ্নই নেই। আগামী সপ্তাহ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। রাতারাতি কতটা উন্নতি ঘটে, সেটাই এখন দেখার।'

পাকিস্তান বোর্ড যদিও অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে। দাবি, ১৯ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্ট শুরুর অনেক আগেই একশো শতাংশ কাজ তারা শেষ করে তিনটি স্টেডিয়ামই আইসিসি-র হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবে। পিসিবি সফলভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনে দায়বদ্ধ। আড়াইশোর ওপর শ্রমিক দিনরাত পরিশ্রম করছে। ২৫ জানুয়ারির মধ্যে সংস্কারের সব কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের ভগ্নদশায় চিন্তা বাড়ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে।

চিন্তায় পাকিস্তান

- স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রাথমিক সময়সীমা ছিল ৩১ ডিসেম্বর।
- ১২ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিনটি স্টেডিয়াম তুলে দিতে হবে আইসিসি-র হাতে।
- নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও করাচি, লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের সংস্কারের অর্ধেক কাজ এখনও শেষ হয়নি।
- বিকল্প ভাবনায় পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরতে পারে।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

প্রথম দশে প্রত্যাবর্তন ঋষভের

সেরা রেটিংয়ে বুমরাহ, অনেক পিছনে কামিন্স

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : দল ব্যর্থ হলেও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সাফল্যের প্রতিফলন আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে। এক নম্বর স্থান দখলে রাখার পাশাপাশি কেরিয়ারের সেরা রেটিং পয়েন্টে পৌঁছে গেলেন জসপ্রীত বুমরাহ (৯০৮)। ভারতীয় বোলার হিসেবে যা সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্টের রেকর্ড।

অনেকটা পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে প্যাট কামিন্স (৮৪১)। বুমরাহর পাশাপাশি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সাফল্য পেয়েছেন অজি অধিনায়ক। ২৫টি উইকেট নেন ৫ টেস্টের সিরিজে। তবে ধারাবাহিক সাফল্যের হাত ধরে কামিন্সের সঙ্গে ব্যবধান আরও কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছেন বুমরাহ। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে কাগিসো রাবাদা ও জোশ হ্যাজেলউড।

সেরা দশে দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার রবীন্দ্র জাদেজা (নবম স্থানে)। আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে সবথেকে উল্লেখযোগ্য দিক স্কট বোল্যান্ডের লম্বা লাফ। হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে সিরিজে ছাপ রাখেন বোল্যান্ড (৩টি টেস্টে ২১ উইকেট)। পুরস্কারস্বরূপ, ২৯ ধাপের লম্বা লাফে জাদেজার সঙ্গে যৌথভাবে নবম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন অজি পেসার।

সিডনির দ্বিতীয় ইনিংসে ৬১ রানের সুফল পেয়েছেন ঋষভ পন্থও। তিন ধাপ এগিয়ে সেরা দশে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের। ১২ থেকে নবম স্থানে উঠে এসেছেন। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সেরা র‍্যাংকিং যশস্বী জয়সওয়ালের। ৮৪৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। প্রথম দুইয়ে ইংল্যান্ডের দুই তারকা জো রুট (৮৯৫), হ্যারি ব্রুক (৮৭৬)। তৃতীয় স্থানে কেন উইলিয়ামসন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে জোড়া হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে ৫ ধাপ এগিয়ে দ্বাদশ স্থানে বাবর আজম। প্রত্যাশামাফিক প্রথম কুড়িতে জায়গা হয়নি বিরাট কোহলি (২৭), রোহিত শর্মার (৪২)। অলরাউন্ডার বিভাগে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রেখেছেন জাদেজা। মার্কো জানসেন (দ্বিতীয়), কামিন্সের (চতুর্থ) সঙ্গে সেরা পাঁচের তালিকায় রয়েছেন দুই বাংলাদেশি মেহেদি হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসান।

দলগত টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান আগেই হাতছাড়া হয়েছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়ার ফলে আপাতত তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারতীয় দল। জুনে লর্ডসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুই ফাইনালিস্ট অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এক নম্বরে কামিন্সের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া। পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ঠিক পিছনেই। ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে।

ঘরোয়া ক্রিকেটের দাওয়াই শাস্ত্রীর

অধিনায়ক কোহলিতে অবাক হবেন না গিলি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বড় প্রশ্নের মুখে বিরাট কোহলির টেস্ট কেরিয়ার।

ভারতীয় থিংকট্যাংক, নির্বাচকদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কী অপেক্ষা করছে, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। এরমধ্যেই অ্যাডাম গিলক্রিস্টের চাঞ্চল্যকর দাবি-ফের অধিনায়ক পদে বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তন ঘটলে তিনি মোটেই অবাক হবেন না।

অজি কিংবদন্তির যুক্তি, পুরো সময়ের অধিনায়ক হওয়ার পথে জসপ্রীত বুমরাহর সবচেয়ে বড় কাঁটা ওয়ার্কলোড। ভারতীয় থিংকট্যাংককে যা চিন্তায় রাখবে। বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মার টেস্ট ভবিষ্যৎ নিয়েও ঘোর অনিশ্চয়তা। এহেন পরিস্থিতিতে অধিনায়ক হিসেবে বিরাটের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পেতে পারে জুনের ইংল্যান্ড সফরে।

গিলক্রিস্টের ধারণা, রোহিত ইংল্যান্ড সফরে যাবে বলে মনে হয় না। অজি সফর শেষে বাড়ি ফিরে পরিবার, দু'মাসের বাচ্চার সঙ্গে সময় কাটাক। তারপর অবসর নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর হয়তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরেও দাঁড়াবে রোহিত। ভারতীয় টেস্ট দলে লিডারশিপ পরিবর্তন প্রায় নিশ্চিত।

কিংবদন্তি অজি উইকেটকিপার-ব্যাটারের দাবি, 'জানি না, বুমরাহকে পুরো সময়ের অধিনায়ক করা হবে কিনা। তবে, এই দায়িত্ব সামলানো ওর জন্য সহজ হবে না। তাহলে কে অধিনায়ক হবে, আন্দাজ করুন। বিরাটকেই কি নেতৃত্বে ফেরানো হবে? যদি সেরকম কিছু দেখি, আমি অন্তত অবাক হব না।'

ভারতীয় ক্রিকেট বর্তমানে পালাবদলের পর্বের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যা সামলানোর চ্যালেঞ্জ থাকবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের জন্য। তবে গিলক্রিস্টের মতে, আইপিএলের সুবাদে প্রচুর প্রতিভা উঠে এসেছে। ১ থেকে ১১, প্রতিটি জায়গাতেই ভারতের হাতে বিকল্প প্রস্তুত। তবে, এদের সময় দিতে হবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার। সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড সফরও কঠিন মঞ্চ ভারতের জন্য।

এদিকে, ছন্দে ফিরতে বিরাট-রোহিতকে ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোনিবেশের পরামর্শ দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, কখন অবসর নেবে, তা ঠিক করবে দুই তারকা। কিন্তু সাফল্যে ফিরতে একটাই রাস্তা-ঘরোয়া ক্রিকেট। 'আমার মতে, ওদের ব্যাটিংয়ে যদি ফাঁক তৈরি হয়, তা পূরণের একটাই রাস্তা ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে যাওয়া, বেশ কিছু ম্যাচ খেলা। দেখা যাক।'

শাস্ত্রীর মতে, বিরাটদের মতো তারকারা ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে একাধিক সুফল পাবে। ব্যক্তিগতভাবে যেমন বিরাটরা উপকৃত হবে, তেমনই ওদের পাশে পেয়ে উজ্জীবিত হবে উঠতি খেলোয়াড়রাও। নিজেদের বিশাল অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারবে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে। বলার কথা, রোহিত শর্মা শেষবার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছে ২০১৬ সালে। ২০১২ থেকে কোনও ঘরোয়া ম্যাচে দেখা যায়নি বিরাটকে।

এদিকে, তিন ফরম্যাটে জসপ্রীত বুমরাহকে সর্বকালের সেরা বলছেন মাইকেল ক্লার্ক। বলেছেন, 'সিরিজ শেষে বুমরাহর পারফরমেন্স খতিয়ে দেখছিলাম। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ওই সেরা ফাস্ট বোলার। কার্টলে অ্যামব্রোজ, গ্লেন ম্যাকগ্রাথ টি২০ ক্রিকেট খেলেনি। তাই ওদের ধরব না। সিডনিতে ভারতের লিড যদি ১৮০ প্লাস হত এবং বুমরাহ বল করত, ম্যাচের পরিস্থিতি আলাদা হত।'

অসাধারণ মানুষ, কিংবদন্তি

বাড়ির সবাই বিরাটকে ভালোবাসে : কনস্টাস

সিডনি, ৮ জানুয়ারি : টেস্ট অভিষেক। তাও আবার বক্সিং ডে টেস্ট, মেলবোর্নের ঐতিহাসিক এমসিজি-তে। প্রতিপক্ষ শিবিরে আবার নিজের আদর্শ। বিস্ফোরক হাফ সেঞ্চুরিতে মঞ্চ সাজিয়ে রাতারাতি নায়ক। জসপ্রীত বুমরাহকে নতুন বলে পিটিয়ে প্রচারের আলোয়।

প্রচার পেয়েছেন নিজের আদর্শ কোহলির বিরাট-ধাক্কার ঘটনার প্রেক্ষিতে। সিরিজের বাকি সময়ে বিরাটের সঙ্গে 'তু তু ম্যায় ম্যায়' উত্তাপ ছড়িয়েছে। যদিও আদর্শ বিরাটকে নিয়ে ভালোবাসায় এতটুকু চিড় ধরেনি। গতকাল বুমরাহর সঙ্গে ঘটনায় নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন স্যাম কনস্টাস। এদিন বছর উনিশের তরুণ ওপেনারের গলায় বিরাট-বন্দনা। জানান, বাড়ির সবাই নাকি ভালোবাসে বিরাটকে।

সেই ভালোবাসার আবেদনে সাড়া দিয়ে মেঠো বিতর্ক সরিয়ে সিডনি টেস্টের মাঝে কনস্টাসের পরিবারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎও করেন বিরাট। কনস্টাস নিজেও কোহলিকে তাঁর পরিবার এবং তাঁর বিরাট-প্রীতির কথা জানান। এক সাক্ষাৎকারে তরুণ অজি ওপেনার বলেছেন, 'আমার পুরো পরিবারই বিরাটকে ভালোবাসে। ছোট থেকে বিরাটকে আদর্শ করে এগিয়েছি আমি। ও কিংবদন্তি।'

মেলবোর্ন এবং সিডনি টেস্টে বারবার সরগম হয়েছে বিরাট-কনস্টাস ইস্যু। ধাক্কা কাণ্ডের পাশাপাশি মাঠে বারবার কনস্টাসকে নকল করে সেলিব্রেশনও করতে দেখা গিয়েছে বিরাটকে। যদিও সিরিজ শেষে বিতর্ক সরিয়ে এক ফ্রেমে কনস্টাস-বিরাট। সেই অনুভূতি সম্পর্কে এদিন এক সাক্ষাৎকারে কনস্টাস বলেছেন, 'ম্যাচের পর ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিছুক্ষণ। আদর্শ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে খেলা আমার কাছে বিশাল সম্মানের। মাঠে দাঁড়িয়ে বিরাটের ব্যাটিং দেখা আমার কাছে বিশেষ অনুভূতি। মাঠে ওর উপস্থিতি, ভারতীয় সমর্থকদের সমস্বরে 'বিরাট বিরাট' আওয়াজ, সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ।'

মানুষ বিরাটকে নিয়েও একইরকম উচ্ছ্বসিত অজি ক্রিকেটে নয়া মুখ। অস্ট্রেলিয়ার ইয়ং ব্রিগেডের অন্যতম তারকা কনস্টাসের কথায়, 'বিরাট অত্যন্ত মাটির মানুষ। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আগামীর জন্য আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিরাট। শুভকামনা জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কা সফরে আমার সাফল্যের।'

> ম্যাচের পর ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিছুক্ষণ। আদর্শ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে খেলা আমার কাছে বিশাল সম্মানের। মাঠে দাঁড়িয়ে বিরাটের ব্যাটিং দেখা আমার কাছে বিশেষ অনুভূতি। মাঠে ওর উপস্থিতি, ভারতীয় সমর্থকদের সমস্বরে 'বিরাট বিরাট' আওয়াজ, সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ।
>
> **স্যাম কনস্টাস**

মেঠো ঝামেলা ভুলে বিরাট কোহলিতে মজে স্যাম কনস্টাস।

সিডনি পিচ নিয়েও সন্তুষ্ট আইসিসি!

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : আড়াই দিনে ম্যাচ শেষ। সর্বসাকুল্যে ১৯০ ওভার। চার ইনিংস মিলিয়ে পড়েছে ৩৪ উইকেট। প্রতি ৬ ওভারের কমে একটা করে উইকেটের পতন ঘটেছে। সর্বাধিক স্কোর ১৮৫! একসুরে সিডনির যে বাইশ গজ নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, সুনীল গাভাসকাররা। পিচের ঘাস দেখে অবাক হয়েছিলেন স্টিভেন স্মিথ, গৌতম গম্ভীররা।

সেই পিচ নিয়েও সন্তুষ্ট আইসিসি! পারথ, অ্যাডিলেড, ব্রিসবেন, মেলবোর্ন-সিরিজের প্রথম টেস্টের চারটি কেন্দ্রই আইসিসি রেটিংয়ে 'খুব ভালো'-র স্বীকৃতি পেয়েছে। সমালোচিত সিডনি সেখানে রেটিংয়ের ঠিক পরের ধাপ 'সন্তোষজনক'-এর তালিকায়! তার ফলে আশঙ্কা থাকলেও বেঁচে যায় ডিমেরিট পয়েন্ট কাটার হাত থেকে।

সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

হ্যামিলটন, ৮ জানুয়ারি : বৃষ্টি বিঘ্নিত দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ১১৩ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতল নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় উইকেটে রাচিন রবীন্দ্র (৭৯) ও মার্ক চ্যাপম্যানের (৬২) ১১২ রানের জুটিতে ভর করে কিউয়িরা

বিফলে থিকশানার হ্যাটট্রিক

৩৭ ওভারে পৌঁছায় ২৫৫/৯ স্কোরে। মাহিশ থিকশানা ৪৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার সপ্তম বোলার ওডিআইয়ে হ্যাটট্রিক করলেন থিকশানা। রান তাড়ায় নেমে ৫ ওভারের মধ্যে ২২/৪ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। পরে কামিন্দু মেন্ডিস (৬৪) চেষ্টা করলেও তা কোনও কাজে আসেনি। উইল ও'রৌরকে ৩১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ভাঙেন শ্রীলঙ্কার টপ অর্ডারকে। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন জ্যাকব ডাফি (৩০/২)।

হ্যাটট্রিকের পর মহেশ থিকশানা।

শনিবার হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা

রোহিত-গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় আগরকার

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা কাটার আগেই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজ হার।

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ক্রিকেটে এমন কঠিন সময় আসেনি। উপরি হিসেবে দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে রয়েছে জল্পনা। তাঁদের কি ফের দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলতে? চর্চা চলছে প্রবলভাবে। তার মধ্যেই আজ সামনে এসেছে নয়া তথ্য। জানা গিয়েছে, শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচনে বসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচক কমিটি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাশাপাশি ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ ও একদিনের সিরিজের দল ঘোষণারও সম্ভাবনা রয়েছে শনিবার। রাতের দিকের খবর, বিরাট-রোহিতরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে থাকছেন। কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরও থাকছেন। তাঁর জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সম্ভবত শেষ সুযোগ হতে চলেছে।

শনিবার দল ঘোষণার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে চলেছে। যেখানে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার বৈঠকে বসতে চলেছেন অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, সেই বৈঠকে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত যেমন হতে চলেছে। ঠিক তেমনই রবিচন্দ্রন অশ্বীনের ব্রিসবেন টেস্টের পরই ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হল কেন, সেই প্রসঙ্গও আসবে। সন্ধ্যার দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মুম্বই থেকে জানিয়েছেন, 'কোচ গম্ভীরের জমানায় কেন দল ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটা বোর্ডকে অবাক করেছে। পাশাপাশি দলের অন্দরমহল থেকে অনেক অপ্রিয় খবর সামনে আসছে। কেন এমন হচ্ছে, সেসব খতিয়ে দেখা হবে।' জানা গিয়েছে, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারের সঙ্গে রোহিত-গম্ভীরদের বৈঠকে হাজির থাকতে চলেছেন বোর্ডের নয়া সচিব দেবজিৎ সইকিয়াও। তিনিও দলের আচমকা ছন্দপতনে বিরক্ত।

রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার শেষ দিন। সেদিনই রয়েছে বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভা। ফলে তার আগের দিনই দল ঘোষণার কাজটা সেরে ফেলতে চাইছি বোর্ড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে অধিনায়ক রোহিত, বিরাট, রবীন্দ্র জাদেজাদের পাশে জসপ্রীত বুমরাহকে দেখতে পাওয়া নিয়ে রয়েছে সংশয়। সিডনি টেস্টের শেষ দিনে চোটের কারণে বল করতে পারেননি বুমরাহ। তিনি কত দ্রুত ফিট হবেন, স্পষ্ট নয়। তাছাড়া জোরে বোলার হিসেবে বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টিও রয়েছে। বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে থাকবেন কিনা, শনিবারই স্পষ্ট হবে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, ফিট হয়ে মহম্মদ সামির চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফেরা এখন সময়ের অপেক্ষা। কাল বরোদায় বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সামিকে দেখার জন্যই জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধি পৌঁছে গিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার আগে চাপ বাড়ছে রোহিত-গম্ভীরের।

> কোচ গম্ভীরের জমানায় কেন দল ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটা বোর্ডকে অবাক করেছে। পাশাপাশি দলের অন্দরমহল থেকে অনেক অপ্রিয় খবর সামনে আসছে। কেন এমন হচ্ছে, সেসব খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

সামি-অভিকে নিয়ে আজ হরিয়ানা অভিযান বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : পিচের সবুজের আভা কিছুটা হলেও কমেছে। সঙ্গে রয়েছে সুখবরও। সুখবর নম্বর এক, অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে আজ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তাঁকে দলে পাওয়ায় ব্যাটিং গভীরতা নিশ্চিতভাবেই বেড়েছে।

সুখবর নম্বর দুই, মুম্বই থেকে ব্যক্তিগত কাজ শেষ করে রাতের দিকে বরোদায় বাংলার ক্রিকেট সংসারে ঢুকে পড়েছেন মহম্মদ সামি। আগামীকাল তিনি ফিট মুকেশ কুমারের সঙ্গে নতুন বল ভাগ করে নেবেন। বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল সামির জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। সব ঠিকমতো চললে আগামীকাল জাতীয় নির্বাচকদের সামনে সামি তাঁর ফিটনেসের চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে চলেছেন। হয়তো কালই স্পষ্ট হয়ে যাবে সামি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সুযোগ পাবেন কিনা।

জোড়া সুখবরের প্রসঙ্গ বাদ দিলে বৃহস্পতিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে রীতিমতো সতর্ক টিম বাংলা। সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার আসরেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। কাল সেই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, তা নিয়ে সতর্ক বাংলা দল। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা সন্ধ্যার দিকে বরোদা থেকে বলছিলেন, 'হরিয়ানা ভালো দল ঠিকই। কিন্তু আমাদেরও সেরাটা দিতে হবে মাঠে। প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে আমাদের।' বরোদায় ঠান্ডা রয়েছে। ফলে সকালের দিকে ভালোরকম আর্দ্রতা থাকছে। ফলে টস এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে, মনে করছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

অস্ট্রেলিয়া ফেরত অভিমন্যু স্কোয়াডে চলে আসায় কাল বাংলা দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তন হচ্ছেই। সুমন্ত গুপ্তের বদলে অভিমন্যু ঢুকছেন প্রথম একাদশে। সম্ভবত তিনিই অভিষেক পোড়েলের সঙ্গে ওপেন করবেন। আর তিন নম্বরে ব্যাট করবেন ফর্মে থাকা অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'অভিমন্যুকে পাওয়া বাংলা দলের জন্য দুর্দান্ত খবর। ও দলে ফিরলে স্বাভাবিকভাবেই কাউকে বসতে হবে।' সবুজ পিচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচে সামি-মুকেশের সঙ্গে তিন নম্বর পেসার হিসেবে সায়ন ঘোষের খেলা নিশ্চিত। পিচে ঘাস থাকার কারণে চার নম্বর পেসার কি দেখা যাবে? এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ, চার পেসার খেলাতে গেলে দলের ব্যাটিং দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

> হরিয়ানা ভালো দল ঠিকই। কিন্তু আমাদেরও সেরাটা দিতে হবে মাঠে। প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে আমাদের।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বিজয় হাজারে ট্রফি

বাংলা বনাম হরিয়ানা

সময় : সকাল ৯টা, **স্থান :** ভদোদরা

বার্সেলোনার পর মেসি-সুয়ারেজ-নেইমারকে আবার একসঙ্গে দেখা যেতে পারে।

মায়ামিতে দেখা যেতে পারে এমএসএন জুটি

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : বার্সেলোনার এমএসএন জুটির কথা কয়েক বছর আগে ফুটবলপ্রেমীদের মুখে মুখে ঘুরত। মেসি-সুয়ারেজ-নেইমারের ত্রিফলা আবার দেখা যেতে পারে মেজর লিগ সকারে। সেই জল্পনা উসকে দিয়েছেন খোদ নেইমারই।

আগামী জুনেই ব্রাজিলিয়ান তারকার সঙ্গে আল হিলালের চুক্তি শেষ হচ্ছে। ২০২৩ সালে যোগ দিলেও এপর্যন্ত সৌদির ক্লাবটির জার্সিতে মাত্র ৭টি ম্যাচ খেলেছেন। চোট-আঘাতের জেরে সিংহভাগ সময়ই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। শোনা যাচ্ছে নেইমারের সঙ্গে আল হিলাল আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চাইছে না। যদিও ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'সৌদিতে ভালোই আছি। তবে ফুটবল মানেই তো চমক। ভবিষ্যতে কী হয় কে বলতে পারে?'

নেইমারের দুই প্রাক্তন বার্সা সতীর্থ এখন ইন্টার মায়ামিতে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নেইমারকেও কি দেখা যেতে পারে? তিনি স্পষ্টই জানালেন, আগেও সেই সুযোগ খুঁজেছিলেন। বললেন, 'যে সময় আমি প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়ি তখন আমেরিকার দলবদলের বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে ইন্টার মায়ামিতে সই করার কোনও সুযোগ ছিল না। তখন আল হিলালের প্রস্তাব খুব পছন্দ হয়। সেজন্য সৌদি প্রো লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নিই।' ফলে অদূর ভবিষ্যতে মায়ামির ক্লাবটির তরফে প্রস্তাব পেলে নেইমারও যে মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমাতে পারেন তা বলাই যায়। একই সঙ্গে নেইমার জানিয়েছেন ২০২৬ সালে কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ খেলবেন তিনি। সেজন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিতে তৈরি।

অনিরুদ্ধের চোটে আশঙ্কা মোহনবাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : ডার্বির বাকি আর মাত্র দুইদিন। তার আগেই বড় ধাক্কা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে। বুধবার সকালে অনুশীলনে চোট পেলেন বাগানের তারকা মিডিও অনিরুদ্ধ থাপা। ম্যাচ প্রাকটিসের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান তিনি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন অনিরুদ্ধ। তবে চোট কতটা গুরুতর এখনও জানা যায়নি। মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট আসলেই জানা যাবে, তিনি ডার্বিতে খেলতে পারবেন কিনা।

অনিরুদ্ধ না থাকায় চিন্তার ভাঁজ বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার কপালে। জাতীয় দলের এই মিডিওকে একান্তই পাওয়া না গেলে বিকল্প হিসেবে দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশীদের তৈরি রাখছেন তিনি।

বুধবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঘণ্টাদেড়েক গা ঘামান বাগান ফুটবলাররা। অনুশীলনে বেশিরভাগ সময় আক্রমণ শানানোর দিকেই জোর দিলেন মোলিনা। হয়তো জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিংসকে সামনে রেখেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দল সাজাতে পারেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ।

এদিকে, মুম্বই সিটি এফসি-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের ফলাফল দেখে লাল-হলুদকে বিচার করতে নারাজ বাগানের তারকা উইঙ্গার লিস্টনো কোলাসো। তিনি বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল আমাদের বিরুদ্ধে সবসময় ভালো খেলে। তাই ম্যাচটা সহজ হবে না। আমি এই ডার্বিতে গোল করার চেষ্টা করব।' বিদেশি ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেড বলেছেন, 'আমি ওদের নিয়ে ভাবছি না। বরং নিজেদের খেলার দিকেই মনঃসংযোগ করছি।'

তবে ডার্বি অন্য শহরে স্থানান্তরিতে কিছুটা হতাশ বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু। তিনি বলেছেন, 'ডার্বি সবসময় কলকাতায় হলেই ভালো হয়। এবারে গুয়াহাটিতে হওয়ায় গ্যালারির সেই উত্তাপটা আমরা পাব না।'

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার আগে অনুশীলনে কোনও খামতি ছিল না অনিরুদ্ধ থাপার। বুধবার।

জট কাটিয়ে ডার্বি গুয়াহাটিতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : গুয়াহাটিতেই হতে চলেছে আইএসএলের ফিরতি ডার্বি। আগামী শনিবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে কলকাতা তথা এদেশের সবথেকে বড় ম্যাচ কলকাতায় যে হচ্ছে না, সেটা অনেক আগেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে গুয়াহাটিতেও শেষপর্যন্ত ম্যাচ হবে কি না তা নিয়েও বহু টানাপোড়েনের পর শেষপর্যন্ত এদিন সকালে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়।

ঘটনা হল, গুয়াহাটিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক বিশাল র‍্যালি থাকায় ওখানেও প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে দৌড়ঝাঁপ করতে হয় বাগান ম্যানেজমেন্টকে। পরিস্থিতি একটা সময়ে এমন দাঁড়ায় যে, গুয়াহাটিতেও ম্যাচ করা নিয়ে দোলাচল তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত সকালে যাবতীয় আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে ক্লাবের তরফে গুয়াহাটিতেও ডার্বি হওয়ার কথা ঘোষণা করে। এবারের ডার্বি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হোম ম্যাচ।

গত অক্টোবরে প্রথম কলকাতা ডার্বিতে মোহনবাগান ২-০-য় হারায় তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এফসি-কে। সারা ম্যাচে দাপুটে পারফরমেন্স দেখিয়ে বাগানকে প্রথমার্ধে এগিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন। ম্যাচের শেষ দিকে নেমে পেনাল্টি আদায় করে তা থেকে দলকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন আর এক অস্ট্রেলীয় তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তারপর থেকেই মোহনবাগানের পারফরমেন্সগ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। এই মুহূর্তে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল এক নম্বরে। সেখানে লাল-হলুদ বাহিনী বছরের শেষে খানিকটা আশার আলো দেখাতে শুরু করলেও দুর্ভাগ্যক্রমে ২০২৫ সালের প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে হেরে গেলেও তাদের লড়াকু মেজাজ সেই ম্যাচেও দেখা গিয়েছে। ফিরতি ডার্বিতেও তাই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল।

চোট সারিয়ে অনুশীলনে নামলেন সাউল ক্রেসপো। বুধবার।

গুপ্তচর খুঁজতে গোয়েন্দা লাগাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বড় ম্যাচ সরে গিয়েছে ভিনরাজ্যে। তবুও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল মহারণকে ঘিরে চড়ছে পারদ। বুধবার লাল-হলুদের অনুশীলনে যে ছবি দেখা গেল সাম্প্রতিক সময় তা নজিরবিহীন বললেও চলে। অন্তত গত কয়েক বছরে এমন ছবি তো দেখাই যায়নি। ডার্বির আগে সবুজ-মেরুনের গুপ্তচর খুঁজতে গোয়েন্দা লাগালেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

বুধবার থেকেই বড় ম্যাচের মহড়ায় নামল লাল-হলুদ ব্রিগেড। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে প্রস্তুতি সারল তারা। সেই মাঠ লাগোয়া এক সাত তারা হোটেলেই থাকেন মোহনবাগান কোচ, ফুটবলার সহ অধিকাংশ সাপোর্ট স্টাফরা। আর কৌশল লুকিয়ে রাখতে এদিন অনুশীলন শুরু থেকেই সেই হোটেলের জানলায় কড়া নজর রাখল ইস্টবেঙ্গল। অনূর্ধ্ব-১৭ দলের টিম ম্যানেজার অরুণ জয়সওয়ালকে গোয়েন্দা বানালেন অস্কার। পাশের মাঠে প্রস্তুতি সারছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সেই মাঠেরই এক পাশে তাঁকে দাঁড় করিয়ে মোহনবাগান টিম হোটেলে নজর রাখলেন তিনি। শেষে ইস্টবেঙ্গল সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কেউ হোটেলের জানলা থেকে লুকিয়ে অনুশীলন দেখছেন সেই আশঙ্কা থেকেই নজর রাখা হচ্ছিল।

এদিকে, ডার্বির আগেও চোট সমস্যায় জেরবার ইস্টবেঙ্গল শিবির। টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে আনোয়ার আলির চোট গুরুতর নয় বলেই দাবি করা হয়েছিল। যদিও এদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতেই মাঠে ঢোকেন নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার। শুধুমাত্র হালকা রিহ্যাব করলেন তিনি। এছাড়া মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি সৌভিক চক্রবর্তী, মহম্মদ রাকিপ, প্রভাত লাকরারাও। সবমিলিয়ে বড় ম্যাচের আগে বেশ চিন্তায় লাল-হলুদ থিংকট্যাংক। এদিকে স্পেন থেকে ফিরে অনুশীলনে যোগ দিলেন সাউল ক্রেসপো। যদিও এদিন শুধুমাত্র ফিজিকাল ট্রেনিং সারলেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

অন্যদিকে, এদিন এক অনুষ্ঠানে মোহনবাগান ক্লাব সভাপতি স্বপনসাধন বসু মন্তব্য করেন, 'সূর্য যেমন ঢলে পড়ে, ইস্টবেঙ্গলও তেমন ঢলে পড়েছে।' পালটা ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তার মন্তব্য, 'মোহনবাগান ক্লাব বলে কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। এটিকের সঙ্গে মার্জ করে খেলছে ওরা। টুটু বাবু সবসময়ই হাস্যকর কথা বলেন।' এদিকে ডার্বি গুয়াহাটিতে সরার খবর শেষ মুহূর্তে জানানোয় ইস্টবেঙ্গলের টিকিট পেতে সমস্যা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সবমিলিয়ে ডার্বির আগে মাঠের বাইরেও যে উত্তেজনা বাড়ছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বিশ্বকাপের পরই সরছেন দেশঁ

প্যারিস, ৮ জানুয়ারি : ফ্রান্স ফুটবলে দিদিয়ের দেশঁর জমানা শেষ হতে চলেছে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের পরই। আগামী বছর বিশ্বকাপের পর বিশ্বজয়ী কোচের সঙ্গে আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছে না ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন।

২০১২ সালে ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন দেশঁ। তারপর একযুগ কেটে গিয়েছে। মাঝে তাঁর প্রশিক্ষণেই ২০১৬ সালে ইউরো কাপে রানার্স হয় ফ্রান্স। ২০১৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপ জেতে দেশঁর কোচিংয়েই। এরপর ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হার। তারপরও ফ্রান্সের হেড কোচের পদে আসীন ছিলেন দিদিয়ের দেশঁ। তবে ২০২৪ ইউরো কাপের পর থেকেই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চর্চা শুরু হয়। শোনা যায়, এমবাপে সহ জাতীয় দলের একাধিক ফুটবলারের সঙ্গে ফরাসি কোচের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। তার জেরেই কি সরতে হচ্ছে দেশঁকে? উঠছে সেই প্রশ্নও।

এদিকে, ২৬ বিশ্বকাপের পর ফ্রান্সের নতুন কোচ কে হবেন তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। এর আগে একাধিকবার জাতীয় দলে কোচিং করানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন জিনেদিন জিদান। তাঁর হাতেই দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে।

ডার্বি জয় ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগের ডার্বিতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-২ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল করেন শেখর সর্দার। অপর গোলটি দেবব্রত রায় চৌধুরীর। মহমেডানের হয়ে গোল করেন ডিমগেল ও আখম মহেশ সিং। এদিকে মোহনবাগান কিপগেনের একমাত্র গোলে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও অ্যাডামাস ইউনাইটেড ম্যাচটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছে।

লিগ কাপে হার আর্সেনালের

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি : লিগ কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আর্সেনাল ঘরের মাঠে ০-২ গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে হারল। ৩৭ মিনিটে নিউক্যাসলকে আলেকজান্ডার আইজ্যাক এগিয়ে দেন। ৫১ মিনিটে অ্যান্টোনি গর্ডন ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ম্যাচের পর আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'ম্যাচটায় দুই দলই আধিপত্য নিয়ে খেলেছে। তবে নিউক্যাসল গোলের সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়েছে। আমরা সেটা পারিনি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'নিউক্যাসল ভালো দল। ওদের বিরুদ্ধে জিততে গেলে আমাদেরকে আরও উন্নতি করতে হবে।'

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন পাখির চোখ জকোর

ক্যানবেরা, ৮ জানুয়ারি : গত মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচের। ২০১৭ সালের পর প্রথমবার একটিও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ছাড়া মরশুম শেষ করেছেন তিনি। তবে ব্যর্থতা ভুলে ফের ছন্দে ফিরতে মরিয়া এই সার্বিয়ান তারকা। সেই লক্ষ্যে প্রাক্তন ব্রিটিশ তারকা অ্যান্ডি মারেকে নিজের কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। মারের অধীনেই আসন্ন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দেখা যাবে ৩৭ বছরের তারকাকে। পয়া অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরুর আগে নোভাক বলেছেন, 'এই বছর আগের থেকে আরও ভালো পারফরমেন্স করব। আমি টেনিস ভালোবাসি এবং এখনও খেলাটাকে উপভোগ করছি। তরুণ টেনিস খেলোয়াড়দের সঙ্গে লড়াই করতে তৈরি রয়েছি।' কেরিয়ারে মোট ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন তিনি। তারমধ্যে দশটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। এবার সেই সংখ্যাটা বাড়ে কিনা সেটাই দেখার।

প্রস্তুতির ফাঁকে কোচ অ্যান্ডি মারের সঙ্গে আলোচনায় নোভাক জকোভিচ।

মোহনবাগানে সই শিলিগুড়ির পাসাংয়ের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : মোহনবাগান রিজার্ভ দলে সই করেছেন শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাং। সদ্যসমাপ্ত ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপে সবুজ-মেরুনের হয়ে খেলেছেন তিনি। এইবছর কলকাতা লিগে কালীঘাটের হয়ে দারুণ ফুটবল উপহার দিয়ে ছিলেন শহিদনগরের এই ছেলেটি। এছাড়া মার্শাল কিসকু ও শিবম মুন্ডাকে ডেভেলপমেন্ট লিগের জন্য দলে নিয়েছে মোহনবাগান। অন্যদিকে অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের জন্য আলিপুরদুয়ারের সুজল লামাকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

ভবানীপুর ক্লাবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দল।

ফাইনালে রেনেসাঁ

বারবিশা, ৮ জানুয়ারি : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল কোচবিহারের রেনেসাঁ একদশ। সেমিফাইনালে তারা ৪১ রানে হারিয়েছে অপু আঙ্কেল একদাশকে। রেনেসাঁ প্রথমে ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অমিত কুমার ৩৩ রান করেন। বরুণ সিংয়ের শিকার ১৬ রানে ৩ উইকেট। জবাবে অপু আঙ্কেল ১২.২ ওভারে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়।

বাংলা দলকে আর্থিক পুরস্কার ভবানীপুরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বুধবার সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলকে সংবর্ধনা দিল ভবানীপুর ক্লাব। বুধবার ক্লাব তাঁবুতে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নরহরি শ্রেষ্ঠা, চাকু মান্ডিদের সম্মানিত করল তারা। এদিন ভবানীপুরের পক্ষ থেকে বাংলা দলকে তিন লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানে বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'ট্রফি জয়ের সব কৃতিত্ব ছেলেদের। তবে ওদেরকে বলব নিজেদের খেলার দিকে ফোকাস রাখতে।' এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মোহনবাগান সভাপতি স্বপনসাধন বসু, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ প্রমুখ। **ছবি : ডি মণ্ডল**

ট্রফি হাতে গয়েরকাটা রিডিং ক্লাবের ব্যাডমিন্টনে সফল খেলোয়াড়রা। ছবি : জিষ্ণু চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন সায়ন

গয়েরকাটা, ৮ জানুয়ারি : গয়েরকাটা রিডিং ক্লাবের মনোরঞ্জন মণ্ডল ট্রফি ব্যাডমিন্টনে সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন সায়ন কুজুর। তিনি ১৫-১০, ১৫-১৩ পয়েন্টে রুদ্র সরকারকে হারিয়েছেন। ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন রাজ দাস-রোশন সরকার।

তাঁরা ১০-১৫, ১৫-৮, ১৫-৮ পয়েন্টে বিবেক রায়-জয়দীপ দাসের বিরুদ্ধে জয় পান। ডাবলসে প্রতিযোগিতার সেরা দেবায়ন সাহা।

জয়ী অপূর্ব

মাদারিহাট, ৮ জানুয়ারি : মাদারিহাট ৪ নম্বর কলোনি নবীন সংঘের পুনমচাঁদ লাখোটিয়া ও লক্ষ্মী দেবী লাখোটিয়া ট্রফি ক্রিকেটে বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ মাদারিহাট অপূর্ব সংঘ ১৫৯ রানে রাঙ্গালিবাজনা ইনভিজিবল ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে অপূর্ব ১৬ ওভারে ৪ উইকেটে ২৪৩ রান তোলে। মানস রায় ১২৬ রান করেন। বিকাশ বার্লা ২ উইকেট নেন। জবাবে রাঙ্গালিবাজনা ৮৪ রানে গুটিয়ে যায়। রোহিত আলম ২৬ রান করেন। ধীরাজ রায় ৩ উইকেট নেন।

e-Tender Notice

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No WBRGP/05/e-Tender/2024-2025 dated 07/01/2025 and last date of online bid submission on 16/01/2025 at 17.00 hours. For further details you may visit website : **www.wbprd.nic.in** or **www.wbtenders.gov.**

Pradhan
Ramshai Gram Panchayat

e-Tender Notice
Office of the Salbari-I Gram Panchayat
Purba Duramari : Banarhat : Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. eNIT-07/SAL-I GP/2024-25 dated 06.01.2025. Last date and time of online bid submission 15.01.2025 at 18:00 hrs. For further details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Salbari-I Gram Panchayat

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রণয়

কুয়ালালামপুর, ৮ জানুয়ারি : মালয়েশিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন এইচএস প্রণয় ও মালবিকা বানসোদ। প্রণয় প্রথম রাউন্ডে ২১-১২, ১৭-২১, ২১-১৫ পয়েন্টে হারালেন কানাডার ব্রিয়ান ইয়াংকে। মালবিকা মাত্র ৪৫ মিনিটে ২১-১৫, ২১-১৬ পয়েন্টে গোহ জিন উইয়ের বিরুদ্ধে জয় পান। মিক্সড ডাবলসে তানিশা কাস্ত্রো-ধ্রুব কপিলা এবং পুরুষদের ডাবলসে সতীশ কুমার করুনাকরণ-আদ্য ভারিয়াথ সুপার ১০০০ মিটের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। তানিশা-ধ্রুব ২১-১৩, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন সুঙ্গ হিউন কো-হাই ওন ইওমকে। সতীশ-আদ্য স্বদেশীয় আশহিত সূর্য-আমরুথা প্রমুখেশকে ২১-১৩, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন।

সৎকার প্রিমিয়ার লিগ

মালবাজার, ৮ জানুয়ারি : সৎকার সমিতি ক্লাবের সৎকার প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে ফেব্রুয়ারি মাসে। দশটি দলের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ডামডিম ইলেভেন, ডিয়ার ইলেভেন মুন্সী মোড়, ব্লু স্যাফায়ার্স, এস টি ব্রাদার্স রাঙ্গামাটি, রিভেঞ্জার্স, ক্যালটেক্স মোড় রাইনো, পিকে চ্যালেঞ্জার্স, ট্রাইবাল বুলস, স্কাইওয়ার্স, বারঘড়িয়া স্ট্রাইকার ক্রান্তি। ইতিমধ্যেই প্লেয়ার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ক্লাবের ক্রীড়া সচিব টিংকু দাস জানিয়েছেন, 'ক্লাবগুলি নিলামের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের দলে নেবে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা বামাচরণ মাটে - কে

14.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66K 32218 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি প্রতিটি এলাকায় বেশ কিছু কোটিপতি তৈরি করেছে যা মিডিয়া থেকে সুপরিচিত। আমি কিঞ্চিত পরিমাণ কিছু অর্থ ব্যয় করে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমার সময় পরিবর্তন হয়ে ভালো সময় এসেছে এবং আমি এখন একজন কোটিপতি হয়ে গেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে আয়ুষ শ্রেষ্ঠা। ছবি : অনুপ সাহা

সেমিফাইনালে ঝাপা এফসি

ওদলাবাড়ি, ৮ জানুয়ারি : নেতাজি সুভাষ অ্যাথলেটিক ক্লাব ও মোহন স্পোর্টিং ক্লাবের যৌথ ব্যবস্থাপনায় রিনা ঘোষ, পরশরাম আগরওয়াল ও সুদাম মণ্ডল ট্রফি নৈশ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ঝাপা এফসি নেপাল। বুধবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে এনবিএফসি শিলিগুড়িকে হারিয়েছে। বিধানপল্লি মাঠে ঝাপার ধীরেন ছেত্রী ও ম্যাচের সেরা আয়ুষ শ্রেষ্ঠা গোল করেন। শিলিগুড়ির গোলটি নরহরি বর্মনের। বৃহস্পতিবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে পানিয়ারা ইয়ং বেঙ্গল ক্লাব কলকাতা ও জর্জিয়ান এফসি কালিম্পং।

অনুষ্কার ব্রোঞ্জ

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : রাঁচির মেঘা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ৬৮তম স্কুল ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে বালক এবং বালিকা ১৯ বছর বিভাগে ৪ x ১০০ মিটার রিলে ইভেন্টে তৃতীয় স্থান অধিকার করল বাংলার অ্যাথলিটরা। বাংলা দলকে ব্রোঞ্জ পদক এনে দিল বেরুবাড়ি তপশিলি ফ্রি হাইস্কুলের ছাত্রী অনুষ্কা কর।

ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে অনুষ্কা কর সহ দলের অন্যরা।